বহির্ভারতে ভারতের মুক্তিপ্রয়াস

ডাঃ অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য

ফার্মা কে, এল্, মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা-১২ * ১৯৬০

সূচী

বহির্ভারতে ভারতের মুক্তিপ্রয়াস

আমেরিকার গদর পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা

শ্রীপাণ্ডুরঙ্গ খানখোজে

বিগত ২২শে জানুয়ারীর "অমৃতবাজার পত্রিকা"য় একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। তাহা এই—"মধ্যপ্রদেশের আকোলা (Akola) মিউনিসিপ্যাল কমিটি ২০শে জানুয়ারী মিউনিসিপ্যাল হলে সুবিখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী অধ্যাপক ডক্টর শ্রীপাণ্ডুরঙ্গ খানখোজেকে সবিশেষ সমারোহের সহিত সম্বর্দ্ধনা কবিয়া একটি মানপত্র প্রদান করিয়াছেন।"

আমরা সংবাদটি পাঠ কবিয়া আকোলা মিউনিসিপ্যাল কমিটিতে পত্র লিখিয়া উৎসবের সকল তথ্য আনয়ন করিযাছি। মহারাষ্ট্র ভাষায় রচিত মানপত্রের একখানা অনুলিপিও সম্বর্দ্ধনা সভার বিবরণ কমিটির প্রেসিডেণ্ট শ্রীবিনয়কুমার পরাশব আমাদিগকে পাঠাইযা কৃতার্থ করিয়াছেন।

বিবরণীতে দেখিলাম, ১৯০৬ অব্দ হইতে তাঁহার বৈপ্লবিক সাধনার ইতিবৃত্ত এবং বিদেশে বিঘোরে তিনি দুর্জ্জয় সাহসে ভর করিয়া যে সকল সংস্থা গঠন করিয়াছেন, বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রে যে অভূতপূর্ব্ব কর্ম্মশক্তির পরিচয় দিয়াছেন, সভার সভাপতি হিসাবে শ্রীপরাশর সে সকল মহারাষ্ট্র ভাষায় বর্ণনা করিয়াছিলেন।

মধ্যপ্রদেশে কনফারেন্স

১৯০৫ অব্দে বাঙলা দেশ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার পর বাঙ্গালী সমগ্র ভারতে দেশপ্রেমের বন্যায় যে অচিন্তনীয় প্লাবন ঘটাইয়াছিল, তাহাব দৃষ্টান্ত বাঙ্গালীর তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে আর নাই। মাদ্রাজ, পঞ্চনদ, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ সর্ব্বত্র এক অকল্পিত আলোড়নের সৃষ্টি হয়। ছত্রপতি শিবাজীর মহারাষ্ট্র, চিৎপাবণ ব্রাহ্মণ নানা ফার্ণেভিজ ও বালগঙ্গাধর তিলকের মহারাষ্ট্র, বসুদেব বলবন্ত ফাডকে এবং চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়ের মহারাষ্ট্র জাগ্রতই ছিল।

১৯০৬ অব্দে ইয়োটমলে বাগ্মী বিপিনচন্দ্র শ্রীঅরবিন্দসহ রাজনৈতিক সম্মেলনে যোগ দিয়া বজ্রনির্ঘোষে সভাস্থল কম্পিত করিলেন। "আত্মশক্তির উপর নির্ভর করে সমাজের নিহিত শক্তির বিকাশ করতে হবে। বিকশিত আত্মশক্তির চাপে রাজশক্তি থরথরি কম্পমান হবে" বলিয়া বিপিনচন্দ্র তরুণ সম্প্রদায়কে উন্মত্ত করিয়া তুলিলেন। সেই সময়ে উন্মাদ দলের পুরোভাগে ছিলেন পাণ্ডুরঙ্গ খানখোজে।

বিদেশ যাত্রা

১৯০৬ অব্দেই তিনি বিদেশ যাত্রা করিলেন। জ্ঞান সঞ্চয়ন এবং শক্তি বৃদ্ধির জন্য তিনি যাত্রা করিতেছেন এরূপই যাত্রাকালে বিঘোষিত করিলেন। নানা দেশে পর্য্যটন করিয়া তিনি ক্যালিফোর্ণিয়াতে উপনীত হইলেন। কিন্তু সঞ্চয়ের পূর্ব্বেই তিনি বিতরণে ব্রতী হইলেন, শক্তি বৃদ্ধির পূর্ব্বেই শক্তির পরিচয় দিতে ব্যাকুল হইলেন। ক্যালিফোর্ণিয়ায় আরও তিনটি যুবকের সঙ্গে মিলিত হইয়া "ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘ" নামে এক প্রতিষ্ঠান গঠন করিলেন। ইহা ১৯০৭ অব্দের ঘটনা। সহকর্ম্মী তিনটির মধ্যে দুইটি আজও জীবিত আছেন। তাঁহারা আমেরিকাবাসী ডক্টর তারকনাথ দাশ, দ্বিতীয় ক্যালকাটা কেমিকেল কোম্পানীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা প্রসিদ্ধ রসায়ণশিল্পী শ্রীখগেন্দ্রচন্দ্র দাশ। আর যিনি গত হইয়াছেন তিনিও এক সময়ে বিশেষ খ্যাতিশীল ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অধরচন্দ্র নস্কর। অধরচন্দ্র ছিলেন এগ্রিকালচারেল ইঞ্জিনীয়ার। প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই কলিকাতায় আসিয়া ঢাকুরিয়া হইতে যাদবপুর পর্য্যন্ত রেল লাইনের পশ্চিম দিকের ২০০ বিঘা খাস মহল ল্যাণ্ড গভর্ণমেণ্ট হইতে লীজ লওয়ার ব্যবস্থা করেন। তাহারই দক্ষিণ দিকের ১০০ বিঘা লইয়া জাতীয় শিক্ষা পরিষদের বেঙ্গল ট্যাকনিকেল ইনষ্টিটিউট স্থাপিত হয়।

লালা পিণ্ডিদাসের কারাবরণ

উপরে উক্ত চারিজন কৃতী পুরুষের একাগ্রতায় এবং বহু পাঞ্জাবী ব্যবসায়ী ও চাষীর সহযোগিতায় "সঙ্ঘ" বিবিধ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিল। প্রধান কার্য্য আমেরিকায় অধিষ্ঠিত পাঞ্জাবীগণকে উদ্বুদ্ধ করিয়া ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের চেষ্টায় ব্রতী করা এবং সামরিক শিক্ষালাভের জন্য সকলের অন্তরে প্রবল আকাঙ্খা জাগ্রত করা।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ডক্টর খানখোজের সঙ্গে আলোচনাকালে জানিতে পারিয়াছিলাম যে তিনি এবং দাদা অধর নস্কর প্রাথমিক মিলিটারী শিক্ষা লাভের আকাঙ্খা লইয়া "মাউণ্ট কামালপয়" (Mount Kamalpais) মিলিটারী একাডেমিতে টেবিল বয়-এর (Waiter) কার্য্য করিয়া ভর্ত্তির সুযোগ লাভ করেন। সঙ্ঘ কর্ত্তৃপক্ষ নিয়ত ইস্তাহার প্রকাশ করিতেন, যে সকল পশ্চিম আমেরিকায় কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত সহস্র সহস্র পাঞ্জাবীর মধ্যে প্রচার করা হইত, তাহারই এক প্যাকেট ইস্তাহার ১৯০৭ অব্দে রাওলপিণ্ডী দাঙ্গার আট মাস পরে লাহোরে লালা পিণ্ডিদাসের নামে পাঞ্জাবী সদস্যগণ প্রেরণ করেন। পোষ্টাফিসেই প্যাকেট ধরা পড়িল, পিণ্ডিদাস গ্রেপ্তার হইলেন এবং অভিযুক্ত হইয়া বিচারে সাত বৎসর কারাদণ্ড লাভ করিলেন। আপীলেও তাঁহার দণ্ড হ্রাস হইল না। কিন্তু "ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘ" কোথায়, কে কে তাহার পরিচালক, সে বিষয়ে চাঞ্চল্যকর কাহিনী সংবাদপত্রাদিতে প্রকাশিত হইয়া দেশের মুক্তিকামী জনগণকে উল্লসিত করিল।

গদর পার্টি

১৯০৮ অব্দে সঙ্ঘের কর্ম্মকেন্দ্র পোটল্যাণ্ডে প্রতিষ্ঠিত হইল। সেখান হইতেই সর্ব্বত্র প্রচারকার্য্য চালাইবার ব্যবস্থা হইল। ক্যালিফোর্ণিয়া, অরিগন (Origon), ওয়াশিংটন এবং কেনেডার অন্তর্গত বৃটিশ কলম্বিয়া তাঁহাদের কর্ম্মক্ষেত্র ছিল। ১৯১০ অব্দে সঙ্ঘের প্রকৃত

নেতা ছিলেন প্রসিদ্ধ কন্টাক্টর পণ্ডিত কাশীরাম। সোহন সিং গ্রিঙ্গিলে নামক একজন পাঞ্জাবী আসিয়া এ সময়ে যোগ দিলেন। ১৯১৩ অব্দে লালা হরদয়াল ও ভাই পরমানন্দ ইউরোপ হইতে আসিয়া তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করিলেন। তৎপর লালা হরদয়াল বলিলেন যে, সঙ্ঘের নাম করা উচিত "গদর পার্টি" আমি তাহা হইলে সঙ্ঘে যোগ দিব। পরমানন্দ যোগ দিলেন না, কারণ, বলিলেন, তিনি আমেরিকায় থাকিবেন না। সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতাগণ নাম পরিবর্ত্তনে দ্বিধা করিলেন না। কিন্তু নাম পরিবর্তন ঠিক কোন্ মাসের কবে হইয়াছিল, তাহা খানখোজে বলিতে পারেন নাই। আমরা এ পর্য্যন্ত তাহা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। আশা করি সত্বরই পারিব।

রৌলাট রিপোর্ট

রৌলাট কমিটির রিপোর্টে যে জার্ম্মেনী ও আমেরিকার ষড়যন্ত্র সম্পর্কে যদৃচ্ছা মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে, সে সম্পর্কে বিগত ১৯৫৬ অব্দের ২৬শে জানুয়ারীর অমৃতবাজার পত্রিকার "প্রজাতন্ত্র দিবস" পৃষ্ঠায় আমার "The German Plots, 1914" শীর্ষক প্রবন্ধে আমি দেখাইয়াছি যে, উক্ত রিপোর্টে লালা হরদয়ালকেই গদর পার্টির প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

গদর পার্টির কর্ম

শ্রীখানখোজে বলেন, পার্টির দুইটি বিভাগ ছিল—(১) প্রচারক বিভাগ, (২) প্রহারক বিভাগ। প্রচারক (Propagandist) বিভাগের কর্ম্মসচিব ছিলেন লালা হরদয়াল এবং প্রহারক (Military) বিভাগের কর্তা ছিলেন তিনিই (খানখোজে)। দলে একজন মুসলমান সদস্য রাখা অত্যাবশ্যক বিবেচিত হওয়ায় সত্বরই টোকিও হইতে অধ্যাপক বরকতউল্লাকে আনয়ন করা হইল। ইহাতে সঙ্ঘের শক্তি বৃদ্ধি হইল, অনেক নব নব পন্থাও উদ্ভাবিত হইল।

১৯১৪ অব্দে পণ্ডিত রামচন্দ্র সানফ্রানসিস্কো পৌঁছিলেন এবং তথাকার পার্টি কেন্দ্রে সোৎসাহে যোগদান করিলেন। এই সময়ে মহারাষ্ট্র গুপ্ত বিপ্লবী সমিতি হইতে একখানা পত্র লইয়া দুর্জয় সাহসী এবং অদম্য উৎসাহী শ্রীপিঙ্গলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কিন্তু অপর দিকে অধর নস্কর এবং সহকর্ম্মী খগেন্দ্র ও তারকনাথ কালিফোর্ণিয়া ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। নূতন ভর্ত্তি হইলেন শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন (আমরা তাঁহার কোন সন্ধান পাই নাই। শুনিয়াছিলাম এণ্টনী বাগান লেইনের সেনেদের পরিবারের লোক তিনি, কিন্তু তাহা সমর্থিত হয় নাই।)।

ডক্টর শ্রীতারকনাথ দাশ

তারকনাথ ছিলেন খানখোজের পরম বন্ধু। বর্তমানে দুইজনই বিদেশে দুই কর্ম্মক্ষেত্রে কৃতী পুরুষ। ১৯১০ অব্দে তারক ভারমন্ট মিলিটারী ইউনিভার্সিটিতে মিলিটারী ট্রেইনিং লইবার জন্য ভর্তি হইলেন। কিন্তু স্বভাব যায় না ম'লে, তিনি রাজনৈতিক আন্দোলন ত্যাগ করিতে পারিলেন না। সুতরাং সত্বরই বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের অনুরোধে ইউনিভার্সিটি তাঁহাকে বহিষ্কার করিলেন। এই বহিষ্কারের ফলে ভারতীয়গণের মিলিটারী শিক্ষার পথ রুদ্ধ হইল।

গদরের কর্মতৎপরতা

সঙ্ঘের কর্ম্ম-তালিকার মধ্যে বিভিন্ন ধারা ও উপধারা ছিল। শ্রীখানখোজে প্রদত্ত বিবরণে আছে—প্রধান কর্তব্য ছিল "গদর" পত্রিকা প্রকাশ। হিন্দী, উর্দ্দু, গুরুমুখী, পাঞ্জাবী, মারাঠী, গুজরাটী এবং ইংরেজী সংস্করণ পত্রিকা একই সময়ে একই বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রবন্ধাদি লইয়া প্রকাশ করা হইত। ইংরাজী সংস্করণ ছিল অতিশয় অবজ্ঞাত (much neglected)। এজন্য অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইত। পত্রিকা প্রকাশ কর্তব্যটি অতি সুকঠিন ছিল। কারণ সকল ভাষায় লিখিত প্রবন্ধেরই অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ করিতে হইত। ভারতবর্ষের প্রায় সকলগুলি শ্রেষ্ঠ ভাষার মধ্যে বাঙ্গালা, তামিল, ও তেলেগু ভাষায় প্রকাশ করার প্রয়োজন এই জন্য ছিল না যে, উক্ত সকল ভাষাভাষী অধিবাসী আমেরিকায় ছিল না। পত্রিকাগুলি আমেরিকায় ব্যবসা-বাঁণিজ্য, চাষবাসে নিযুক্ত ভারতীয়গণের জন্যই প্রকাশিত হইত।

পত্রিকাতে পাঞ্জাবী এবং হিন্দী ভাষায় রচিত জাতীয় এবং বৈপ্লবিক সঙ্গীতও প্রকাশিত হইত। অন্যান্য ভাষায় সে সকলের ভাবার্থ প্রদান করা হইত।

প্রহারক বিভাগে সামরিক ড্রিল এবং অন্যান্য বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইত। প্রাক্তন পাঞ্জাবী-সিপাহিগণ যাঁহারা আমেরিকায় প্রচুর জায়গা-জমি লইয়া চাষবাস করিতেন, বিভিন্ন প্রকার হস্তশিল্পের কার্য্যদ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিতেন, তাঁহারাই সাহ্লাদে ড্রিল করাইতেন, রিভলভার, পিস্তল, রাইফেল চালান শিক্ষা দিতেন। মুক্ত তরবারি, বর্শা, কৃপাণ লইয়া মার্চ্চ করা শিক্ষা দিতেন, কিন্তু এ সকলের অধিকর্তা কমাণ্ডার-ইন-চীফ ছিলেন শ্রীখানখোজে।

নূতন সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহকার্য্যও পূর্ণ উদ্যমে চলিয়াছিল।

বোমা প্রস্তুত শিক্ষাদান

তৎকালের আধুনিকতম প্রক্রিয়া অনুসারে অতি উৎকৃষ্ট উপাদানসমূহ লইয়া বোমা প্রস্তুত করা শিক্ষা দেওয়া হইত। তজ্জন্য একটি লেবরেটারী স্থাপন করা হইয়াছিল। অত্যন্ত সতর্কতার সহিত উপাদান চূর্ণ করা, মিশ্রিত করা, ফালমিনেট অব মার্কারী (Fulminate of Mercury) প্রস্তুত এবং বিভিন্ন প্রকার নাইট্রিফিকেশন করা হইত, তথাপি মাঝে মাঝে দুর্ঘটনা ঘটিত। বোমার পরীক্ষা করার কালে একদিন হরনাথ সিং নামক একজন সদস্যের ডান হাত উড়িয়া যায়।

হরদয়ালের বিদায় গ্রহণ

লালা হরদয়াল সহসা দলত্যাগ করিলেন। কিন্তু তৎপরই আমেরিকান গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে "এনার্কিষ্ট" বলিয়া গ্রেপ্তার ও অভিযুক্ত করিলেন। তিনি জামীনে মুক্তি পাইয়া ১৯১৪ অব্দে সরাসরি "সুইজারল্যাণ্ডে" পলায়ন করিলেন। তাঁহার সহসা বিদায়ে পার্টির প্রচার বিভাগের সমূহ ক্ষতি হইল। কিন্তু তাহা স্বল্পস্থায়ী। অগৌণে অধ্যাপক বরকতউল্লা পণ্ডিত কাশীরাম এবং পণ্ডিত রামচন্দ্র প্রচারক বিভাগের কর্ম্মভার গ্রহণ করিলেন। কাশীরাম ছিলেন এক অকৃত্রিম দেশসেবক। তাঁহার চরিত্র ছিল উদার। স্বার্থলেশশূন্য ছিল তাঁহার যুক্তি, পরামর্শ এবং কর্ম্মপন্থা।

তিনি কণ্ট্রাক্টরী করিয়া বেশ অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। তাঁহার সমুদয় অর্থসম্পত্তি এবং নিজের জীবন স্বাধীনতা লাভের জন্য উৎসর্গ করেন।

জরুরী আহ্বান

শ্রীখানখোজে যখন এম, এ ডিগ্রী লাভ করিয়া মিনিসাটো ইউনিভার্সিটিতে "ডক্টরেট" লাভ করার জন্য গবেষণা করিতেছিলেন, সেই সময়ে ১৯১৪ অব্দে পার্টি হইতে এক টেলিগ্রাম পাইলেন, বিশেষ কার্য্যের জন্য তাঁহাকে কালিফোর্ণিয়া যাইতে হইবে। তিনি ছুটিয়া গেলেন, শুনিলেন পার্টির সিদ্ধান্ত হইয়াছে অগৌণে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিতে হইবে, কিন্তু সংগ্রাম কোথায় তিনি জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না। তখনও পৃথিবীব্যাপী মহাসংগ্রাম সুরু হয় নাই। পার্টির পরিকল্পনা ছিল আমেরিকায় অবস্থিত ভারতীয়গণকে বৃটিশের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে হইবে, তজ্জন্য ছায়াচিত্রযোগে প্রচারকার্য্য চালাইতে হইবে। এই সময়ে আমেরিকার পশ্চিম অঞ্চলে বহু সহস্র পাঞ্জাবী কৃষিকর্ম্মে লিপ্ত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে শতকরা ৭৫ ভাগ অবসরপ্রাপ্ত সিপাহী। লর্ড কার্জনের শাসনকালে অবসরপ্রাপ্ত সৈনিকগণের মধ্যে যাহাতে অসন্তোষ বৃদ্ধি না হয় সেই জন্য তাঁহাদিগকে বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করাব বিশেষ উদ্যোগ চলে।

খানখোজের বিদায় গ্রহণ

শ্রীখানখোজের উপর নির্দ্দেশ পড়িল ভারতবর্ষে যাইয়া স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতির জন্য উত্তরপশ্চিম প্রদেশে প্রচার কার্য্য চালনা করা। শ্রীবিষণদাস কোছার নামক এক ইলেক-ট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর গ্র্যাজুয়েটসহ খানখোজে কালিফোর্ণিয়া হইতে বিদায় লইলেন। তাঁহারা সিকাগো হইয়া নিউ ইয়র্কে উপনীত হইলেন। তথায় মহারাষ্ট্র বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতির তেজস্বী যুবক শ্রীআগাসের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। তাঁহাকে তাঁহাদের সমিতি সামরিক শিক্ষালাভ করার জন্য পারস্যে প্রেরণ করেন। তিনিও তাঁহাদের সঙ্গে যাত্রা করিলেন। তিনজন নিউ ইয়র্ক হইতে গ্রীক ষ্টীমারে আরোহণ করিয়া গ্রীক বন্দর পিরিসেস-এ (Pereses) অবতরণ করিলেন এবং তথা হইতেই শ্রীবিষণদাস ছায়াচিত্রের যন্ত্রপাতিসহ ভারত-অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ভারতের বন্দরে উপনীত হওয়া মাত্রই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া অন্তরীণ করা হয়। তিনি বর্ত্তমানে মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত কোনো স্থানে একটি চাউল কলের স্বত্বাধিকারী। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা গত দুই বৎসরের মধ্যে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রীকে পত্র দিয়াও এ সম্পর্কে কোনো সন্ধান পাই নাই।

তুরস্ক গমন

শ্রীখানখোজে এবং আগাসে স্মীরনা (Smyrna) বন্দরে গমন করেন এবং তৎপর কনস্টান্টিনোপল যাইয়া জেনারেল এনভার পাশা ও পররাষ্ট্র-সচিব তালাত পাশার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এনভার পাশার প্রবর্তিত আরবী পত্রিকা "জাহানে ইসলাম" প্রকাশক আবু সৈয়দ ও প্রমথনাথ দত্তের সঙ্গে তাঁহাদের পরিচয় হয়। খানখোজে পাশাদ্বয়কে বলেন যে, তিনি প্রাক্তন সামরিক

লোকজন লইয়া গঠিত গদর পার্টির সদস্য, তাঁহারা কয়েকটি রেজিমেণ্ট গঠন করিয়াছেন। তাঁহাদের অভিপ্রায় ঐ দলকে বাসরায় আনয়ন করিয়া ভারত আক্রমণ করেন।

কিন্তু তখনও তুরস্ক যুদ্ধ ঘোষণা করে নাই যদিও রাষ্ট্রীয় কার্য্যকলাপে বোধগম্য হইতেছিল যে সত্বরই নিবপেক্ষতা ভঙ্গ করিবে।

এনভার ও তালাত সমর্থন করিলেন।

গদরকী সিপাইয়োঁ কো নোটিশ

তাঁহাবা তথা হইতে গদর পার্টিকে একটি ঘোষণাপত্র প্রেরণ কবিযা জানাইলেন যে, "রাস্তা পবিষ্কার হইয়াছে,—সৈন্য দল পাঠাও।"

যে ঘোষণাপত্র প্রেবণ করেন. তাহার শিরোনামায় ছিল "গদরকী সিপাইযোঁ কো নোটিশ" অর্থাৎ গদর সৈন্যবাহিনীব প্রতি ঘোষণাপত্র। ইহা তুরস্ক ও জার্ম্মেনীর রাষ্ট্রদূতগণের মাধ্যমে কালিফোর্ণিয়ায প্রেরিত হইল। তারপর খানখোজে, আগাসে এবং প্রমথ দত্ত কনস্টাণ্টিনোপল হইতে আলেকজেণ্ড্রিয়েট (Alexandriette) গমন করেন। সেই সময়ে তুরস্ক যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে এবং তৎপবই ঐ সহরে ইংরাজ বৈমানিকগণ বোমাবর্ষণ করে। সেইজন্য তাঁহাবা আলেপ্পো (Aleppo) চলিয়া গেলেন। আলেপ্পো হইতে কাবাভানের সঙ্গে উপনীত হইলেন। তথায় তাঁহারা পারস্য-সীমান্তের দিকে অগ্রসর হওযাব জন্য একটি অভিযানের ব্যবস্থা কবিলেন। তাঁহারা পার্টিব উদ্দেশ্যমূলক প্রচারপত্র ও পুস্তকাদি প্রকাশ করিতেও স্নুরু করিলেন। তৎপর সে সকলই লইয়া পারস্যের বুসাযার নগরে পৌঁছিলেন। সেখানে বৃটিশ মিলিটারী ভারতীয়-গণকে বন্দী করাব জন্য প্রবল চেষ্টা করে স্নুতরাং তাঁহারা সিরাজে পলাইয়া গেলেন। স্বদেশী যুগের বিপ্লবী পাঞ্জাবের দেশপ্রাণ স্নুফি অম্বাপ্রসাদ একটি পারসী বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি তাঁহাদের আগমনে সবিশেষ আনন্দিত হইলেন। ভাবিলেন জীবনের স্বপ্ন বুঝি এবার সার্থক হইবে। তাঁহাকেই তথাকার অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া শক্তি সঞ্চযের ব্যবস্থা কবিলেন। অতঃপর তাঁহারা নেহেরিজ ও কেরমানের দিকে অগ্রসর হইলেন। কেরমানেই তাঁহারা একটি রেজিমেণ্ট গঠনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাতে ভাবতীয় এবং ভারতের স্বাধীনতা লাভের সংগ্রামে সম্পূর্ণ সহানুভূতিসম্পন্ন পারসিকগণকেও লইলেন। পারসী ডেমোক্রেটিক দলের যাহারা ভারত-স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিতে ইচ্ছুক ছিলেন, তাঁহাদিগকেও গ্রহণ করা হইল।

দাদা চানজী কেরসাম্প

আমরা ১৯১৪ অব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর যে তিনজন সর্ব্বপ্রথম বার্লিনে ব্যারণ ওপেনহাইমের সঙ্গে "ভারতবন্ধু জার্ম্মেন সমিতি" গঠনের জন্য আলাপ আলোচনা করিয়াছিলাম, তন্মধ্যে ছিলেন রসায়ন অধ্যর্থী দাদা চানজী কেরসাম্প। তিনি জাতিতে পার্শী। সিন্ধু দেশের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ১৯১৫ অব্দের প্রথম দিকে একদল অভিযাত্রীর সঙ্গে তুরস্কে পৌঁছিয়া ভারত সীমান্ত অতিক্রম করার জন্য যাত্রা করেন।

খানখোজে এবং তাঁহার সহকর্ম্মীগণ কেরসাম্পকে কেরমানে পাইয়া পুলকিত হইলেন।

বার্লিনের সকল সংবাদ তাঁহার বাচনিক অবগত হইয়া আশায় উৎসাহে উৎফুল্ল হইলেন। তাঁহারা এবার নিশ্চিত হইলেন যে, বৃটিশের বিষদন্ত উৎপাটিত হওয়ার সময় আসিয়াছে।

বেলুচিবাহিনী

তাঁহারা প্রমথ দত্তকে বেলুচিস্থান-অভিমুখে প্রেরণ করিলেন। পথে ইংরাজ প্রহরীর গুলীতে তিনি আহত হইলেন। তৎপর আগাসে ও প্রমথকে কেরমানে রাখিয়া খানখোজে বাম-এ চলিয়া গেলেন। তথায় তিনি বেলুচিগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। বেলুচিদের একজন ট্রাইবেল চীফ জীহান খাঁকে দলে পাওয়া গেল। তৎপব সীমান্তের একটি অঞ্চল আক্রমণ করিয়া একটি অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট ,প্রতিষ্ঠা করা হইল এবং জীহান খাঁকেই তাহার শাসক নিযুক্ত করা হইল। ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট এ সময়ে ঘুষ দিয়া কয়েকজন তথাকথিত আমীরকে হস্তগত করিলেন এবং তাঁহাদের দ্বারা এক সহস্র বেলুচি গঠিত খানখোজের দলকে আক্রমণ করাইলেন এবং বেলুচিগণকে বিশেষভাবে পরাভূত করিলেন। এই সংবাদ পাইয়া খানখোজে দলের অক্ষত সেনাগণকে লইয়া পুনরায় আক্রমণ চালাইলে ইংরাজ সৈন্যগণ তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল। সারাদিন যুদ্ধের পর তিনি ইংরাজ সৈন্য কর্ত্তৃক বন্দী হইলেন। বন্দী শিবিরে তিনি শুনিতে পাইলেন যে, আগাসে ও প্রমথের দল সিরাজে প্রত্যাবর্তন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তৎপর তিনি বন্দী শিবির হইতে পলায়ন করিলেন। একজন দরবেশ তাঁহাকে নেপিজ নামক স্থানে লইয়া যান। সেখানে পেঁাছিয়া তিনি লক্ষ্য করিলেন যে, স্থানটি ইংরাজ সেনা কর্ত্তৃক অধিকৃত এবং প্রমথ, আগাসে ও তাঁহাদের সঙ্গী জার্ম্মেনগণও সেখানে জেলে আবদ্ধ। তিনি তাঁহাদের পলায়নের বন্দোবস্ত করিলেন। ইংরাজগণ সুফী অম্বাপ্রসাদকে এই সময়ে হত্যা করিল।

পারস্যসৈন্যদলে যোগদান

খানখোজে বহুপ্রকার কর্ম্ম সম্পাদন করেন এবং তৎপর পারস্যসৈন্যদলে যোগদান করিয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। কিন্তু ১৯১৯ অব্দে পারস্যসৈন্যদের দল তাঁহাকে ইংরাজের হস্তে অর্পণ করিলেন। এই বন্দী অবস্থা হইতেও তিনি পলাযন কবিতে সমর্থ হইলেন।

বোম্বে আগমন

১৯১৯ অব্দের শেষ ভাগে তিনি গোপনে বোম্বেতে আগমন করিয়া বালগঙ্গাধর তিলক ও অন্যান্য প্রবীণ দেশকর্ম্মীগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, কিন্তু কেহই তাঁহাকে আশ্রয় দিতে সাহসী হইলেন না। অতঃপর তিনি পুনরায় পলাইয়া ইউরোপে গমন করিলেন এবং ফ্রান্সের মধ্য দিয়া তিনি বার্লিনে উপনীত হইলেন।

বার্লিনে খানখোজে

বার্লিনে তাঁহার পুরাতন বন্ধু শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (পরে বার্লিনের ডক্টর) ও বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করিলেন। প্রাক্তন বার্লিন বিপ্লবী কমিটির সদস্যগণের সঙ্গেও আলাপ-আলোচনা হইল। তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন যে, ভাবতবর্ষ হইতে যাত্রা

করার প্রাক্কালে লোকমান্য তিলক তাঁহাকে রাশিয়া যাইতে পরামর্শ দিয়াছেন। কারণ তিনি বলেন, something may turn out from there.

রাশিয়া যাত্রা

১৯২১ অব্দে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ ব্যক্তিগণের সঙ্গে তিনি রাশিয়ার রাজধানী মস্কো যাত্রা করেন। প্রায় তিন মাস কাল তিনি তথায় বাস করিয়া কোনোভাবে কিছু করিবার ভরসা না পাওয়ায় পুনরায় বার্লিনেই চলিয়া আসা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন। মস্কোর পররাষ্ট্র দপ্তরের সাহায্যে প্রমথ দত্তকে পার্শিয়া হইতে আনয়নের চেষ্টা করিয়া সংবাদ পাইলেন যে, প্রমথ পারস্যে একটি ক্লেনের (clan) মধ্যে লুক্কায়িত আছে। কিন্তু যেদিন তিনি বীরেন্দ্রনাথ ও ভূপেন্দ্রনাথসহ মস্কো ত্যাগ করিলেন, ঠিক সেইদিনই প্রমথ যাইয়া তথায় তাঁহাদের সন্ধান লইলেন। প্রমথ তখন লেনিনগ্রাড ইউনিভার্সিটিতে প্রাচ্য ভাষা শিক্ষাদানের কার্য্য করিতেন। পরবর্তীকালে তিনি তথায় এক রুশীয় মহিলার পাণিগ্রহণ করেন এবং তাঁহার ইগর দত্ত নামে এক পুত্রও আছে। তাঁহাকে পত্র দিয়া আমরা কোন উত্তর পাই নাই। সোভিয়েট পত্রিকাদিতে এবং 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় তাহার বিবরণ ও চিত্রাদি কয়েক মাস পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে।

বার্লিনে প্রত্যাবর্তন

তাঁহারা নবাগত ছাত্রগণের সাহায্যার্থ বার্লিনে "Indian News and Information Bureau" নামে একটি সংস্থা গঠন করেন। এই সময়ে আমেরিকার সহকর্মী শ্রীহেরম্বলাল গুপ্তও বার্লিনে ছিলেন, তিনি এবং অন্যান্য ভারতীয় বিপ্লবীগণ আমেরিকা জার্ম্মেনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার পর মেক্সিকোতে চলিয়া গিয়াছিলেন। মেক্সিকোতে জীবিকার্জন সহজসাধ্য ছিল। এজন্য শ্রীখানখোজেও মেক্সিকোতে চলিয়া যান এবং একটি কৃষি কলেজের অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হইয়া তথায় বাস করেন। তাঁহার পিতৃদেবের সাজ্ঘাতিক পীড়ার সংবাদ পাইয়া তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করার অনুমতির জন্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের দরবারে দরখাস্ত করেন কিন্তু অনুমতি মিলিল না।

স্বাধীন ভারতের আহ্বান

ভারত স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৪৯ অব্দে মধ্যপ্রদেশ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে দেশে প্রত্যাবর্তন করার জন্য সাদর আহ্বান জানাইলেন। তাঁহারা একটি কৃষিবিষয়ক কমিশনে সহযোগিতা করার জন্যও তাঁহাকে সদস্য নির্ব্বাচন করেন। তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎকালে আমরা সকল বিষয়ে পরিষ্কার হইতে পারি নাই, সকল প্রশ্নের উত্তরও তিনি যথাযথভাবে প্রদান করেন নাই। একটি প্রশ্ন ছিল এই তাঁহারা কনস্টাণ্টিনোপল হইতে কালিফোর্ণিয়ায় সংবাদ প্রেরণ করিয়া নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন, "সৈন্য পাঠাও", কিন্তু কত সৈন্য কোন পথে তুরস্কে কখন পৌঁছিয়াছিল তাহা তিনি বলেন নাই, তাঁহার বিবৃতিতেও পাই নাই। বর্তমান বৎসরে নাগপুরে পত্র দিয়া কতকগুলি বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়ার চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হইয়াছি। তিনি তাঁহার পিতামাতা, গ্রাম, জেলা, স্কুল প্রভৃতির নামগুলি পুনঃ পুনঃ অনুরোধ সত্ত্বেও দেন নাই। তিনি বর্তমানে নাগপুরেই আছেন কিম্বা-পুনরায় মেক্সিকোতে চলিয়া গিয়াছেন, সে সম্পর্কেও আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারি নাই। তথাপি যতটুকু সম্ভব তাঁহার বিবরণ প্রদান করিলাম।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইন্দো-জার্মেন-কাবুল মিশনের অধিনায়ক

রাজা শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপ সিং

১৯১৫ ইং অব্দের জানুয়ারী মাসে মথুরা ও বৃন্দাবনের দেশভক্ত কর্মবীর রাজা শ্রীমহেন্দ্র-প্রতাপ সুইজারল্যাণ্ডে উপনীত হইয়াছেন, এই সংবাদ বার্লিনে "ভারতবন্ধু জার্মেন সমিতির" পরিচালকমণ্ডলীর গোচরে আসিল। তাঁহারা উৎসাহিত হইলেন। পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রধান সচিব হ্যার ফন ইয়াগো এবং সহকারী হ্যার ফন সিমারম্যানকে ভারতীয় বিপ্লবিগণ বিশেষভাবে অনুরোধ করিলেন যেন তাঁহাকে অগৌণে বার্লিনে আনয়ন করিতে ত্রুটি না হয়। বেযার্নে জার্মেন রাষ্ট্রদূত এবং জেনেভাব জার্মেন কনসালকে নির্দেশ দেওয়া হইল, কোন প্রকারে তাঁহাকে বার্লিনে প্রেরণ কবিবাব জন্য।

রাজা শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপের কর্মতৎপরতা

রাজা শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপ জেনেভায় উপস্থিত হওয়ার পরই প্রথমতঃ লালা হরদয়ালেব সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন, এবং তৎপরে তাঁহাকে লইয়া শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মার বাসস্থানে উপস্থিত হইলেন। তিনি শ্যামাজীকে বিবিধ প্রশ্ন করিয়া জার্মেনীব শক্তি, সর্বদিক দিয়া যুদ্ধ সরঞ্জাম ও মালপত্রাদি পাওয়ার সম্ভাবনা এবং এই যুদ্ধ, মহাযুদ্ধে পরিণত হইয়া সমগ্র বিশ্বে বিস্তৃতি লাভ করিলে, ভারতবর্ষে ভারতীয় বিপ্লবিগণের সংগ্রামে জার্মেন কিভাবে কিরূপ সাহায্য দিতে সক্ষম হইতে পারে ইত্যাদি বিষয়ে পর পর কয়েক দিন দীর্ঘ আলোচনা করিলেন। রাজা শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই জেনেভায় জার্মেন কনসাল জেনারেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। কনসাল তাঁহাকে বলিলেন, তিনি তাঁহাকে (শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপকে) বার্লিনে প্রেরণ করার ব্যবস্থা করিতে প্রস্তুত। কিন্তু রাজা অত সহজে বার্লিন যাত্রা করিতে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন, জার্মেন কাইজারের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং যুদ্ধ পরিচালনা সম্পর্কে আলোচনা করার সুযোগ যদি তাঁহাকে প্রদত্ত হয়, তবেই তিনি যাইতে পারেন, অন্যথা নহে। কনসাল জেনারেল সরল-ভাবেই বলিলেন যে, তিনি নিজে কখনও কাইজারের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পান নাই, সম্ভবতঃ সহস্রাধিক কনসাল, ভাইস কনসালের মধ্যে কেহই পান নাই। হয়ত রাষ্ট্রদূতগণ পাইয়াছেন, সুতরাং এ বিষয়ে কোনোরূপ নিশ্চয়তা দেওয়া তাঁহার পক্ষে সাধ্যাতীত।

বার্লিনে বিপ্লবী কমিটির নায়ক বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং পররাষ্ট্রসচিব-সমীপে এই সংবাদ পৌঁছিল। ব্যারণ ওপেন হাইম হ্যার ইয়াগোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া এ বিষয়ে আলোচনা করিলেন, কিন্তু বার্লিনে কাইজারের অনুপস্থিতির দরুণ এ বিষয়ে কোন প্রকার সিদ্ধান্ত করা সম্ভবপর হইল না। কাইজার কোন দিন পূর্বসীমান্তে কোন দিন পশ্চিমে, তৎপরদিন হয়ত বা

আবার বলকানে চলিয়া গেলেন। তাঁহার আহার-নিদ্রা নিজস্ব মোটর ভ্যানে, যাহা তাঁহার টুরিং কারের পশ্চাৎ চলে, তাহাতেই সম্পন্ন হয়। তখনও এরোপ্লেনে সেপেলীন (Zeppelin) কিংবা পার্শিভাল বায়ুপোতে তিনি পরিভ্রমণ করিতেন না। যতটুকু শুনিয়াছি, তাহাতে বলিতে পারি, কাইজার কখনও ব্যোমপথে যাতায়াত করেন নাই।

দিন দশ পরে, ব্যারণ ওপেন হাইম চট্টোপাধ্যায়কে বলিলেন, কাইজার সম্মতি দিয়েছেন, তিনি রাজা শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপকে সাক্ষাৎ দিবেন। সুতরাং আপনি জেনেভায় চলে যান, রাজাকে আশ্বাস দিয়ে, বুঝিয়ে শুনিয়ে নিয়ে আসুন।

কাইজার এক শত বার সাক্ষাৎ দিবেন

সদাপ্রফুল্ল, নিয়ত সর্ব্বকার্য্যে ঝাঁপাইয়া পড়ার জন্য উদ্দাম বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সুইজার-ল্যাণ্ডে ছুটিলেন। রাজা শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপের সঙ্গে বীরেন্দ্রনাথের দেখা-সাক্ষাৎ পূর্ব্বে হয় নাই। এজন্য তিনি অগ্রে লালা হরদয়ালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। হরদয়াল তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত। লণ্ডন ও প্যারিসে এক সঙ্গে ছিলেন, বৈপ্লবিক কাজকর্ম করিয়াছেন। ১৯০৯ অব্দে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ জাতীয়তাবাদী ইংরেজী দৈনিক 'বন্দে মাতরম্' বন্ধ হইয়া যাওয়ার পর ম্যাডাম ভিকাজী কামার উদ্যোগে একখানা মাসিক বৈপ্লবিক পত্রিকা 'বন্দে মাতরম্' নাম লইয়া প্যারিস হইতে বাহির হয়। সে সময়ে হরদয়ালকে লণ্ডন হইতে আনয়ন করিয়া উক্ত 'বন্দে মাতরম্' সম্পাদনার ভার অর্পণ করা হয়।

হরদয়াল হইতে রাজা শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপের রাজনৈতিক এবং বর্ত্তমান বৈপ্লবিক মতামত সম্পর্কে চট্টোপাধ্যায় কতকটা আভাস পাইয়া শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। রাজার দর্শন লাভ করিয়া তিনি সবিশেষ প্রীত হইলেন।

রাজাও এই বিখ্যাত বিপ্লবী বীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে কথোপকথনে আনন্দিত হইলেন। বীরেন্দ্র-নাথকে পাইয়া তিনি অন্তর খুলিয়া অন্তরের অন্তস্থলে লুক্কায়িত আশা-আকাঙ্খা, বৃটিশের প্রতি দীর্ঘকালের পুঞ্জীভূত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার সঙ্কল্প ঘোষণা করিলেন। উভয়ের মধ্যে করমর্দ্দন হইল।

শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপ প্রশ্ন করিলেন, "হিজ ম্যাজেষ্টী দি কাইজার কি আমাকে সাক্ষাৎ (Audience) দিবেন?"

চট্টো উত্তরে বলিলেন, "নিশ্চয়ই দিবেন, এক শত বার সাক্ষাৎ দিবেন।"

রাজার চোখে-মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। দীর্ঘকাল উভয়ের মধ্যে আলোচনা হইল।

১৯১৫ অব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী, চট্টোপাধ্যায় শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপসহ বার্লিনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। হরদয়ালও আসিলেন কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গে নহে, পৃথক।

শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপের পরিচয় ও বাল্যজীবন

উত্তরপ্রদেশের আলিগড় জেলান্তর্গত মুরসানের (Murshan) রাজা ঘনশ্যাম সিং-এর তৃতীয় পুত্র শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপ ১৮৮৬ অব্দের ১লা ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। মোগল আমলে যখন এই পরিবার এতদঞ্চলে সামন্তনৃপতিরূপে রাজ্যশাসন করিত, সেই সময়ে এই পরিবারের অধিনায়ক মোগল সম্রাট কর্ত্তৃক রাজাবাহাদুর উপাধিতে ভূষিত হইতেন। পরবর্ত্তী কালে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে, যখন বৃটিশ রাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্যম চলিল, তখন মুরসান রাজ্য তাহার বিরোধিতা কবিল, ফলে সংগ্রাম বাধিল। মুরসানরাজ পরাজিত হইলেন। রাজ্যশাসন ক্ষমতা বিলুপ্ত হইল, মাত্র কয়েক শত গ্রামের ভূম্যধিকারীরূপে বর্ত্তমান রহিলেন। রাজাবাহাদুর উপাধি বজায় রহিল এবং আজ পর্য্যন্ত রহিয়াছে। বর্ত্তমানে রাজা শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপের ভ্রাতুষ্পুত্র বাজা কিশোরীরমণ সিং বাহাদুরই উক্ত মুরসান ষ্টেটের উত্তরাধিকারী।

তিন বৎসর বয়ঃক্রমকালে শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপ হাতরাসের রাজা হরনারায়ণ সিং সাহেব কর্ত্তৃক পোষ্যপুত্ররূপে গৃহীত হইলেন। হাতরাস রাজোব অধিপতিও এক সময়ে স্বাধীন নৃপতিরূপে রাজ্যশাসন কবিতেন, তিনিও বৃটিশেব বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করার অপরাধে ১৮১৮ অব্দে স্বাধীনতাচ্যুত হন। দীর্ঘকাল পর তিনি বৃটিশের সঙ্গে একটা মীমাংসা করিয়া কতকগুলি গ্রামের জমিদারী স্বত্ব পাইয়া আলিগড়ে বসতি স্থাপন কবিলেন।

রাজা হরনারায়ণ সিং শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপকে পরম স্নেহের সহিত লালন-পালন করেন। কিন্তু পাবিবারিক গণ্ডগোলের জন্য শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপের জীবন বিপন্ন হইতে পাবে, এরূপ আশঙ্কা করিয়া তাঁহার পিতা ঘনশ্যাম সিং শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপকে নিজ পবিবারে আনিয়া রাখিলেন।

শিক্ষা

মুরসানে রাজপরিবারের একজন বিশ্বস্ত ক্ষৌরকার ছিল তাঁহার অভিভাবক। একজন পণ্ডিত তাঁহাকে হিন্দী এবং আর একজন মৌলবী তাঁহাকে পার্শী পড়াইতেন।

১৮৯৫ অব্দে আট বৎসর বয়সে, শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপ আলিগড়ে গভর্ণমেণ্ট হাইস্কুলে ভর্ত্তি হইলেন কিন্তু সত্বরই তাঁহার পিতার বন্ধু স্যার সৈয়দ আহাম্মদ খাঁ (Sir Sayad Ahammad Khan) প্রতিষ্ঠিত এ্যাংলো ওরিয়েণ্টাল কলেজিয়েট স্কুলে অধ্যয়ন শুরু করেন। তিনি কলেজ-বোর্ডিং-এর চারটি কক্ষবিশিষ্ট একটি বাংলোর দু'টি কক্ষ অধিকার করিলেন। তাঁহার সঙ্গে দশজন পরিচারক থাকিত। অপরাহ্নে গাড়ী চড়িয়া সহর ও সহরতলী প্রদক্ষিণ করাও তাঁহার দৈনন্দিন জীবনের একটি অঙ্গ ছিল।

হরনারায়ণ সিং-এর মৃত্যু

সহসা তিনি হাতরাস হইতে সংবাদ পাইলেন যে, দত্তকগ্রহীতা পিতা হরনারায়ণ সিং-এর মৃত্যু হইয়াছে। সুতরাং তাঁহাকে বৃন্দাবনে যাইয়া মুণ্ডিতমস্তকে শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করিতে হইল। স্কুলে অধ্যয়নকালে তর্কে এবং আলোচনায় বিশেষ বুদ্ধিসম্পন্ন বলিয়া তাঁহার সুখ্যাতি

ছিল। গণিতে তাঁহার প্রতিভা ছিল কিন্তু ইংরেজীতে ততটা শক্তি ছিল না। তথাপি অতি সহজেই এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন কিন্তু এফ, এ, পরীক্ষায় দুই বারে সফল হইলেন।

এমনই সময়ে হাতরাসের গদি তাঁহার ভাগ্যে নিষ্কণ্টক হইল; সুতরাং কলেজ ত্যাগ করিয়া তিনি হাতরাসে গমন করিতে বাধ্য হইলেন।

দেশভ্রমণ

কলেজে অধ্যয়নকালেই শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপ তাঁহার এষ্টেটের কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ হইতে দেশভ্রমণ এবং তীর্থযাত্রার জন্য প্রচুর অর্থ পাইতেন। ১৯০৪, ১৯০৫ এবং ১৯০৬ অব্দে তাঁহার সুযোগ্য সহোদর কনোয়ার বলদেও সিং সহ তিনি বহু স্থান দর্শন করেন। পুরী, কঞ্জিভরম, রামেশ্বর, গয়া, কাশী, প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থস্থানে হিন্দুর অবশ্য কর্ত্তব্য ক্রিয়াকাণ্ড সমাপ্ত করিয়া তিনি এক এক বার দুই মাস আড়াই মাস পরিভ্রমণান্তে তাঁহার বোর্ডিং-এ প্রত্যা-বর্ত্তন করিতেন।

বিবাহ

কলেজে অধ্যয়নকালেই ঝিন্দ ষ্টেটের রাজকুমারীর সঙ্গে শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপের বিবাহ হয়। ঝিন্দ, পাতিয়ালা এবং নাভা এই তিনটি ষ্টেটের অবস্থান সামরিক দিক দিয়া অত্যন্ত ষ্ট্রেটেজিক বলিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি সর্ব্বসময়েই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। জার্মেনীতে নানা-স্থানেই এ সম্পর্কে বহু আলাপ-আলোচনা শুনিয়াছি। আফগানিস্থান ভারত আক্রমণ করিলে কিংবা বৃটিশ ইণ্ডিয়া আফগানিস্থান অধিকারের আকাঙ্খা লইয়া অগ্রসর হইলে এই তিনটি ষ্টেটের গুরুত্ব অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে। এই তিনটি ষ্টেট আত্মীয়তা, কুটুম্বিতাসূত্রে দীর্ঘকাল যাবৎ সংবদ্ধ। এই তিনটি ষ্টেটেরই পূর্ব্বপুরুষ, সর্দার ফুল সিং নামে এক পরাক্রমশালী পুরুষ ছিলেন। তাহা হইতেই এই তিনটি ষ্টেট 'ফুলকিয়ান ষ্টেট' বলিয়া পরিচিত হইত।

শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপের সঙ্গে তাঁহার নববিবাহিতা পত্নীও আলিগড়ে গমন করিলেন এবং কলেজের বাহিরে একটি বাংলোতে পরিচারিকাগণসহ বাস করিতে লাগিলেন।

কংগ্রেসে যোগদান

১৯০৬ অব্দে কলিকাতার কংগ্রেসে যোগদানের জন্য তিনি বিশেষ ব্যাকুল হইলেন। কিন্তু তাঁহার শ্বশুর ইহাতে ঘোরতর আপত্তি তুলিলেন, তথাপি শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপ কংগ্রেসের স্বদেশীমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিনি মনেপ্রাণে স্বদেশী ব্রত পালন স্বদেশী প্রচারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। নানাবিধ দেশীয় শিল্প প্রস্তুতির প্রতিও তাঁহার সবিশেষ আগ্রহ দেখা গেল।

প্রথম ইউরোপ পর্য্যটন

১৯০৭ অব্দে শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপ তাঁহার পত্নীসহ ইউরোপ পর্য্যটনে বাহির হইলেন। তাঁহার

পূর্ব্বে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে অবস্থিত দর্শনীয় স্থানসমূহ পরিদর্শন করিয়া প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান-সমূহে শাস্ত্রানুমোদিত ধর্মকার্য্য সম্পন্ন করেন। ইউরোপে যাইয়া বহু স্থান দর্শন করেন, তাহা কতকটা আশী 'দিনে ভূ-প্রদক্ষিণের' মত অতি সংক্ষিপ্ত হইয়াছিল। তাঁহারা প্রথমে লণ্ডন তৎপরে আমেরিকা হইতে ক্যানাডা, ভ্যাঙ্কুবার দেখিয়া জাপানে গেলেন এবং জাপান হইতে ১৭ই ডিসেম্বর বোম্বে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

প্রথম পুত্রের নামকরণ

ইউরোপ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরই তিনি বৃন্দাবনের বাটীখানার আমূল পরিবর্ত্তন সাধন করিলেন এবং তৎপরই তিনি তাঁহার প্রথম সন্তান প্রথম পুত্রের নামকরণ উৎসবের আয়োজনে মনোযোগী হইলেন। নিমন্ত্রণ-পত্র মুদ্রিত হইল, তাহাতে লেখা ছিল যে, পরবর্ত্তী আগষ্ট মাসে যখন ঝুলন উৎসব বৃন্দাবনে হইবে, সেই সময়ে তাঁহার প্রথম পুত্রের নামকরণ হইবে। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যজী অনুষ্ঠানে যোগদান করার জন্য বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইলেন।

এই উৎসব উপলক্ষে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি গহনা, পোষাক পরিচ্ছদ এবং নানাপ্রকার উপহার লইয়া উপনীত হইলেন, মালব্যজীও যথাসময়ে আসিলেন। ঝুলনের দিনে প্রাতঃকাল হইতে নান্দীমুখ, পূজা, পার্বণ ও হোম আরম্ভ হইল, বিবিধ পূজাপার্বণে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের কণ্ঠস্বর আকাশে-বাতাসে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তৎপরে একটি সভার অধিবেশন হইল, রাজা শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপ দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "আজ এই পুণ্য তিথিতে নামকরণ উৎসবে যোগদানের জন্য আমি আপনাদিগকে সাদরে আহ্বান করিয়াছি, আপনারা উপস্থিত হইয়া আমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন, কিন্তু আমার একটি গুরুতর অপরাধ হইয়াছে, আপনাদিগকে প্রকৃত কথা আমি ভাঙ্গিয়া বলি নাই। বহু সম্মানিত অতিথিবৃন্দ! আমার পুত্র সন্তান এখনও জন্মে নাই, আমার কোনও সন্তানই জন্মগ্রহণ করে নাই, যাহার নামকরণ করিবার জন্য আজ যাগযজ্ঞ, দেবার্চন এবং সর্ব্বপ্রকার আনন্দকর উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছে, তাহা আমার জীবনের বহু-আকাঙ্খিত, বহু পরিকল্পিত একটি টেকনিক্যাল কলেজের নামকরণ ও দ্বারোদ্‌ঘাটন।" শ্রোতৃ-মণ্ডলী বিস্ময়ে চমকিত হইলেন, চতুর্দিক হইতে করতালি, শঙ্খধ্বনি, খোল-করতাল-বাদ্য চলিল। লক্ষ্ণৌর সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যাণ্ডবাদ্য দ্বারা উৎসবের বৈশিষ্ট্য ঘোষিত হইল। সভায় একটু শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিলে তিনি বলিলেন, "এখন আপনারা বলুন, আমার এই সন্তানটির কি নামকরণ হইবে?"

কেহ কেহ বলিলেন, রাজা শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপ টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউশন, কেহ বা বলিলেন, ঘনশ্যাম দাস সিং টেকনিক্যাল একাডেমি, আবার কেহ বলিলেন, আপনার পোষ্যগ্রহীতা পিতা হরনারায়ণ সিং টেকনিক্যাল কলেজ ইত্যাদি।

শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপ বলিলেন, "সর্ব্বসাধারণের জন্য একটি 'পাবলিক ইনষ্টিটিউশন' প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। তাহাতে কোন 'প্রাইভেট' নাম দেওয়া উচিত নহে। কলেজটির নাম হইবে 'প্রেম মহাবিদ্যালয়।' ইহাতে সম্পূর্ণ বিনাব্যয়ে ছাত্রগণ বিভিন্ন শিল্পকার্য্য শিক্ষার সুযোগ পাইবে; অতএব ইহাকে 'College of Love' নামকরণ করাই কর্ত্তব্য হইবে।" তাহাই সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

কলেজে শিক্ষাদান

১৯০৯ অব্দের ২৪শে মে কলেজের শিক্ষাদানকার্য্য আরম্ভ হইল। ইউরোপ পরিভ্রমণকালে রাজা শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপ বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, কারিগরী শিল্প-বিস্তার ব্যতীত কোন জাতি উন্নত হইতে পারে না।

তাঁহার প্রতিষ্ঠিত 'প্রেম মহাবিদ্যালয়' বৃন্দাবনের 'ফ্রি ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এণ্ড আর্ট ন্যাশন্যাল' কলেজের পৌনঃপুনিক ব্যয় নির্ব্বহার্থে তিনি পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এবং ডক্টর তেজবাহাদুর সাপ্রুর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া বাৰ্ষিক ৬৩,৫০০ টাকা আয়ের ভূ-সম্পত্তি উৎসর্গ করিলেন। তাঁহার আকাঙ্খা ছিল, তাঁহার সমগ্র জমিদারী 'হাতরাস এষ্টেট'ই দান করিবেন। কিন্তু আইনত তাহা সম্ভব হইল না।

দ্বিতীয় বার ইউরোপ যাত্রা

'প্রেম মহাবিদ্যালয়' চালনার কালে তাঁহার মনে হইল, পুনরায় ইউবোপ যাইয়া বিভিন্ন শিল্প-বিদ্যালয়সমূহ বিশেষভাবে দর্শন করিবেন। এজন্যই ১৯১১ অব্দে তিনি দ্বিতীয় বার ইউরোপ পরিভ্রমণে বাহির হইলেন।

ট্রিপলী যুদ্ধে স্বেচ্ছাসেবার প্রচেষ্টা

১৯১১ অব্দে ইটালী ট্রিপলী আক্রমণ করিল। সেই সময়ে দিল্লীব প্রসিদ্ধ দেশকর্ম্মী ডক্টর আনসারী (Ansary) 'রেড ক্রিসেণ্ট সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করিয়া তুরস্কের সৈনিকগণের সেবা-কার্য্যের জন্য স্বেচ্ছাসেবকদল প্রেরণ করিলেন। একই সময়ে রাজা শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপও সহসা কনষ্টাণ্টিনোপল চলিয়া গেলেন, তিনি তথায় যাইয়া নানাভাবে চেষ্টা করিলেন যাহাতে ঐ দলে যোগ দিতে পারেন। কিন্তু তিনি সফলকাম হইলেন না। কি জন্য ডক্টর আনসারী তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন না, তাহা বোধগম্য হইল না। সম্ভবতঃ বৃন্দাবনের একজন নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব বলিয়াই তাঁহাকে গ্রহণ করিতে দ্বিধা করিলেন।

জার্ম্মেনী যাত্রা

১৯১৪ অব্দের গ্রীষ্মকালে এ্যাংলো-জার্ম্মেন সংগ্রাম বাধিয়া গেল। ইহার সূচনা হইতেই নানা কারণে রাজা শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপের সহানুভূতি জার্ম্মেনীর প্রতি দেখা গেল। তিনি জার্ম্মেনীর বিজয়লাভ সর্ব্বান্তঃকরণে আকাঙ্খা করিতেন।

১৯১৪ অব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি শ্রীহরিশচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া বোম্বে হইতে লণ্ডন যাত্রা করিলেন। হরিশ্চন্দ্র মহাত্মা মুন্সীরামের জ্যেষ্ঠ পুত্র, মুন্সীরামই পরবর্ত্তীকালে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

ষ্টীমার মার্সেল বন্দরে পৌঁছিলে ষ্টীমারের যাত্রা শেষ হইল, কোন দুর্ব্বোধ্য কারণে ষ্টীমার লণ্ডন অভিমুখে যাত্রা করিতে নিষিদ্ধ হইল।

তাঁহারা জেনোয়া পর্য্যন্ত ট্রেণে যাইয়া তথা হইতে সুইজারল্যাণ্ডের জেনেভা সহরে চলিয়া গেলেন। তথা হইতে কিভাবে, কখন বার্লিনে উপনীত হইয়া এই দেশভক্ত রাজা শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপ স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে একটি নূতন অধ্যায় সংযোগ কবিলেন, তাহার কতকাংশ প্রবন্ধের প্রথম দিকে বিবৃত করিয়াছি।

বার্লিনে রাজা শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপ

বার্লিনে উপস্থিত হইলে ভারতীয় বিপ্লবী কমিটি কর্ত্তৃক রাজা শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপকে হোটেল কণ্টিনেণ্টালে বাসস্থান দেওয়া হইল। তিনি বলিলেন, "আমার খরচপত্র আমিই দিব।"

তিনি 'ভারতবন্ধু জার্ম্মেনগণ' এবং ভারতীয় বিপ্লবিগণ কর্ত্তৃক বিশেষভাবে সংবর্দ্ধিত হইলেন, নানা স্থানে তাঁহার সম্মানার্থে প্রীতিভোজ এবং টি পার্টি দেওয়া হইল।

পররাষ্ট্র দপ্তরে যাইয়া তিনি বলিলেন, "ভারতীয় বিপ্লবী কমিটি আফগানিস্থানের আমীর দ্বারা বৃটিশ-ভারত আক্রমণ করাইবার জন্য যে পরিকল্পনা করিতেছেন আমি তাহাই রূপায়িত করিতে ব্যগ্র। কমিটির সদস্যগণ ভাবিতেছিলেন, কিভাবে কাহা দ্বারা কাবুলে আমীরের নিকটে একটি ডেপুটেশন বা ইন্দো-জার্ম্মেন কাবুল মিশন পাঠাইবেন, আমিই তাহা লইয়া যাইব, পররাষ্ট্র দপ্তরের কর্ত্তাগণ সবিশেষ পুলকিত হইলেন।"

এই সময়ে চ্যান্সেলার হ্যার ব্যাথম্যান ফন হলওয়েগ তাঁহাকে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আহ্বান করিলেন। করাচী বন্দরের প্রাক্তন জার্ম্মেন কনসাল জেনারেল হ্যাব নয়েনহৌফারকে পররাষ্ট্র সচিব রাজার পরিষদ নিযুক্ত করিলেন।

পূর্ব্ব-সীমান্ত পরিদর্শন

বাজা শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপ রণক্ষেত্র দেখিবার আকাঙ্খা প্রকাশ করিলে, পররাষ্ট্র দপ্তর রণসচিবের নিকট অনুরোধ জানাইলেন। রণসচিব সত্বরই তাঁহাকে পূর্ব্ব-সীমান্তের একটি রণক্ষেত্রে যাইয়া আর্টিলারী, ক্যাভালরী এবং ইনফেণ্ট্রির রণকৌশল দর্শনের সুযোগ দিলেন। বড় বড় কামান-শ্রেণীর নির্গত বৃহদাকাবের গোলা বহু দূরে পতিত হইয়া যে দারুণ বিস্ফোরণ ঘটায় এবং ফলে সে সময়ে ফেব্রুয়ারী মাসের প্রচণ্ড শীতে জমাট-বাঁধা বরফময় বাড়ী-ঘর কেমনভাবে মুহূর্ত্তে ধ্বসিয়া পড়ে, তাহাও শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপ তীক্ষ্ণ টেলিস্কোপ দ্বারা দেখিতে পাইলেন। মহেন্দ্রপ্রতাপের সঙ্গে ছিলেন তাঁহাব পারিষদ হ্যার নয়েনহৌফার, তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন তুরস্ক পার্লিয়ামেণ্টের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট, টিউনিসের মিঃ আবদুল করিম এবং তাঁহার জার্ম্মেন পারিষদ। এই চারিজনের একটি দল রণক্ষেত্র পরিভ্রমণ করিল। পূর্ব্ব-নির্দ্ধারিত মত এই দল পোলেণ্ড-সীমান্তে 'লজে' (Lodge) যাইয়া ফিল্ড মার্সেল ম্যাকেনসনের আতিথ্য গ্রহণ করিল, সেনাধ্যক্ষ ম্যাকেনসন তাঁহাদের সম্মানার্থে একটি প্রীতিভোজের অনুষ্ঠান করিলেন। তাঁহাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা ষ্ট্রেটেজিক ট্রেঞ্চ এবং সর্ব্বাপেক্ষা ভারী কামানসমূহের গোলাবর্ষণ প্রদর্শন করিলেন। কিন্তু যখন সহসা রুশ আর্টিলারীর গোলাবর্ষণ সুরু হইল তখন তাঁহারা অতি সত্বর পশ্চাতে হটিয়া আসিলেন। দারুণ শীতে তাঁহারা প্রায় জমিয়া যাইতেছিলেন, সুতরাং তাঁহাদিগকে বার্লিনে প্রত্যাবৃত্ত করা হইল।

ভারতের নৃপতিবৃন্দের নিকট পত্রপ্রেরণ

বার্লিনে পৌঁছিয়া শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপ জার্মেন সাম্রাজ্যের চ্যান্সেলার হ্যার ফন ব্যাথম্যান হলওয়েগের পরামর্শে ভারতের ছাব্বিশ জন নৃপতির নামে চিঠি প্রস্তুত করিলেন, তন্মধ্যে বাংলাদেশের কাশিমবাজারের জমিদার মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের নামেও একখানা চিঠি লিখিত হইল। রাজা শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপ বলেন, তাঁহার ইউরোপ যাত্রার পূর্বে, তিনি যখন বৃন্দাবনে, তাঁহার 'প্রেম মহাবিদ্যালয়ে'র উন্নতিবিধানকার্য্যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন, সে সময়ে উক্ত মহারাজা যাইয়া প্রেম মহাবিদ্যালয়ে উপস্থিত হইলেন এবং বিদ্যালয় চালনায় তাঁহার (শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপের) গঠন প্রতিভা লক্ষ্য করিয়া অতীব আনন্দিত হইলেন। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র তাঁহার সঙ্গে দীর্ঘকাল উক্ত মহাবিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করিলেন এবং বহুবিধ প্রশ্ন করিয়া বিদ্যালয় সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য জ্ঞাত হইলেন। এই সময়ে শ্রীমহেন্দ্র-প্রতাপ এই বাঙ্গালী ভূস্বামীর দেশপ্রেম এবং জাতীয় জীবন গঠনে উৎসাহ লক্ষ্য করিয়া সবিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন। এ জন্যই রাজন্যবর্গের (Ruling princess of India) মধ্যে তাঁহার পরিচিত ব্যক্তিগণের তালিকা প্রস্তুত করার কালে শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপ মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের নামটিও তালিকাভুক্ত করেন। পত্রগুলি সুইজারল্যাণ্ড হইতে ডাকযোগে প্রেরিত হইয়াছিল।

কাইজারের সাক্ষাৎকার (Audience)

কাইজারের সঙ্গে সাক্ষাতের দিন ঘনাইয়া আসিল। নির্দ্দিষ্ট দিনে বার্লিন পররাষ্ট্র সচিবের এ্যাসিষ্টাণ্ট হ্যার ফন সিমারম্যান (Zimmermann) রাজা শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপকে লইয়া টিয়ার-গার্টেন অঞ্চলে অবস্থিত এক রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। রাজাই নির্দ্দিষ্ট কক্ষে প্রথমে প্রবেশ করিলেন, পশ্চাতে গেলেন হ্যার সিমারম্যান। কাইজার কক্ষে একাই দণ্ডায়মান ছিলেন, শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপ ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হইলেন এবং তৎপরে ভারতীয় প্রথায় নমস্কার জানাই-লেন। কাইজার অগ্রসর হইয়া দক্ষিণ বাহু প্রসারিত করিলেন, করমর্দ্দন হইল। কাইজার তৎপরে ইংরেজী ভাষায় আলোচনা সুরু করিলেন।

হ্যার সিমারম্যান কিঞ্চিৎ বাম দিকে একটু পশ্চাতে দণ্ডায়মান রহিলেন।

কাইজার বলিলেন, "একটা ভবিষ্যদ্বাণী আছে—ভারতে ইংরেজ রাজত্ব এই সময়েই ধ্বংস হবে।"

শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপ—"হ্যাঁ, ইওর ম্যাজেষ্টি। তাঁরা নিজেরাই ভারতে এরূপ বলে থাকেন, এক শত বৎসর রাজ্য শাসনের পর তাঁদের প্রস্থান! ইতিমধ্যে তাঁদের যাবার সময় হয়ে গেছে।"

কাইজার এই সাক্ষাতের জন্য বিশেষভাবেই প্রস্তুত ছিলেন। রাজ্যের গুরুদায়িত্বের উপর ও জার্ম্মেন সেনাবাহিনীর প্রধান অধ্যক্ষের কঠোর কর্তব্যের মধ্যে তিনি যে পাঞ্জাবের ফুলকিয়ান স্টেটের (Phulkian State) সঙ্গে শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপের সর্ম্পকের কথা বিস্মৃত হন নাই, ইহা খুবই আশ্চর্যের বিষয়। তিনি বলিলেন, "আফগানিস্থান হইতে একটা আক্রমণ চলিলে ঝিন্দ (Jhind), পাতিয়ালা এবং নাভা স্টেটের একটা বিশেষ ষ্ট্রেটেজিক অবস্থা দেখা যাবে।"

রাজা শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপ বলেন, কাইজারের সঙ্গে কথাবার্তা খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ বলিয়া তিনি সবিশেষ প্রীত হইলেন।

প্রায় কুড়ি মিনিট কাল কথাবার্তা হয়। বিদায়কালে কাইজার বলেন, "আফগানিস্থানের আমীরকে আমার প্রীতি সম্ভাষণ দিতে ভুলবেন না।"

কাইজার রাজা শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপকে জার্ম্মেন অর্ডার অব দি রেড ইগল (Red Eagle) সম্মানে ভূষিত করিলেন। তিনি শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপের প্রস্তাবিত মিশন সম্পর্কে উৎসাহ প্রদর্শন করেন এবং তাঁহার নিজ দস্তখৎসহ একখানা পত্রও আমীরের নামে লিখিয়া দিয়াছিলেন।

বার্লিনে অধ্যাপক মৌলানা বরকতউল্লা

বার্লিন কমিটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অনতিকাল পরেই কমিটির দুই জন সদস্য শ্রী এন, এস, মারাঠে ও ধীরেন সরকার আমেরিকায় গমন করিয়া গদর পার্টির কর্ম্মীগণকে বার্লিনের উৎসাহ-পূর্ণ পরিবেশের বর্ণনা প্রদান করেন। গদর পার্টির অন্যতম কর্ম্মী অধ্যাপক মৌলানা বরকতউল্লা সহকর্ম্মী বন্ধুগণের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া বার্লিনে চলিয়া আসেন। তিনি বার্লিনে উপনীত হইয়া বার্লিন কমিটির পরিচালকবর্গ বিশেষভাবে বীর বিপ্লবী বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট বাচনিক অবগত হইলেন যে, বৃটিশের ভারতীয় এবং মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধবন্দী সৈনিকদিগকে লইয়া ভারত উদ্ধারের জন্য একটি স্বেচ্ছাসৈনিক বাহিনী গঠনের প্রচেষ্টা গত সেপ্টেম্বর মাস হইতেই চলিয়াছে। বরকতউল্লা উল্লসিত হইলেন, তিনি এই কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিতে প্রতিশ্রুতি দিলেন। দাদা চান্‌জী কেরসাস্প, সিদ্দিক, রহমান প্রভৃতির সঙ্গে তিনিও প্রত্যহ বিভিন্ন ক্যাম্পে যাইয়া বন্দিগণ হইতে সংগৃহীত স্বেচ্ছাসৈনিকগণকে কুচকাওয়াজ করাইতে লিপ্ত হইলেন। তিনি নিজে গদর পার্টির মিলিটারী ট্রেনিং ক্যাম্পে অবসরপ্রাপ্ত ভারতীয় পাঞ্জাবী অফিসারগণের নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে পাইয়া বন্দিগণ সবিশেষ উৎসাহিত হইলেন।

ডক্টর ফন হেনটিগ

ডক্টর ফন হেনটিগ জার্ম্মেনীর একজন অতি বিচক্ষণ প্রথম শ্রেণীর ডিপ্লোমেট। বার্লিন পররাষ্ট্র দপ্তর রাজা শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপকে তাঁহার সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন। আলাপ-আলোচনার পর স্থির হইল তিনি রাজা শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপের সঙ্গে ইন্দো-জার্ম্মেন কাবুল মিশনে সহযাত্রী হইবেন। তিনি একজন সুদক্ষ মিলিটারী অফিসার, সুনিপুণ রাজনীতিবিদ এবং দূরদর্শী মিশন পরিচালক ছিলেন, তাঁহারই সঙ্গে রাজা শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপ, মৌলানা বরকতউল্লা এবং কিছুসংখ্যক আফগান আফ্রিদী স্বেচ্ছাসেবক যাত্রা করিলেন। ১৯১৫ ইং অব্দের ১০ই এপ্রিল রাত্রে ভিয়েনা এক্সপ্রেস ট্রেন ধরিয়া তাঁহারা বার্লিন ত্যাগ করিলেন। ভিয়েনায় পৌঁছিয়া তাঁহারা যে হোটেলে স্থান নিলেন তাহাতেই ইজিপ্টের তদানীন্তন খেদিবও ছিলেন, শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপের সঙ্গে খেদিবের কয়েক ঘণ্টা আলোচনা হইল। খেদিব বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের দুর্ব্যবহারের কথা শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপকে উত্তেজিত ভাষায় বলিলেন। তিনি আশা করিতেছিলেন, বৃটিশ শক্তি বিনাশের সময় আগত হইয়াছে।

তাঁহারা তৎপরে বুদাপেষ্ট হইয়া বুলগারিয়ায় গমন করেন। বুলগারিয়া জার্ম্মেনীর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল। সুতরাং তাঁহারা তথায় বিশেষভাবে আদৃত হইলেন।

তুরস্কে শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপ

তুরস্কে উপনীত হইয়াই ,শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপ দেখিলেন যে, তুরস্কবাসিগণ ইংরাজ-ফরাসির বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালনায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ১৯১১ অব্দে ইটালী যখন ট্রিপলী কাড়িয়া লওয়ার জন্য তুরস্কের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করে, তাহাতে ইংলণ্ড ইটালীর পশ্চাতে ছিল বলিয়া তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস, তৎপরই গ্রীস, সার্ভিয়া. মণ্টেনেগ্রো কর্তৃক তাঁহাদের বিরুদ্ধে প্রথম বালকান যুদ্ধ. তাহাতেও ইংরেজ পশ্চাতে ছিল। এবার জার্ম্মেনী ও অষ্ট্রিয়া তাঁহাদের সঙ্গে থাকায় তাঁহাদের উৎসাহ উদ্যমের কোন দিকেই ত্রুটি নাই।

কনষ্টান্‌টিনোপলে রাজা শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপ

রাজা শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপ সদলবলে কনষ্টাণ্টিনোপলে যাইয়া পেরাপেলেস হোটেলে স্থান লইলেন। তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট দিনে ইস্তাম্বুলে যাইয়া মোসলেম জগতের ধর্ম্মগুরু সুলতান রিসদেব সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সুলতান তাঁহাদেব সঙ্গে করমর্দন করিয়া নিজে উপবেশন করিলেন এবং তাঁহাদিগকে উপবেশন করিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি টার্কিশ ভাষায় কথা বলিলেন। তাহা ফ্রেঞ্চ ভাষায় অনূদিত হইল এবং ডক্টর ফন হেনটিগ ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করিয়া রাজা শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপকে বলিলেন। সুলতান বলিলেন, কাবুল পর্য্যন্ত যাত্রাপথ অতি বিপদসঙ্কুল, তাঁহারা যে পৌঁছিতে পারিবেন তাহাতে তাঁহার সংশয় হইতেছিল। তথাপি তাঁহাদের শুভযাত্রা এবং কাবুলে নির্ব্বিঘ্নে উপস্থিতি কামনা করিলেন।

রণসচিবের সঙ্গে সাক্ষাৎকার

রাজা শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপ তাহার সঙ্গিগণসহ রণসচিব এনভার পাশার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। এনভার পাশা কিছু সময় পূর্ব্বে সুলতানের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া রাজজামাতা হইয়াছিলেন। তিনিই নব্য তুর্কীদলের প্রধান অধিনায়ক ছিলেন। রাজা শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপ এনভার পাশাকে অনুরোধ করিলেন, সুলতান হইতে আফগানিস্থানের আমীরের নামে একখানা পত্র লইয়া দিবার জন্য। দ্বিতীয়তঃ তিনি তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন, প্রধান মন্ত্রী হইতে কিছু সংখ্যক ভারতীয় রাজন্যবর্গের কতকগুলি চিঠি লইয়া দিতে। তৃতীয়তঃ রাজা শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপ এনভার পাশাকে বলিলেন তুরস্কের একজন মিলিটারী অফিসারকে তাঁহাদের কাবুল মিশনের সঙ্গে দিয়া সাহায্য করিতে। এনভার পাশা রাজা শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপের সর্ব কয়টি অনুরোধই রক্ষা করিতে সম্মত হইলেন। রাজা সবিশেষ প্রীত হইলেন, ভাবিলেন, এনভার পাশা সম্পর্কে তিনি যত প্রশংসা শুনিয়াছিলেন, সবই সত্য।

এনভার পাশা উৎকৃষ্ট জার্ম্মান ভাষায় অনর্গল কথাবার্ত্তা বলিলেন এবং ডক্টর ফন হেনটিগ ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া তাহা রাজা শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপকে বুঝাইলেন।

ডক্টর ফন হেনটিগ এনভার পাশাকে অনুরোধ করিলেন, যেন তিনি তাহার মিলিটারী অফি-

সারগণের প্রতি স্পেশিয়েল অর্ডার ইস্যু করেন, যাহাতে তাঁহাদের গন্তব্য পথে সর্ব্বত্র, এশিয়া মাইনর হইতে পার্শিয়া পর্য্যন্ত, যথাবিহিত ব্যবস্থা হয়। ইহার পর উক্ত মিশনের সদস্যগণ শুনিতে পাইলেন যে, ঐ সময়ে বৃটিশ গ্যালিপলীর উপর দুর্দ্ধর্ষ আক্রমণ চালাইতেছিল। ঐ সময়টাই ছিল তুরস্ক সাম্রাজ্যের পক্ষে একটা সাংঘাতিক বিপজ্জনক মুহূর্ত্ত। মনে হইতেছিল, সাম্রাজ্যের ভাগ্য তুলাদণ্ডে দোলায়মান। যদি সে সময়ে বৃটিশ রণতরীসমূহ ডার্ডেনলেসের ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিত, তবে কয়েক ঘণ্টার ভিতরই কনষ্টাণ্টিনোপল বৃটিশের পদানত হইয়া যাইত। কিন্তু কয়েক ঘণ্টা পরেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটিল, বহু ইংরেজ সৈনিক বন্দী অবস্থায় সহরের পথে পথে চালিত হইল, তুরস্কের জনসাধারণ উল্লসিত হইল। রাজা শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপের দল হোটেলের জানালা দিয়া এই দৃশ্য দেখিলেন।

হিলমি পাশার সঙ্গে মোলাকাৎ

রাজা শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপ তাঁহার সঙ্গিগণসহ রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী হিলমি পাশার সঙ্গে সাক্ষাৎ কবিলেন, তিনি সদয় এবং ভদ্র ব্যক্তি ছিলেন। রাজা শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপ মৌলানা ববকতউল্লাসহ তালাৎ পাশা এবং ক্রাউন প্রিন্সেব সঙ্গেও সাক্ষাৎ করিলেন।

বাগদাদে উপনীত

শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপ সুলতান হইতে আফগানিস্থানের আমীবের নামে এবং তুরস্কেব প্রধান মন্ত্রী হিলমি পাশার নিকট হইতে ভারতীয় বাজন্যবর্গেব নামে পত্রাদি লইয়া সদলবলে যাত্রা করিলেন। তাঁহাবা বহু অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া, বহু অকল্পিত অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া বাগদাদে উপনীত হইলেন।

যাত্রার শেষ চৌদ্দ দিন, স্বদেশী নৌকায় ইউফ্রেটিস নদীতে বিপদসঙ্কুল পথ অতিক্রম কবিয়া বাগদাদে পৌঁছান তাঁহাদের পক্ষে এক অভূতপূর্ব্ব পর্য্যটন!

ইস্পাহানে মিশন উপনীত

বাগদাদ হইতে অশ্বযানে চাপিয়া মিশন ইস্পাহানে উপস্থিত হইল। ইস্পাহান হইতে পার্শিয়ার দিকে অগ্রসর হওয়ার কালে অশ্বযান পরিত্যাগ করিয়া গাড়ীর ঘোড়া খুলিয়া, গদী ব্যতীতই সে সকল চাপিয়া চড়িয়া অগ্রসর হইতে হইল। পথিমধ্যে ২০০০ সৈন্যসহ তুরস্কের রৌফ বে (Rauf Bey) শিবির স্থাপন করিয়া অপেক্ষা করিতেছেন, তাহা তাঁহারা দেখিতে পাইলেন। রৌফ বে তুরস্কের মিশন লইয়া আমীরের নিকট যাইতেছেন তাহাও শুনিতে পাই-লেন। কিন্তু ইংরেজের প্ররোচনায় পার্শিয়া গভর্ণমেণ্ট রৌফ বেকে অগ্রসর হইতে দিতেছে না, ইহা শুনিতে পাইলেন। এই শিবিরেই পেশোয়ারের আবদুর রহমান এবং মৌলভী আবদুর রবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। রৌফ বে রাজা শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপের প্রতি সদয় ছিলেন। কুমান সা (Kuman Shah) নামক শহরে অতঃপর তাহারা পৌঁছিলেন। কুমান সা একটি বড় সমৃদ্ধ সহর।

মিশনের কর্ত্তৃপক্ষ তথাকার জার্ম্মেন কনসুলেটে আশ্রয় নিলেন। ডক্টর ফন হেনটিগ তেহরান চলিয়া গেলেন এবং শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপ গুরুতর আমাশয় রোগে আক্রান্ত হইলেন। তাঁহার

সহযাত্রী ডক্টর বেকার তাঁহাকে চিকিৎসা করিলেন এবং তিনি এক সপ্তাহ মধ্যেই পুনর্ব্বার যাত্রা করার উপযোগী হইলেন। তাঁহারা অশ্বযানে চাপিয়া বৃক্ষশূন্য উপত্যকার মধ্য দিয়া যাত্রা করিলেন। সহসা একটি ওয়েশিস-এর মধ্যে অতি মনোরম পুষ্পপত্র এবং ফল, বৃক্ষ ও বিভিন্নপ্রকার সুশোভন দৃশ্যের সমীপবর্ত্তী হইলেন, তাঁহাদের মনে হইল যেন স্থানটিতে চিরবসন্ত বিদ্যমান।

ইস্পাহানে পৌঁছিয়া তাঁহারা জার্ম্মেন কনসুলেটেই আশ্রয় নিলেন। পথক্লান্তির পর কনসুলেটের আদর আপ্যায়ন এবং আরাম-বিরাম অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

মরুভূমির মধ্য দিয়া

অতঃপর মরুভূমির মধ্য দিয়া তাঁহাদের যাত্রা অত্যন্ত বিরক্তিকর, ক্লান্তিকর ও ক্লেশদায়ক হইল। প্রথম কয়েক মাইল অশ্বযানে আরামপ্রদ হইয়াছিল, তারপর ঘোড়ায় চাপিয়া যাইতে হইল। সূর্য্যকিরণ হইতে আত্মরক্ষা করার জন্যই তাঁহাদের রাত্রিতে চলিতে হইল, সূর্য্যকিরণের উপরেও ছিল শত্রুগণের গুপ্তচরজালের দৃষ্টি এড়াইবার জন্য রাত্রিতে পথযাত্রার ব্যবস্থা। পথভ্রান্তি ঘটিলে তাঁহারা নিতান্তই বিপন্ন হইতেন, আবার একটি ওয়েশিস পাইলে খুবই আনন্দিত হইতেন। তাঁহারা দুই দিক হইতেই বৃটিশ এবং রুশ অশ্বারোহী সেনাদল কর্ত্তৃক পিষ্ট হইতেছিলেন। কিন্তু ভগবানের কৃপায় এবং জার্ম্মেন ষ্ট্রেটেজীর কৃতিত্বে তাঁহারা সঙ্কটময় স্থান অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন, কৃতিত্ব ছিল ক্যাপ্টেইন নিদার মায়ারের (Needer Mayar); ইস্পাহান হইতে ক্যাপটেইন নিদার মায়ারের মিশন এবং রাজা শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপের মিশন এক সঙ্গেই আফগানিস্থানে পৌঁছিল।

মিশনের হিরাটে উপস্থিতি

মৌলানা ববকতউল্লা এবং একজন আফ্রিদী অফিসার মিশনের অগ্রেই যাইয়া আফগান গভর্ণরকে রাজা শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপের মিশনের আগমনবার্ত্তা বিজ্ঞাপিত করিলেন। আফগান গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে প্রকৃত রাজকীয় সম্বর্দ্ধনায় আপ্যায়িত করিলেন। তাঁহাদিগকে ষ্টেট অতিথিরূপে গ্রহণ করা হইল। তাঁহাদের আহার, বিহার, ভ্রমণ ও চিত্তবিনোদনের বিবিধ ব্যবস্থা এমন হইল, যাহাতে তাঁহারা অতীতের পথক্লান্তি এবং যাত্রাপথের সর্ব্বপ্রকার কঠোরতার কথা কিছুক্ষণের মধ্যেই বিস্মৃত হইয়া গেলেন।

হিরাট হইতে কাবুল

হিরাটের গভর্ণর তাঁহাদিগকে কেবল যে চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় দ্বারা পরিতৃপ্ত করিতেছিলেন তাহা নহে, তিনি তাঁহাদিগকে পোষাক-পরিচ্ছদও প্রদান করিলেন। ঘোড়ার গদি, সাজসজ্জাও পরিবর্ত্তন করিয়া নয়ন-মনোমুগ্ধকর করিলেন, তাঁহাদিগকে ইতিহাসখ্যাত মসজেদেও লইয়া যাওয়া হইল এবং বুটসহ চলিবার অধিকার দেওয়া হইল। ইহাতে শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপের মিশন বিস্ময়াবিষ্ট হইল।

হিরাট হইতে কাবুল প্রায় এক মাসের পথ, কিন্তু তাঁহারা কতকটা শীঘ্রই অগ্রসর হইয়া

গেলেন। ঠাণ্ডা হাজারা পর্ব্বতের উপর দিয়া, ষ্টেজের পর ষ্টেজ যাইতে হয়। আফগান গভর্ণ-মেণ্টের এজেণ্ট-এর সুশৃঙ্খলায় তাঁহাদের রাত্রিবাস, দিনে আহার ও বিশ্রাম সমুদয়ই সুব্যবস্থিত ছিল। তাঁহাদের সঙ্গে একদল পাচক, পরিচারক, সৈন্য ও সর্ব্বপ্রকার বিধি-ব্যবস্থার জন্য যথেষ্ট লোক ছিল। তখন সেপ্টেম্বর মাস, তাঁহারা স্থানে স্থানে দেখিলেন যে জল জমিয়া বরফ হইয়াছে, রাত্রিকালে তাঁহাদের ঘর গরম না করিলে শুইতে পারিতেন না।

কাবুলে উপস্থিতি

১৯১৫ ইং অব্দের ২রা অক্টোবর তাঁহারা কাবুলে উপনীত হইলেন। ১৯১৫ অব্দের ১০ই এপ্রিল তাঁহারা বার্লিন হইতে যাত্রা করেন, ঠিক ছয় মাস পরে মিশন আফগানিস্থানের রাজধানী কাবুলে পোঁছিল।

বিরাট জনতা তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করার জন্য উপস্থিত হইল, একজন টার্কিশ অফিসারের চালনায় একদল সৈন্য তাঁহাদিগকে মিলিটারী সেলুট দিল। তাঁহাদিগকে সুপ্রসিদ্ধ 'বাঘি বাবর' (Baghi Babar) প্রাসাদে লইয়া যাওয়া হইল। তাঁহারা তথায় ষ্টেট গেষ্টরূপে রক্ষিত হইলেন।

আমীরের সঙ্গে সাক্ষাৎকার

কাবুলে শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপ এবং তাঁহার মিশনের সহকর্ম্মীগণ প্রথমতঃ কিছুদিন নিতান্ত অনিশ্চয়তার মধ্যে বাস করেন। রাজকীয় অতিথিরূপে থাকিয়া প্রচুর খাদ্য, আরাম, সুশোভন দৃশ্য দর্শন প্রভৃতির সুযোগ পাইলেন বটে কিন্তু আমীর কি করিবেন, তিনি কি জার্ম্মেন কাইজারের এবং তুরস্কের সুলতানের অনুরোধ রক্ষা করিয়া ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া ভারত আক্রমণ করিবেন? এই চিন্তাই তাঁহাদের প্রবল হইল। অবশেষে তাঁহাদের প্রায় তিন সপ্তাহ অতীত হইলে আমীর হবিবুল্লার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য গ্রীষ্মকালীন শৈলাবাসে লইয়া যাওয়া হইল। উক্ত শৈলাবাস ছিল পাঘমানে (Paghman)।

আমীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল দীর্ঘ সময় ব্যাপিয়া। প্রত্যুষ হইতে অপরাহ্ণের শেষ পর্য্যন্ত আলাপ আলোচনা চলিল। তাঁহারা তথায় উপস্থিত হওয়ামাত্রই প্রধানমন্ত্রী সর্দার নাছিরউল্লা খাঁ (যিনি আমীরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন) রাজা শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপকেই প্রথম ব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করিলেন। তৎপর ডক্টর ফন হেনটিগ, ক্যাপটেইন নিদের মায়ার তুরস্কের ক্যাপটেইন কাজিম বে, এবং মৌলানা বরকতউল্লাকে সংবর্দ্ধিত করিলেন। প্রধানমন্ত্রী নাছিরউল্লা খাঁ, প্রিন্স ইনায়েৎ-উল্লা খাঁ, প্রিন্স আমানুল্লা, দুইজন সর্দ্দার (নাদির খাঁ-এর পিতা এবং খুল্লতাত) আফগানিস্থানের বর্তমান নৃপতির পিতাও উপস্থিত ছিলেন। মধ্যস্থলে আমীর হবিবুল্লা খাঁ উপবিষ্ট ছিলেন।

রাজা শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপ আমীরকে জার্ম্মেনীর কাইজারের পত্র এবং তুরস্কের সুলতানের পত্র প্রদান করিলেন, তৎপরে ডক্টর ফন হেনটিগ জার্ম্মেনীর চ্যান্সেলার ডক্টর বেথম্যান ফন হলওয়েগের পত্র প্রদান করিলেন।

এই সময়ে আমীর পার্শীয়ান ভাষায় বলিলেন, "আপনারা অগ্রে আপনাদের প্ল্যান আমা-দিগকে দিন, তারপর আমরা দেখিব সে সকল আমাদের পক্ষে গ্রহণীয় (where they suit us)

কি না।" তিনি পার্শীভাষায় পণ্ডিত ছিলেন এবং কথাপ্রসঙ্গে প্রায়ই অতীতের পার্শী লেখকগণের পুস্তকাদি হইতে উদ্ধৃত করিতেন।

আলোচনার মধ্যেই মধ্যাহ্নকাল হইতে আমীর এবং তাঁহার অমাত্যগণ মধ্যাহ্নকালীন নামাজের প্রার্থনার জন্য চলিয়া গেলেন। অতঃপর রাজকীয় মধ্যাহ্ন-ভোজনের টেবিলে আরও গভর্ণমেণ্টের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিসহ আমীর বসিলেন, তাঁহারই দক্ষিণ পার্শ্বে রাজা শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপকে বসিতে হইল। নিকটেই রহিলেন মৌলানা বরকতউল্লা, তিনি আমীরের পার্শী কথোপকথন ইংরেজীতে অনূদিত করিলেন এবং তাহাই শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপ, ডক্টর ফন হেনটিগ, ক্যাপটেইন নিদেরমায়ার ও ক্যাপটেইন কাজিম বে উপলব্ধি করিলেন। অবশ্য কাজিম বে কিছু কিছু পার্শী জানিতেন।

আফগান কর্তৃপক্ষ কাবুল হইতে আনীত হিন্দু পাচক দ্বারা হিন্দু ভোজ্য প্রস্তুত করাইয়া রাজা শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপকে পরিবেশন করাইলেন। তিনি ইহা ধন্যবাদের সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়া অবশিষ্ট সকলের জন্য রক্ষিত ভোজ্যই গ্রহণ করিলেন। সেই প্রথমদিনের সাধারণ সম্মিলনের পরে আমীর পৃথকভাবে তাঁহাদের সঙ্গে কথোপকথনের ব্যবস্থা করিলেন। সুতরাং একটি দিন ধার্য হইল। প্রথম দিনে, শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপ মৌলানা বরকতউল্লাসহ উপস্থিত হইলেন, দ্বিতীয় দিনে জার্ম্মেন বন্ধুগণ এবং শেষ দিনে কাজিম বে একা আমীরের দরবারে উপস্থিত হইলেন।

শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপ আমীরের সঙ্গে আলোচনাকালে প্রথমেই ভারতীয় অন্তরীণাবদ্ধ ব্যক্তিগণ এবং বন্দিগণ সম্পর্কে আলোচনা করেন। একদল ভারতীয় ছাত্র তুরস্কের পক্ষে যুদ্ধ করা এবং মুসলমান স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষ হইতে ছুটিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহারা সকলেই কাবুলে অন্তরীণ ছিলেন। ভারতের এক তেজস্বী জাতীয়তাবাদী মৌলভী ওবেইদুল্লা ইন্দো-জার্ম্মেন-কাবুল মিশনের উপস্থিতির পূর্ব্বে কাবুলে আসিয়াছিলেন, তিনিও পূর্ব্বোক্ত ছাত্রদলের সঙ্গে আটক ছিলেন। ভারতবর্ষে একটি বোমার মামলার দুই জন শিখ-আসামী কোন প্রকারে দেশত্যাগ করিয়া কাবুলে উপনীত হইয়াছিলেন, তাঁহারা শৃঙ্খলিত অবস্থায় ছিলেন। শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপের অনুরোধে আফগান গভর্ণমেণ্ট তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে মুক্ত করিলেন। তাঁহারা সকলেই তৎপরে ষ্টেট-গেষ্টরূপে রক্ষিত হইলেন।

বহু বার আমীরের সঙ্গে সাক্ষাৎকার

একবার-দুইবার নহে, বহুবার আমীরের সহিত সাক্ষাৎ হইল। প্রধান মন্ত্রী এবং আমীরের সঙ্গে বহু বিষয়ে আলোচনা, বহু সূক্ষ্ম তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত ও বিবেচিত হইল। আজ অনেকের মনে তাহাদের জল্পনা-কল্পনা বাতুলতা বলিয়া মনে হইতে পারে। শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপকে মিশনের পক্ষে আমীর এবং প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করিতে হইয়াছিল। আফগানিস্থান বেলুচিস্তানের উপর প্রভুত্ব কামনা করিতেছিল, পার্শিয়ান ভাষাভাষী সেণ্ট্রাল এশিয়া সম্পর্কেও বহু তর্ক-বিতর্ক হইয়াছিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিবিধ বিষয়ে আলোচনা চলে। প্রধান মন্ত্রীর একজন বিশ্বস্ত সমর্থক হাজী আবদুর রসিদ ভারতীয় সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করিতেন, তাঁহার বাটীতে খানা-পিনার সুব্যবস্থা ছিল।

ভারতের অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট

ইং ১৯১৫ অব্দের ১লা ডিসেম্বর : একটি অস্থায়ী ভারত গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করা হইল। ১লা ডিসেম্বর রাজা শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপের জন্মদিন, তাঁহারই কক্ষে কতিপয় বন্ধুর আগমনে ভারতবর্ষের প্রথম অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট রূপায়িত হইল। রাজা শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপই ইহার প্রেসিডেণ্ট হইলেন। যে পর্য্যন্ত ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস কর্ত্তৃক একটি প্রকৃত গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত না হয়, সেই পর্য্যন্ত শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপই প্রেসিডেণ্ট থাকিবেন, ইহা স্থির হয়। মৌলানা বরকতউল্লা প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হইলেন। মৌলানা ওবেইদুল্লাকে স্বরাষ্ট্র সচিবের পদ দেওয়া হইল। কয়েক দিন পরে ভারতীয় বন্দিগণের মধ্য হইতে কতিপয় সেক্রেটারী নিযুক্ত করা হয়। তন্মধ্যে দুই জন বর্ত্তমানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য পদে অধিষ্ঠিত আছেন। একজন মিঃ মহম্মদ আলী, তিনি থার্ড ইন্টারন্যাশনেলে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আসন অধিকার করেন। সম্ভবতঃ তিনি এখনও মস্কোতে আছেন। অপর সেক্রেটারী মিঃ আল্লা নওয়াজ খাঁ বার্লিনে আফগানিস্থানের রাষ্ট্রদূতপদে নিযুক্ত আছেন।

ভারত-আফগান সন্ধি

উক্ত অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট আফগানিস্থানের সঙ্গে বহুবিধ ভারতীয় সমস্যার সমাধানকল্পে একটি ভারত-আফগানিস্থান সন্ধিপত্রেও স্বাক্ষর করে। আফগানিস্থানের আমীর তাঁহার প্রধান মন্ত্রী দ্বারা সন্ধিতে দস্তখত করাইলেন। কিন্তু দিনের পর দিন কাটিয়া গেল, আমীর বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন না, করিবেন বলিয়া কোন নিশ্চয়তাও দিলেন না। জার্ম্মেন সম্রাটের অনুরোধ পত্র, ইসলাম জগতের গুরু তুরস্কের সুলতানের পত্রাদিতেও আমীব হবিবুল্লা চতুর্দ্দিকের অবস্থা শুধু পর্য্যবেক্ষণ কবিতে লাগিলেন।

ইরাকে তুরস্কের বিপর্য্যয় লক্ষ্য করিয়া সম্ভবতঃ তিনি বৃটিশের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইতে সাহসী হইলেন না।

এদিকে শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপ প্রথমতঃ রাশিয়ার জারকে এক পত্র লিখিলেন, তিনি অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের প্রেসিডেণ্টহিসাবে জারকে ভারত আক্রমণে উদ্বুদ্ধ হইতে অনুরোধ করিলেন। পত্রখানা খাঁটী স্বর্ণের পাতের উপরে খোদিত করিয়া লিখিত হইল। মিঃ মহম্মদ আলী নামীয় জনৈক ব্যক্তি এবং মিঃ সামসের সিং (আদি নাম ডক্টর মথুরা সিং) উক্ত পত্র লইয়া রাশিয়ান টার্কিস্থানে গমন করিলেন। অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের প্রধান মন্ত্রী মৌলানা বরকতউল্লা এবং স্বরাষ্ট্র সচিব মৌলানা ওবেইদুল্লা ঐ পত্রের ভাষা এবং খুঁটিনাটি সমুদয় প্রদান করেন।

শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপ ১৯১৬ অব্দের শরৎকালে মাজারী সরিফের (Mazari Sharief) সর্দ্দার সুলেমান খাঁর (প্রদেশের গভর্ণরের) অতিথিরূপে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার সম্মতি লইয়া শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপের সহযাত্রী মিঃ গুজর সিং (ওরফে মিঃ কালা সিং) রাশিয়ার বর্ডার অতিক্রম করিয়া ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আক্কো এবং তাঁহার ইংরেজ পত্নীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি অত্যন্ত নিরুৎসাহপূর্ণ সংবাদ আনিলেন যে রাজা শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপের পক্ষে রাশিয়ার সীমান্ত অতিক্রম করিয়া যাওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক হইবে।

নেপালে মিশন

১৯১৭ অব্দের গ্রীষ্মকালে শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপ খানাবাদ প্রদেশের গভর্ণরের অতিথিরূপে বাস করিতেছিলেন। উক্ত গভর্ণরের সঙ্গে সলা-পরামর্শ করিয়া শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপ নেপাল-অধিপতির নিকট একটি মিশন প্রেরণের ব্যবস্থা করিলেন, এই সময়ে আফগানিস্থানের আমীর এবং ক্রাউন প্রিন্স বিশেষভাবে বৃটিশ-অনুরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের দেশের স্বার্থ বিবেচনা করিয়া প্রবল প্রতিবাদী রাজ্য বৃটিশ ভারত আক্রমণ করা যে নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য হইবে এই বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিলেন। কিন্তু খানাবাদের গভর্ণরের মত ব্যক্তিগণ ইসলামের জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। মিঃ গুজর সিং একটিমাত্র গার্ড সঙ্গে লইয়া সীমান্ত-বর্ত্তী বন্ধুগণের নিকট চলিয়া গেলেন, স্থির হইল, তথা হইতে গুজর সিংকে তাঁহারা গোপনে লইয়া যাইবেন এবং তিনি ছদ্মবেশে ভারতবর্ষ ভেদ করিয়া নেপালে প্রবেশ করিলেন। তিনি জার্ম্মেনীর চ্যান্সেলারের ডক্টর ব্যাথম্যান ফন হলওয়েগে প্রদত্ত নেপালাধিপতিব নামীয় পত্র সঙ্গে লইয়া গেলেন। তিনি ভারতের অন্যান্য কতিপয় নৃপতির নামেও পত্র নিলেন।

রাশিয়ার শাসনপ্রণালীর পরিবর্তন

রাশিয়ার জার গভর্ণমেণ্টের শোচনীয় অবসানের পর, সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্টিত হইলে রাজা শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপ নবোৎসাহে নবভাবে ভারত-রাশিয়া মৈত্রী স্থাপনের জন্য বিশেষ-ভাবে ব্যাকুল হইলেন। বিবিধ প্রকারে চেষ্টা করিলেন, রাশিয়া, জার্ম্মেনী, স্যুইজারল্যাণ্ড যাতায়াত করিলেন, কিন্তু কার্য্যতঃ কিছুই হইল না।

শান্তি প্রচেষ্টা

অবশেষে তিনি বিশ্বশান্তির মিশন গ্রহণ করিলেন। রাজা শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপ বর্ত্তমানে ভারতের পার্লিয়ামেণ্টের একজন সদস্য (এম, পি)।

ভারতীয় বিপ্লবকেন্দ্র ইণ্ডিয়া হাউস

১৯১১ অব্দের ২রা জানুয়ারি প্রত্যুষের এক ট্রেনে বিপ্লবী বন্ধু জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দাসগুপ্ত বার্লিন হইতে প্রুসিয়ার হালে শহরে যাইয়া আমার কক্ষে উপস্থিত হইলেন। সেদিন ছিল নিদারুণ ঠাণ্ডা, বাহিরে সেণ্টিগ্রেডের ১০ ডিগ্রি তাপ। তিনি চা-পানে ঈষৎ উষ্ণতর হইবার কালেই বলিলেন, "শুনেছেন তো, ব্রিয়াণ্ড মন্ত্রিসভার দুমনা চাপে অগত্যা এসবু ইথ গভর্ণমেণ্ট 'সাভারকর ব্যাপার' (the Savarkar Affairs) 'হেগ আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুন্যালে' দিতে সম্মত হয়েছেন। এখন আমাদের কর্তব্য—এখানকার সোসিয়েল ডেমোক্রেটিক ডেইলি 'ফক্‌ব্লাট' (Volkblatt) পরিচালক হ্যার সাইডেম্যানকে বলে তাঁর এক বন্ধুকে দিয়ে ফ্রান্সের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লুই রেনোকে আমাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন করা।"

রেনো (Renault) ট্রাইব্যুন্যালের অন্যতম মেম্বার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি ১৯০৭ অব্দে নোবলের শান্তি-পুরস্কারপ্রাপ্ত আন্তর্জাতিক আইনের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত।

কিভাবে কি করিলে তাহা সম্ভব হইতে পারে, সে সম্পর্কে জার্মানির সোসিয়েলিষ্ট দলের অন্যতম নায়ক ডক্টর লিবক্লেষ্ট যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহা তিনি আমাকে শুনাইলেন।

সাইডেম্যান সান্নিধ্যে

আমরা অগৌণে সাইডেম্যানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। সাইডেম্যান সহানুভূতি ও উৎসাহ প্রদর্শন করিলেন। বলিলেন, দুইদিন বাদেই রাইখষ্টাগের অধিবেশন শুরু হইবে। তিনি বলি-লেন, বার্লিনে যাইয়া হ্যার ব্যাবেল, লিবক্লেষ্ট, এবার্ট, ডক্টর ফ্রাঙ্ক প্রমুখ দলপতিগণের সঙ্গে আলাপ করিয়া যথাবিহিত করিবেন; কিন্তু বিচার ১৬ই ফেব্রুয়ারি আরম্ভ হইবে—সময় সংকীর্ণ।

কথাপ্রসঙ্গে সাইডেম্যান বলিলেন, প্রায় দুই বৎসর পূর্বে লণ্ডনের একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকায় শ্রীসাভারকর সম্পর্কে তীব্র ভাষায় আক্রমণ হইয়াছিল, তাঁহার কর্মকেন্দ্র 'ইণ্ডিয়া হাউস' সম্বন্ধেও অনেক নিন্দাবাদ ছিল। 'ফকব্লাট'-এ উক্ত আলোচনার একটি সমালোচনা তাঁহারা প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমাদের অনুরোধে তিনি সত্বরই তাঁহাদের পত্রিকাখানা এবং লণ্ডনের সাপ্তাহিক 'সাণ্ডে ডেসপ্যাচ'-এর (Sunday Despatch) বাঁধানো একটি খণ্ড আনাইয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। আমরা অত্যন্ত চাঞ্চল্যকর 'প্রহেলিকাচ্ছন্ন বাটী' (The House of Mystery)-শীর্ষক প্রবন্ধ সাগ্রহে পাঠ করিলাম। আমাদের ধমনীতে প্রবাহিত শোণিতধারা উষ্ণতর হইল, এমন কি, এই দারুণ শীতে বুঝি টগবগ করিয়া ফুটিতে শুরু করিল। লেখক বহু কলঙ্ক ঢালিয়া দিয়াছেন এই প্রহেলিকাচ্ছন্ন বাটীর উপরে, সীমাহীন ভৎর্সনা করিয়াছেন

বাটীর মালিক কৃষ্ণকায় কৃষ্ণবর্ম্মাকে, কণ্ঠস্বর চরমে তুলিয়া গালিবর্ষণ করিয়াছেন উহার কর্মাধ্যক্ষ অধিনায়ক কুখ্যাত শ্রীসাভারকরকে। সংখ্যাটি ছিল ১৯০৯ অব্দের ১৪ই মার্চ তারিখের।

'ফকয়্যাট' সম্পাদক ২৮শে মার্চের সংখ্যায় প্রবন্ধের বিশেষ বিশেষ অংশ উদ্ধৃত করিয়া বেশ তীব্র ভাষায় সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ইংরাজ "রাশিয়ার জারতন্ত্র" নির্ম্মূল করার বিপ্লবকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করে; তুরস্কে, পার্শিয়ায়, স্পেনে বিপ্লব চেষ্টা হইলে পুলকিত হয়, কিন্তু ইণ্ডিয়া, ইজিপ্ট ও আয়র্ল্যাণ্ডের চেষ্টাকে 'অ্যানার্কি' বলিয়া অভিহিত করে এবং 'তরবারের দ্বারা দেশসমূহ অধিকৃত হইয়াছে, তরবাব দ্বারাই রক্ষা কবিবে' বলিয়া শাসায়, ইত্যাদি।

'ডেসপ্যাচ'-এর আক্রমণে আমরা প্রোৎসাহিত হইলাম, প্রফুল্ল হইলাম যে সকল অপরাধে শ্যামাজি এবং সাভারকর অভিযুক্ত হইয়াছেন, আমরা চাই, সকল ভারতবাসী সে সকল অপরাধ করিয়া নিন্দিত হউক, ভর্ৎসিত হউক। ইংরাজেব অভিযোগ, নিন্দা, ভর্ৎসনা আমাদের জাতির ভূষণ হউক 'ইণ্ডিয়া হাউসে ভারতসম্রাটকে ভারতসাম্রাজ্য হইতে বিচ্যুত করাব যে ষড়যন্ত্র রাত্রিদিন হইতেছে', তাহা জযযুক্ত হউক।

প্রহেলিকাচ্ছন্ন বাটী কোথায়?

লণ্ডনের শহরতলীতে হর্নসি-র (Hornsey) অন্তর্গত হাইগেট নর্থ অঞ্চলে ৬৫, কমওয়েল এভিনিউতে অবস্থিত 'ইণ্ডিয়া হাউস' নামে খ্যাত বাটীই বহুনিন্দিত, বহু অভিশপ্ত প্রহেলিকাচ্ছন্ন ভবন (The House of Mystery)। ইহাতে কে আসে, কে যায়, কখন কি ঘটে, কেহ জানে না; কিন্তু ইহা সুনিশ্চিত যে কৃষ্ণকায় কৃষ্ণবর্মা ইহা ক্রয় করিয়া ইহাতে ভারতের দুর্নামগ্রস্ত বিপ্লববাদীগণের একটি আড্ডা স্থাপন করিয়া দিয়া নিজে নাকি প্যারিসে যাইয়া Asylum right ভোগ করিতেছেন। অধ্যক্ষ শ্রীবিনায়ক দামোদর সাভারকর, যিনি বোম্বের এক কুখ্যাত পরিবারের কুখ্যাত তিন ভ্রাতার অন্যতম, তিনি এখানে সর্বভাবে সর্ববিধ বৈপ্লবিক কর্মের উদ্যোগ-আয়োজন করেন। ভ্রাতৃমতি ভারতীয় ছাত্রগণকে ভারতসম্রাটের বিরুদ্ধে, ব্রিটিশ জাতির বিরুদ্ধে নিরন্তর বিদ্বেষ প্রচার করিয়া বিপ্লবী করেন ইত্যাদি। 'ডেসপ্যাচ'-এর অভিযোগ, উদারনৈতিক পত্রিকা 'ডেইলি মেইল'-এর অভিযোগ এবং সঙ্গে সঙ্গে লণ্ডন 'টাইমস', 'ডেইলি টেলিগ্রাফ' প্রভৃতি পত্রিকায়ও ইত্যাকার মন্তব্য প্রকাশিত হইতেছে। আমরা এই বাটী, সম্পর্কে কিছু বিবৃত করিতেছি।

ইণ্ডিয়া হাউস

১৯০৫ ইং অব্দের ১লা জুলাই ভারতের বিপ্লব ইতিহাসের একটি পুণ্য দিন। এই দিনেই সর্বপ্রথম জাতীয়তাবাদী ভারতীয়গণের মিলন এবং বাসের-জন্য ইণ্ডিয়া হাউসের দ্বারোদ্ঘাটিত হইল।

১৯০৯ অব্দের ১লা জুলাই ইণ্ডিয়া হাউসের একজন প্রাক্তন সদস্য, ইম্পিরিয়াল কলেজের ইঞ্জিনীয়ারিং-এর কিশোর-ছাত্র মদনলাল ধিংড়া কর্তৃক এক সান্ধ্য সম্মেলনে 'ইণ্ডিয়া অফিসের' পলিটিক্যাল এ ডি সি কর্নেল স্যার উইলিয়াম কার্জন ওয়াইলি নিহত হইলেন।

ভারতীয় বিপ্লবকেন্দ্র ইণ্ডিয়া হাউস

১৯১০ ইং ১লা জুলাই বন্দীবীর সাভারকরকে লইয়া এস এস 'মোরিয়া' ভারত অভিমুখে যাত্রা কবিল।

পণ্ডিত শ্যামাজি কৃষ্ণবর্মার আমন্ত্রণে, বহু বিশিষ্ট ইংরাজ ও ভারতীয় ভদ্রমহিলা ও মহোদয়ের উপস্থিতিতে এবং ব্রিটিশ সোসিয়েল ডেমোক্রেটিক ফেডারেশনের অন্যতম নায়ক মিঃ হাইণ্ডম্যানের (Hyndman) পৌরোহিত্যে ইণ্ডিয়া হাউসের প্রাঙ্গণে এক সভার অধিবেশন হয়। মিঃ হাইণ্ডম্যানই ইণ্ডিয়া হাউসের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম নায়ক মিঃ দাদাভাই নৌরজি, লালা লাজপত রায়, "জাস্টিস" পত্রের সম্পাদক মিঃ কুয়েলস (Quelch), পজিটিভিষ্ট সোসাইটির মিঃ সুইনি, আইরিশ বিপাব্লিকান দলের মিসেস্ ডেসপার্ড এবং অন্যান্য অনেকে উৎসবে যোগদান করিয়া উৎসবের সৌষ্ঠব পরিবর্ধিত করেন। বহু ভারতীয় ছাত্র এবং শ্যামাজি কৃষ্ণবর্মার প্রবর্তিত ট্রাভেলিং ফেলোশিপ হোল্ডারগণ সোৎসাহে উপস্থিত হইয়া ভারতের জাতীয়তাবাদীগণের বসবাস করিবার এবং মিলনক্ষেত্র Rendezvous এই "ইণ্ডিয়া হাউস" প্রতিষ্ঠার উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করেন। "ডেমোক্রেটিক লীগেব" মিঃ ও'ডনেল উদ্যমটিকে অভিনন্দিত কবিয়া এক তারবার্তা প্রেরণ করেন।

বিধি ও ব্যবস্থা

"ইণ্ডিয়া হাউসে" কি কি ব্যবস্থা হইবে, সে সম্পর্কে ১৯০৫ অব্দের মে সংখ্যা "ইণ্ডিয়ান সোসিয়োলজিষ্ট" পত্রে প্রকাশিত পরিকল্পনা পুনঃমুদ্রিত করিয়া সভাধিবেশনে বিতরণ করা হয়। তাহাতে ছিল: একটি নিষ্কর এষ্টেট হাইগেট অঞ্চলে ক্রয় করা হইয়াছে, ইহা সুপ্রসিদ্ধ স্বাস্থ্যকেন্দ্র হর্নসর অন্তর্গত। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এই অঞ্চলেই মৃত্যুহার সর্বাপেক্ষা কম। সম্পত্তি ট্রাম লাইনের উপর, ৩টি রেল-ষ্টেশন হইতে অদূরে, ওয়াটার্লো পার্ক, হাইগেট উডস্ এবং কুইন্সউডসের সন্নিকটে।

বাটীটি তাহার নিজ মাঠেই অবস্থিত এবং তাহাতে বর্তমানে ২৫ জন তরুণ বোর্ডারের স্থান হইবে। সত্বরই ব্যবস্থা করা হইবে—যাহাতে ৫০ জনের স্থান হইতে পারে। লেকচার হল, পুস্তকাগার ও পাঠাগাব একই তলে (on the same floor) অবস্থিত; সুতরাং পাঠ এবং মেলামেশার পূর্ণ সুযোগ বর্তমান। আরাম বিরামের (Recreation) ব্যবস্থার জন্য টেনিস কোর্ট, জিমনাসিয়াম প্রভৃতিও আছে। পবিচালনভার একমাত্র ভারতীয়গণের হস্তেই থাকিবে, কিন্তু ঘরকন্নার ব্যাপাব অক্সফোর্ডের রাসকিন (Ruskin) কলেজের মত পরিচালিত হইবে। ট্রাভেলিং ফেলোশিপ হোল্ডার ভারতীয়গণকে আহাব ও বাসস্থানের জন্য সপ্তাহে ৬ শিলিং চার্জ কবা হইবে: কিন্তু অপরাপরের জন্য অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা হইবে।

ইণ্ডিয়া হাউসের প্রয়োজন কি?

প্রশ্ন হইতে পারে যে, লণ্ডন শহরে এবং শহরতলীর্তে দুই পার্শ্বের বাটীর ফ্ল্যাটগুলির জানালায় নিয়ত দেখা যায় শত শত বোর্ড ঝুলিতেছে—To let rooms with bed, breakfast and service—সেখানে একটি ব্যয়সাধ্য বোর্ডিং হাউস প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা কোথায়? উত্তরে শ্যামাজি কৃষ্ণবর্মা নিজেই প্রকাশ করিয়াছেন "ভারতীয় ছাত্রের জীবন তখন ও এখন লণ্ডনে অতি কঠিন। জাতিবৈষম্য বহু বোর্ডিং হাউস এবং সুবিধাজনক হোটেলে ভারতীয় ছাত্রগণের

প্রবেশের অন্তরায় হয়। বহু প্রাইভেট পরিবারের গৃহকর্ত্রীও ইচ্ছা করেন না এরূপ ছাত্র তাঁহার গৃহে বাস করুক, তাদের সকল সেবাকার্যও নিজেরই করিতে হইবে। ভারতীয়গণের চর্মের রং সর্বপ্রকার আমোদপ্রমোদ এবং মেলা-মেশার সম্মেলনে ভারতীয়গণের প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করে এবং সর্বোপরি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট যে ভাবের এক গুপ্তচক্রের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে ভারতীয় ছাত্রগণ অত্যন্ত বিরক্ত ও ব্যথিত বোধ করে।" যদি সাধারণ ছাত্রগণেরই এই অবস্থা হয়, তবে শ্যামাজি কৃষ্ণবর্মার বৃত্তিভোগী এবং সর্বপ্রকারে অনুগত ছাত্রগণ যাহারা গভর্ণমেণ্ট পৃষ্ঠপোষকতা এবং গভর্ণমেণ্ট চাকুরি গ্রহণ না করিতে প্রতিশ্রুত, সুতরাং দেশভক্ত, তাহাদের অবস্থা কিরূপ হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

এক্ষণে "ইণ্ডিয়া হাউস" সে সকল ছাত্রগণকে স্থান দিবে, নিরাপত্তা এবং আরাম-বিরামের ব্যবস্থা করিবে। ইহা ১ম শ্রেণীর সোসিয়েল এবং লিটারারি ক্লাবের সুবিধা দিবে। ইহার লেকচার হলে সর্বপ্রকার প্রাইভেট সম্মেলন এবং প্রকাশ্য সভাধিবেশনের ব্যবস্থা যাহা, ইণ্ডিয়ান হোমরুল সোসাইটির উদ্যোগে হইবে, তাহাতে যোগদানের সুযোগ বোর্ডারগণ পাইবেন।

ইণ্ডিয়া হাউস ভারতবিপ্লবের এক মন্ত্রণালয়

১৯০৬ অব্দের জুলাই মাসে শ্রীবিনায়ক দামোদর সাভারকব শ্যামাজি কৃষ্ণবর্মার শিবাজি বৃত্তি লইয়া লণ্ডনে উপনীত হইলেন। শ্যামাজি এই তেজস্বী যুবকের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় উপলব্ধি করিলেন, এই নবাগত তরুণ ভবিষ্যতে অঘটন সংঘটন করিতে সমর্থ হইবে। বিপ্লব-তত্ত্ব সম্পর্কে তাহার অভিমত শ্রবণ করিয়া শ্যামাজি উল্লসিত হইলেন এবং তাহাকেই "ইণ্ডিয়া হাউসের" অধ্যক্ষ নির্বাচন করিলেন।

সাভারকর সত্বরই এই বাটীতে তাহার বোম্বের "অভিনব ভারত সংঘ" ও "ফ্রি ইণ্ডিয়া সোসাইটির" কর্মকেন্দ্র স্থাপন করিলেন। প্রত্যহ সন্ধ্যায় এই বাটীতে বোর্ডারগণ এবং বহিরাগত ছাত্র ও ভারতীয় তরুণগণ মিলিত হইত, সাভারকরেব ভাষণ সকলে সাগ্রহে শুনিত, পৃথিবীর সর্ব দেশের নরনারীর স্বাধীনতা লাভের জন্য আত্মত্যাগ, কঠোর সংগ্রাম, ব্যর্থতা বা জয়লাভের কাহিনী সমবেত সকলে নীরবে উৎকর্ণ হইয়া শুনিত এবং প্রণিধান করিত।

যাহাদের অভিরুচি ও আগ্রহ থাকিত, তাহারা পিস্তল ছোড়া, ছোরা চালানো এবং অন্যান্য ক্রীড়াকৌশল শিক্ষা করিত; ব্যায়ামচর্চা করিত। সংগীত, আবৃত্তি প্রভৃতিতে চিত্তবিনোদন করার ব্যবস্থাও ছিল। রাশিয়ান বিপ্লবী, আইরিশ জাতীয়তাবাদী, পোল, চেক এবং অন্যান্য দেশীয় মুক্তিকামীগণকেও সাভারকর, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ম্যাডাম কামা প্রমুখ ব্যক্তিগণ মাঝে মাঝে "ইণ্ডিয়া হাউসে" আনয়ন করিয়া তাহাদের সংগ্রামপন্থা সম্পর্কে অবহিত হইতেন।

বার্ষিক উৎসব ও সম্মেলন

বৎসরের প্রায় বার মাসেই একটা কোনও উৎসব উপলক্ষে "ইণ্ডিয়া হাউস" সুসজ্জিত হইত; উৎসাহী ভারতীয়গণ নানাস্থান হইতে আসিয়া সমবেত হইতেন। দেশাত্মবোধক সংগীত, বক্তৃতা ও আলোচনা ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিত।

ভারতীয় বিপ্লবকেন্দ্র ইণ্ডিয়া হাউস

১৯০৮ অব্দের ২০শে মে তারিখের "টাইম্‌স্" "What is going on there?" শীর্ষক একটি কৌতূহলোদ্দীপক সংবাদ পরিবেশন করেন। তাহার মর্ম ছিল এইরূপ: "মে মাসের প্রথম দিকেই লাল কালিতে মুদ্রিত একখানা সার্কুলার দেশের বহু ভারতীয়গণের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল। তাহাতে ভারতীয়গণকে নিমন্ত্রিত করা হইয়াছিল রবিবার (১০ই মে ১৯০৮) অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় 'ইণ্ডিয়া হাউসে' সিপাহীবিদ্রোহের একপঞ্চাশৎ বার্ষিক উৎসবে যোগদান করার জন্য। ঐ দিনেই মীরাটে অবস্থিত সিপাহী রেজিমেণ্ট বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল। সম্মেলনটি গোপন ছিল। বিশেষ সতর্কভাবে ইউরোপিয়ান বর্জন করা হইয়াছিল। ভারতীয়-গণকে সম্মেলনের খবর-বার্তা জিজ্ঞাসা করিলে মৌনভাব অবলম্বন করেন।

"আমন্ত্রণপত্রের উপরে ছিল বন্দে মাতরম্।" তারপর ১৮৫৭ অব্দের ভারতের জাতীয় অভ্যুত্থানকে স্মরণীয় করার জন্য একপঞ্চাশৎ বার্ষিকী উপলক্ষে ইংলণ্ডে ভারতীয়গণের এক সভার অধিবেশন 'ইণ্ডিয়া হাউসে' হইবে। ৬৫ কমওয়েল এভিনিউ, হাই গেট, এই রবিবার, ১০ই মে, ১৯০৮, অপরাহ্ন ঠিক ৪টায়।

"আপনি এবং আপনার সকল ভারতীয় বন্ধুকে সর্বান্তঃকরণে উপস্থিত হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাইতেছি।"

অপর পৃষ্ঠায় উৎসবের কর্মসূচি ছিল এইরূপ:
"জাতীয় প্রার্থনা"
শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন:—
(ক) সম্রাট বাহাদুর শা
(খ) শ্রীমন্ত নানা সাহেব
(গ) রানী লক্ষ্মীবাঈ
(ঘ) মৌলভি আহম্মদ শা
(ঙ) রাজা কুনওয়ার সিং
এবং অন্যান্য শহীদগণের প্রতি আত্মত্যাগ ঘোষণা।
সভাপতির ভাষণ
"প্রসাদ বিতরণ (পবিত্র খাদ্য)"

"টাইম্‌স্" পত্রে প্রকাশ, "প্রায় ১০০ জন ভারতীয় ছাত্র ইংলণ্ডের বিভিন্ন স্থান হইতে আসিয়া যোগদান করেন। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন পশ্চিম ভারতের একজন তরুণ, যাহার সংযোগ ছিল একটি সম্ভ্রান্ত বংশের সঙ্গে। তিনি এরূপ প্রচার করিতেন যে, তিনিই একটি শাসকের গদিতে আরোহণ করার ন্যায্য দাবিদার; কিন্তু গভর্ণমেণ্ট অপর একজন দাবিদারকে নির্বাচিত করিয়াছেন। সভার কার্য কয়েক ঘণ্টা চলিয়াছিল এবং শত্রু শাসকগণ কর্তৃক উদ্ভূত দারিদ্র্যভার দেশবাসীকে পীড়িত করিতেছে, সে বিষয়ে বিশেষ জোর দেওয়া হয়। সভাতে পূর্ববৎসরের মত এবারও হে শহীদ! (Oh martyr) নিবন্ধ বিতরিত হইল।"

সুরাট কংগ্রেস ভঙ্গের পর

সুরাটে কংগ্রেস উগ্রপন্থী দলের সংখ্যাধিক্য, ধীরপন্থীগণের সর্বপ্রকার সৈন্যসজ্জা (Man-

oever) সত্ত্বেও প্রকৃত অবস্থা প্রকট করিল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, পথে মালগাড়ি ভগ্ন অবস্থায় থাকিয়া রেললাইন বন্ধ করিয়াছে—এই সংবাদ জানিয়াও যদি ডাকগাড়ির চালক তাচ্ছিল্যভাবে দ্রুতগতিতে গাড়ি চালাইয়া যাইবার চেষ্টা করে, তবে যে সংঘর্ষ হয়, তাহাতে ক্ষতি ডাকগাড়িরই অধিক হয়।

সুরাটের কথা নিত্যই "ইণ্ডিয়া হাউসে" আলোচিত হইত। বিপ্লববাদীগণ আশান্বিত হইলেন—দেশে বিপ্লববহ্নি প্রজ্বলিত হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাইতেছে।

১৯০৮ অব্দের ডিসেম্বর মাসে ভারতে আর কংগ্রেস হইতে পারিবে না—এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়ার পর "ইণ্ডিয়া হাউসে" শ্রীসাভারকর, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিপ্লবীগণ সকল বোর্ডার এবং সহানুভূতিশীল জাতীয়তাবাদীগণকে লইয়া পরামর্শসভা করিলেন। প্যারিসের সঙ্গেও মতবিনিময় করিয়া স্থির করিলেন, ১৯০৮-এর ২০শে ডিসেম্বর ক্যাক্স্টন (Caxton) হলে একটি "ন্যাশন্যাল কন্‌ফারেন্স"-এর ব্যবস্থা করিবেন। এজন্য শ্রীসাভারকর ও "ইণ্ডিয়া হাউসের" বোর্ডারগণ সোৎসাহে প্রচারকার্যে বাহির হইলেন। সবগুলি বিশ্ববিদ্যালয় শহর, টেক্‌নিক্যাল এবং ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষার কেন্দ্রস্থল এবং অন্যান্য স্থানে যাইয়া ভারতীয়গণকে কন্‌ফারেন্সে যোগ দিতে আমন্ত্রণ করিলেন।

ন্যাশান্যাল কন্‌ফারেন্স

বহু ভারতীয় জননেতা সে সময়ে লণ্ডনে উপস্থিত ছিলেন। অন্তরীণ হইতে মুক্ত হইয়া লালা লাজপত রায়, লোকমান্য তিলকের দণ্ড সম্পর্কে আন্দোলন করার জন্য খাপর্দে প্রমুখ বিশিষ্ট দেশনায়কগণ যোগ দিলেন। খাপর্দেই সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। কয়েকটি প্রস্তাব আলোচিত ও গৃহীত হইল। সর্বপ্রথমেই ম্যাডাম ভিকাজি কামা "বয়কট" প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। শ্রীজ্ঞানচাদ বর্মা সমর্থন করিলে তাহা গৃহীত হইল। শ্রী ভি ভি এস আয়ার টার্কিস্থানে প্রজাতন্ত্র শাসন প্রবর্তিত হওয়ায় টার্কিস্থানীদিগকে অভিনন্দিত করার প্রস্তাব করিলেন। স্যার আগা খা (বর্তমানে এইচ এইচ) উল্লসিত কণ্ঠে দীর্ঘ অভিভাষণ প্রদান করিয়া সমর্থন করিলেন। তাহা গৃহীত হইলে পর সুপণ্ডিত ডক্টর কুমার কুমারস্বামীর জ্ঞানগর্ভ ভাষণের পর ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা সম্বন্ধে প্রস্তাব উপাস্থত করিলে শ্রীসাভারকর তাহার স্বভাবসুলভ বাগ্মিতা প্রদর্শন করিলেন। প্রস্তাবটি গৃহীত হইল। বহু বিষয়ে আলোচনা, বিবেচনার পর বিবিধ কর্মপন্থা স্থির হইল।

দ্বিপঞ্চাশৎ বার্ষিকী

আবার মে আসিল। ইণ্ডিয়া হাউস সংলগ্ন উদ্যান, পার্ক এবং সড়কগুলি নবপল্লব ও পুষ্পে বিচিত্র শোভা ধারণ করিল। ১০ই মে পত্রপুষ্প-সুশোভিত "ইণ্ডিয়া হাউসে" আবার জাতীয়তাবাদী ভারতীয়গণ সম্মিলিত হইলেন প্রথম ভারত স্বাধীনতা-সংগ্রামের দ্বিপঞ্চাশৎ বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন করার জন্য। বিপুল উৎসাহের মধ্যে নির্ভয় চিত্তে উৎসব সম্পন্ন করিয়া সকলে আত্মতৃপ্তি লাভ করিলেন।

ভারতীয় বিপ্লবকেন্দ্র ইণ্ডিয়া হাউস

শত্রুমহলে গাত্রদাহ

ন্যাশন্যাল কনফারেন্স অকল্পিত সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বিপ্লবী নহেন, বিজ্ঞ ও বহুদর্শী ডক্টর কুমার কুমারস্বামী সোৎসাহে অংশ গ্রহণ করেন। ইংরাজ সাম্রাজ্যের বন্ধু ধনী ও মানী স্যার আগা খাঁ উপস্থিত হইয়া সুদীর্ঘ বক্তৃতায় ক্যাক্সটন হল কম্পিত করিয়াছেন। তারপর আবার এই স্মৃতিবার্ষিকী। ভারতের শত্রু ইংরাজী সংবাদপত্রসমূহের এবং অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানগণের গাত্রদাহ উপস্থিত হইল। পার্লিয়ামেণ্টে পর্যন্ত উগ্রপন্থী রক্ষণশীলগণ পুনঃপুনঃ রাজদ্রোহ দমনের জন্য প্রশ্ন করিয়া ও প্রস্তাব দিয়া গভর্ণমেণ্টকে সচেতন করিয়া তুলিলেন।

ব্রিটিশ উদারনৈতিক গভর্ণমেণ্ট "ইণ্ডিয়া হাউসের" দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া তাহাদের ঔদার্য ও মহত্ত্ব প্রদর্শন করিল। কিন্তু তাহা কোন্ তারিখে হইল, তাহা আমরা এখনও নির্ণয় করিতে পারি নাই। ১৯১০ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল মহোদয় বলেন যে, "ইণ্ডিয়া হাউস" বন্ধ হওয়ার পর শ্রীসাভারকর আসিয়া তাঁহার ফ্ল্যাটে একটি কক্ষ লইয়া কয়েক দিন বাস করেন। তিনি বলেন, কার্জন ওয়ালি হত্যার পাঁচ-সাত দিন পূর্বে ইণ্ডিয়া হাউস বন্ধ হয়। সাভারকর জীবনীতে উল্লেখিত হইয়াছে, হত্যাকাণ্ডের পূর্বে ইণ্ডিয়া হাউস বন্ধ হয়। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, রৌলাট কমিটি তাঁহাদের রিপোর্টে লিখিয়াছেন যে, হত্যাকারী মদনলাল ধিংড়া সে সময়ে "ইণ্ডিয়া হাউসে" বাস করিতেন না। ইণ্ডিয়া হাউস সম্পর্কে উক্ত রিপোর্টে বহু বিষয় রহিয়াছে; কিন্তু কবে বন্ধ হইল, তাহার উল্লেখ নাই।

"লণ্ডনের প্রহেলিকাচ্ছন্ন" ইণ্ডিয়া হাউস, ভারতীয় বিপ্লবীগণের কর্মকেন্দ্ররূপে চারিটি বৎসরে বহু চাঞ্চল্যকর শলা-পরামর্শ, কর্মপন্থা নিরূপণ, পুস্তক ও পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া ভারতের অগণিত তরুণকে বিপ্লববহ্নিতে আত্মাহুতি দিবার প্রেরণা যোগাইয়াছিল। আমরা আমাদের বিপ্লবতীর্থসমূহের প্রখ্যাত এই পীঠস্থানের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া উহার স্মৃতিতে মস্তক অবনত করিয়া ধন্য হইলাম।

হেগ-আদালতে "সাভারকার ব্যাপার"

১৯১০ ইং অব্দের ডিসেম্বর মাসের প্রথম ভাগে জার্মেনীর হালে সহরে আমার বাড়ী-ওয়ালীর ভ্রাতা ডক্টর রিচার্ড লাউখ (Lauch) তাঁহার ভগ্নী ও ভাগিনীগণকে দেখিবার জন্য বার্লিন হইতে আগমন করেন। তিনি সুবিখ্যাত "স্যানাটোজেন" ফ্যাক্টরীর চীফ কেমিষ্ট ছিলেন, ইংরাজের প্রতি তাঁহার নিতান্ত অশ্রদ্ধা ছিল। ইংরাজ সমগ্র বিশ্ব লুটিতেছে, আর তাঁহারা (জার্মেনগণ) তাঁহাদের জনসাধারণকে একটু শ্বাস ফেলিবার স্থান দিতে পৃথিবীতে একটু আশ্রয়স্থল পাইতেছে না—ইত্যাদি কারণে লাউখের অনুশোচনা!

তাঁহার সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় একটা অপ্রত্যাশিত সংবাদ অবগত হইলাম। তিনি বলিলেন ভারতীয় বিপ্লবী ব্যারিষ্টার বিনায়ক সাভারকরকে নিয়া এক আন্তর্জাতিক সমস্যা দেখা দিয়াছে। কিন্তু ফরাসী গভর্ণমেণ্ট নিতান্ত দুর্বল, তাঁহারা ইংরাজের সঙ্গে কোনো বিষয়ে গোলযোগ সৃষ্টি করিতে অনিচ্ছুক, দীর্ঘকালের ঐতিহ্য ও স্বাধিকার বিসর্জন দিয়াও ইংলণ্ডের সঙ্গে মিতালি রক্ষা করার জন্য উদ্গ্রীব। ১৮৭১ অব্দের ফ্রাঙ্কো-জার্মেন যুদ্ধের পরাজয় ও ক্ষতি তাঁহারা বিস্মৃত হইতে পারিতেছেন না। সুতরাং ইংরাজ ও রুশের সাহায্য লইয়া আমা-দিগকে পর্যুদস্ত করার জন্য এত ব্যাকুল যে, সাভারকরকে ইংরাজের হাত হইতে মুক্ত করিয়া রাজনৈতিক অপরাধীর ন্যায্য প্রাপ্য আশ্রয়দানের অধিকার ক্ষুণ্ন করিতেও দ্বিধাবোধ করিবে না।

ডক্টর লাউখের সঙ্গে দীর্ঘকাল আলোচনা চলে। তিনি সর্বশেষে বলেন, আপনারা (বার্লিন-প্রবাসী ভারতীয়গণ) যদি প্যারিসে আন্তর্জাতিক সোসিয়েলিষ্ট পার্টির অধিনায়ক অধ্যাপক জোরে (Jures)-কে প্রভাবান্বিত করিতে পারেন, তবে তিনি উদ্যোগী হইলে ফরাসী গভর্ণমেণ্ট সাভারকর ব্যাপারে সংগ্রাম চালাইতে বাধ্য হইবেন।

জোরেকে কিভাবে প্রভাবান্বিত করা সম্ভবপর তাহার একটা পন্থাও তিনি বলিলেন। জার্মেনীর সোসিয়েলিষ্ট পার্টি'র নায়ক হ্যার অগাষ্ট বেবেলকে ধরা কঠিন কার্য নহে। তিনি সোসিয়েলিষ্ট পার্টির মুখপত্র "ফরভের্যার্তস্" (Vorwarts)–এর, সম্পাদক এবং রাইকসটাগের সভ্য। বেবেল অতুলনীয় প্রভাবশালী। ১৮৭১ অব্দে ফ্রান্সের পরাজয়ের পর বিসমার্ক যখন ফ্রান্স হইতে এলসাস ও লোরেন প্রদেশ দুইটা অধিকার করেন তখনই তিনি সদলবলে ইহার প্রতিবাদ করিয়া কারারুদ্ধ হন। হ্যার বেবেল ১৮৬৭ অব্দে ২৭ বৎসর বয়সে রাইকসটাগের সভ্য হন এবং ১৯১৩ অব্দের ১৩ই আগষ্ট তাঁহার মৃত্যু দিন পর্যন্ত সভ্য ছিলেন।

ডক্টর লাউখের কথাগুলি ধীরভাবে চিন্তা করিয়া এই ব্যাপারে কাঠবিড়ালীর মত কিছু করার জন্য ব্যাকুল হইলাম এবং সে দিনই বার্লিনে বন্ধুবর ও সহযাত্রী ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর নিকট একখানা বিস্তৃত পত্র লিখিলাম। ধীরেন্দ্রনাথ পরে ডক্টর হইয়া দেশে প্রত্যাগমন করেন

এবং রিপন কলেজের অধ্যক্ষরূপে কার্য করিয়া ১৯৫০ ইং অব্দের জানুয়ারী মাসে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি স্বদেশী যুগে "আত্মোন্নতি সমিতির" সভ্য ছিলেন এবং কয়েকজন খ্যাত নামা বিপ্লবীর সঙ্গেও তাঁহার হৃদ্যতা ছিল।

আমার এক সহপাঠী জার্মেন বন্ধু হ্যার মিটাগ অতি দরিদ্র পরিবারের ছাত্র ছিলেন, তিনি মনে প্রাণে সোসিয়েলিষ্ট মতাবলম্বী ছিলেন কিন্তু "দেশাও আনহাল্ট" রাজ্যের ডিউকের বৃত্তি নিয়া অধ্যয়ন করিতেন বলিয়া বাহিরে সাবধান থাকিতেন। তাঁহার সহিত সাভারকর ব্যাপার সম্বন্ধে পূর্বেও কিছু আলোচনা হইয়াছিল। পুনরায় বিস্তৃতভাবে ডক্টর লাউখের সঙ্গে যে কথাবার্তা হইয়াছে তাহা বলিলে তিনি সে দিনই সন্ধ্যাবেলায় আমাকে নিয়া হালের সোসিয়েলিষ্ট পত্রিকা ফক্‌ব্লাটের (Volkblatt) সম্পাদক হ্যার সাইডেম্যানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। সাইডে-ম্যানও রাইকসটাগে ঐ অঞ্চলের প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি আমাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া বার্লিনে হ্যার বেবেলের নামে একখানা পত্র দিয়া অচিরে "ফরভেয়ার্তস্" অফিসে যাইয়া সাক্ষাৎ করিতে নির্দেশ দিলেন। গৃহে ফিরিয়াই বন্ধুবর চক্রবর্তীর পত্র পাইলাম, তিনিও অগৌণে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে লিখিয়াছেন।

হালে-বার্লিন ট্রেনে দুই ঘণ্টার পথ। আমি বার্লিনে পৌঁছিয়া তাঁহার ৬৪, গোয়েবেষ্ট্রাসের বাটীতে যাইয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি আমাকে সতর্ক করিয়া বলিলেন যে, অন্যান্য ভারতীয়গণকে যেন এক্ষণে এ বিষয়ে কিছু জানান না হয়। হ্যার বেবেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে অধিক লোকজন নিয়া যাওয়ার প্রয়োজন নাই। সাইডেম্যানের পত্রসহ আমরা দুজন গেলেই যথেষ্ট। দিন কাল ভাল নয়, বিশেষতঃ সকল ভারতীয়ের স্বভাবও একরূপ নহে। ভারত গভর্ণমেণ্টের বৃত্তিধারী প্রাচ্য ভাষা অধ্যয়নকারী ছাত্রগণ সম্বন্ধে সহজেই সন্দেহ জাগে।

আমরা পরদিন টেলিফোনে সংবাদ নিয়া "ফরভেয়ার্তস্" অফিসে যাইয়া হ্যার বেবেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি হ্যার সাইডেম্যানের পত্র পাঠ করিয়া তাঁহার উদার প্রশান্ত আলাপে মুহূর্তেই আমাদের হৃদয় জয় করিলেন। তার পর এই সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ বেবেল প্যারিসে অধ্যাপক জোবের নামে এক পত্র লিখিয়া বলিলেন "ইহা নিয়া আপনারা একজন প্যারিসে চলে যান—অথবা যদি যাওয়া সম্ভবপর না হয় তবে জরুরি পত্রহিসাবে আজই ইহা ডাকে দিন।"

আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া বিদায় লইলাম এবং নানা দিক চিন্তা করিয়া যাওয়ার পরি-বর্তে ইহা জরুরি পত্রহিসাবে ডাকে দিলাম। চক্রবর্তীর গৃহে আসিয়া আমরা প্যারিসে ম্যাডাম কামাকেও এক দ্রুত পত্রে সাভারকর ব্যাপারের সংবাদ জানিতে চাহিলাম। এ বিষয়ে তিনি এবং তাঁহার সহকর্মিগণের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা কিরূপ ছিল তাহার আভাস আমরা তাঁহাদের প্রকাশিত 'ইণ্ডিয়ান ফ্রিডম' নামক পত্রিকা পাঠে অবগত ছিলাম। জার্মেনীতে ভারতীয় ছাত্রগণ ইউনি-ভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার অত্যল্পকাল মধ্যেই উক্ত পত্রিকার কয়েক সংখ্যা তাঁহাদের নিকট পৌঁছিত। পত্রিকায় প্রকাশিত অর্থ সাহায্যের আবেদনটি পাঠ করিয়া কেহ সামান্য অর্থ প্রেরণ করিলেও পত্রিকা রীতিমত প্রেরিত হইত এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের প্রচারমূলক অন্যান্য পুস্তিকা এমন কি সাভারকর প্রণীত 'ভারত স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস' (History of War of Independence of India) নামক মূল্যবান সচিত্র গ্রন্থখানাও প্রেরিত হইত।

বহির্ভারতে ভারতের মুক্তিপ্রয়াস

চারিদিন পর পত্রোত্তরের আশায় আমি পুনরায় চক্রবর্তীর বাটীতে আসিয়া জানিতে পারিলাম যে সে দিনই অধ্যাপক জোরের উত্তর পাইয়া হ্যার বেবেল শ্রীযুক্ত চক্রবর্তীকে ডাকিয়াছিলেন। তিনি তথা হইতেই আসিয়াছেন। জোরে জানাইয়াছেন যে প্যারিসের ভারতীয় জাতীয়তাবাদিগণ তাঁহার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিতেছেন, ম্যাডাম কামা তাঁহাকে সকল অবস্থাই জ্ঞাত করিয়াছেন। সুতরাং তিনি তাঁহার সহকর্মিগণসহ এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্টকে সচেতন থাকিতে যথাসম্ভব চাপ দিবেন।

সন্ধ্যা ৮টায় আমরা চক্রবর্তীর কক্ষেই নৈশ ভোজন করিতেছিলাম। অকস্মাৎ চারিতালার উপরে দ্রুত পত্রবাহক ম্যাডাম কামার পত্র নিয়া উপস্থিত হইল। পত্র পাঠ করিয়া আমরা কতকটা উৎসাহিত হইলাম। তিনি এই কথাও জানাইয়াছেন যে, আমরা যদি জার্মেনীপ্রবাসী ভারতীয়গণ হইতে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতে পারি তবে ভাল হয়। ম্যাডাম কামার পত্রে এই কথাও ছিল যে "আমরা অধ্যাপক জোরের সহযোগিতা পাইতেছি, কিন্তু ফরাসী গভর্ণমেণ্টের এই ব্যাপারে দৃঢ়তা নাই, সুতরাং শক্তিশালী ইংরাজই নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া লইতে পারে বলিয়া আমাদের আশঙ্কা হয়। তবে আমাদের পক্ষ হইতে চেষ্টার ত্রুটী হইবে না।"

চেষ্টাব ত্রুটী যে তাঁহাদের হইবে না সে বিষযে আমরা নিঃসন্দেহ ছিলাম। তাঁহাদের দলের নায়েক নামক জনৈক ব্যবসা প্রতিনিধি বার্লিনে কিছু সময পূর্বে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও দু-একদিন এক সঙ্গে আহারাদি করেন। তাঁহার বাচনিক সাভারকরের ষ্টীমার হইতে ঝম্প দেওয়া এবং তৎকালীন অন্যান্য ঘটনার বিবরণ আমরা বিশেষভাবে জানিতে পারিয়াছিলাম। ম্যাডাম কামার ভবিষ্যৎ চিন্তা কতটুকু সুদূরপ্রসারী তাহা উপলব্ধি করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলাম। নায়েক বলিয়াছিলেন লণ্ডন হইতে সাভারকরকে নিয়া ষ্টীমার যাত্রা করার সংবাদ ম্যাডাম কামা তাঁহার এক গুপ্তচর হইতে পাইয়া তাঁহার সহকর্মিগণসহ আলোচনায় স্থির করেন যে, ষ্টীমার মার্সেল বন্দরে পৌঁছিবার দিন তাঁহাদের দুইজন কর্মী একটি ট্যাক্সি নিয়া ষ্টীমারঘাটের নিকটে উপস্থিত থাকিবেন। যদি কোনও প্রকারে সাভারকর অবতরণ করিতে পারেন তবে তাঁহাকে নিয়া সরাসরি প্যারিসে চলিয়া আসিবেন। সাভারকরের মত তীক্ষ্ণধীসম্পন্ন বিপ্লবী নিশ্চয়ই ষ্টীমার হইতে কোনও প্রকারে অবতরণের চেষ্টা করিবেন। একখানা ট্যাক্সিতে সাভারকর ম্যাডাম কামাদলের পতাকা থাকিবে, যেন সাভারকর দেখা মাত্রই বুঝিতে পারেন যে, তাঁহার সহকর্মিগণ তাঁহাকে নিবার জন্য আসিয়াছেন।

অনুমান সত্যই হইয়াছিল, একটি বিশেষ কারণে চেষ্টা ব্যর্থ হইল। সাভারকর নিজেই অসহায় হইয়া একটি ভুল করিয়াছিলেন।

মার্সেলের ঘটনার প্রায় চারি মাস পর ঐ ষ্টীমারের জনৈক আইরীশ কর্মচারী ম্যাডাম কামাকে বলেন যে, ষ্টীমার ইংলণ্ডের উপকূল ত্যাগ করার পর হইতেই সাভারকর দিনে ও রাত্রে তিন-চারিবার করিয়া শৌচাগারে যাইতেন এবং সম্ভবতঃ তিনি চেষ্টা করিয়া দেখিতেন যে ক্ষুদ্র জানালা দিয়া গড়াইয়া পড়িতে পারিবেন কিনা। অসম্ভব দেখিয়া তিনি কোনও প্রকারে একটি রেঞ্চ (wrench) সংগ্রহ করিয়া জানালার ফ্রেমের স্ক্রুগুলিও ক্রমে খুলিয়াছিলেন। ষ্টীমার যখন বিস্কে উপসাগর (Bay of Biscay) অতিক্রম করিয়া মার্সেল বন্দরে প্রবেশ করিতেছিল, তখন তিনি কোনও প্রকারে জানালা দিয়া বাহির হওয়া অসম্ভব দেখিলেন। জানালা ফ্রেমসহ খুলিয়া ফেলা সত্ত্বেও বাহির হইতে পারিবেন না বুঝিলেন। মার্সেল বন্দরের ষ্টীমার ভিড়িবার

স্থানটি তৎকালে কলিকাতার ষ্ট্রাণ্ড রোড জেটির মত ছিল। ষ্টিমার ঘাটে ভিড়িল, সাভারকর পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও বোধ হয় গলাইয়া বাহির হওয়া অসম্ভব দেখিয়া সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইয়া জানালার মধ্য দিয়া জেটি সন্নিকট জলে পড়িয়া গেলেন। তিনি তীরে উঠা মাত্রই পোর্ট পুলিশ তাহাকে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র দেখিয়া বন্দী করিলেন। জলে পড়ার শব্দ শুনিয়া ষ্টিমারস্থ রক্ষি-গণও তৎক্ষণাৎ তীরে নামিয়া তাহাদের বন্দী পলাইতেছে বলিয়া, অজ্ঞ ও হতভম্ব পোর্ট পুলিশ হইতে সাভারকরকে ছিনাইয়া নিয়া ষ্টিমারে তুলিল। ষ্টিমারের ক্যাপ্টেন অগৌণে সিঁড়ি তুলিয়া দিয়া সত্বরই ষ্টিমার ভাসাইবার ব্যবস্থা করিল। অদূরে জেটি অয়ার হাউসের অপর দিকে (যেমন আমাদের ষ্ট্রাণ্ড রোডে) ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভারতের পতাকাসহ ট্যাক্সি অপেক্ষা করিতেছিল, সহকর্মীদ্বয় জেটির নিকটে সাভারকরকে খুঁজিতেছেন, ইহার মধ্যে চক্ষের পলকে বিধাতা কিভাবে সকল কল্পনা চূর্ণ কবিয়া দিলেন তাঁহারা উপলব্ধিই করিতে পারিলেন না।

আমি ও চক্রবর্তী পরদিন প্রাতে বিশ্ববিদ্যালযের আন্তর্জাতিক আইনের বিশ্ব-বিশ্রুত অধ্যাপক কৌলাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি ধৈর্যের সহিত আমাদের ভুলভ্রান্তিপূর্ণ জার্মেন ভাষায় বিবরণ শুনিয়া কিছু কিছু নোট করিয়া রাখিলেন এবং সন্ধ্যা ৭টায় পুনরায় সাক্ষাৎ করিতে বলিলেন।

সন্ধ্যাবেলায় তিনি বলিলেন 'আইনতঃ ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট সাভারকরকে ভারতে আবদ্ধ রাখিতে পারে না, তাঁহাকে পুনরায় ফ্রান্সের মাটিতে আনিয়া মুক্ত করিতে বাধ্য। তারপর ফ্রান্সও আইনতঃ তাঁহাকে বাজনৈতিক অপরাধীর ন্যায্য প্রাপ্য আশ্রযের অধিকাব হইতে বঞ্চিত করিতে পারে না।'

আমি বিশেষ উৎসাহিত হইলাম। তিনি বলিলেন যে, তিনি প্যারিসে আন্তর্জাতিক আইনজ্ঞ জনৈক অধ্যাপককেও একখানা পত্র দিবেন।

আমি ও চক্রবর্তী গৃহে ফিরিয়া আব আমরা কি করিতে পারি তাহা চিন্তা করিলাম। আমি বলিলাম, আর একটি চেষ্টা আমি করিব, তাহা হালে হইতে হইবে।

আমি পরদিন হালে প্রত্যাবর্তন করিয়া হালের ভারত হিতৈষিণী মহিলা ফ্রাউ আনা মেরীসিসনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া সকল বিষয় বর্ণনা করিলাম। তিনি সোৎসাহে ভিয়েনায় ব্যারোনেস্ বার্থা ফন্‌স্যুটনারের নিকট এক পত্রে সকল বিষয় লিখিলেন। ব্যারোনেস্ আলফ্রেড নোবেলের পরামর্শদাত্রী গৃহকর্ত্রীরূপে নোবেল দ্বারা আন্তর্জাতিক মিলনের প্রচেষ্টা আরম্ভ করান। তিনিই নোবেল পুরস্কার প্রতিষ্ঠায় বিশেষ পরামর্শদাত্রী ছিলেন। আন্তর্জাতিক শান্তি সঙ্ঘ, হেগের আদালত, জেনেভার মিলন সংঘ প্রভৃতি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। তাঁহার 'অস্ত্রনিপাত!' (Die waffen nieder!) নামক যুদ্ধবিরোধী সাময়িক পত্রিকা ১৮৯২-৯৯ পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়া সমগ্র পৃথিবীর মনীষিবৃন্দের মধ্যে শান্তি স্থাপনের জন্য এক আন্দোলন সৃষ্টি করে, তাঁহাকে নোবেলের শান্তি পুরস্কারও দেওয়া হইয়াছিল।

ব্যারোনেস্ স্যুটনারের উত্তর দুই সপ্তাহর মধ্যে পাওয়া গেল। আমাদের মনে হইল তিনি হেগেও পত্র দিয়া সংবাদ লইয়াছেন, এইজন্যই দেরী। তিনি লিখিলেন 'সাভারকরের ব্যাপার আন্তর্জাতিক আদালতের বিচার্য বিষয়। সত্বরই একটি ট্রাইবুন্যাল গঠিত হইবে এবং নিশ্চয়ই

যথাযথ বিচার (fair justice) হইবে। আপনি ও আপনার ভারতীয় বন্ধুগণকে ধৈর্য ধারণ করিয়া অপেক্ষা করিতে বলিবেন।'

১৯১১ ইং জানুয়ারীর ১ম ভাগেই ম্যাডাম কামা হেগ হইতে সংবাদ পাইলেন যে ১৪ই ফেব্রুয়ারী ট্রাইবুন্যালের বিচার আরম্ভ হইবে এবং ৫ জন বিচারক বিচার কবিবেন, কিন্তু কোন কোন ৫ জন তাহা জানান হইল না।

ফেব্রুয়ারীর ১ম সপ্তাহে 'ফবভেয়ার্তস্' পত্র প্যারিসে একটি সাম্যবাদী পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত করিয়া বিচারকদের নাম প্রকাশ করিল। ম্যাডাম কামার চেষ্টায় ও অধ্যাপক জোরেব সহযোগিতায় নানারূপ কাগজপত্র প্রকাশিত হইল। ফরাসী গভর্ণমেণ্টের আইনজ্ঞগণ বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া ধর্মাধিকরণগণ সমীপে তাঁহাদের মোকদ্দমা বুঝাইলেন, প্রতিবাদী পক্ষে ইংলণ্ডের প্রথিতযশা আইনজ্ঞগণ জবাব দিলেন। বিচার ৫ দিন চলিল, আরও ৫ দিন পব ২৪শে ফেব্রুয়ারী রায় ঘোষিত হইল।

'সাভারকর রাজনৈতিক অপরাধী নহে, সাধাবণ হত্যাকারী, সুতরাং ফরাসী পোর্ট পুলিশ তাঁহাকে ইংরাজের হাতে তুলিয়া দিয়া আন্তর্জাতিক আইনেব বিধান লঙ্ঘন করে নাই। ফরাসী গভর্ণমেণ্টও তাঁহাকে রাজনৈতিক অপরাধীর ন্যায্য প্রাপ্য আশ্রয়ের অধিকার Asylum right to a political prisoner or offender হইতে বঞ্চিত করেন নাই।'

এই বিচার বিভ্রাটের বিবরণ পাঠ করিয়া মধ্য ইউবোপের আন্তর্জাতিক আইনজ্ঞগণ স্তম্ভিত হইলেন। 'ফরভেয়ার্তস্' পাঠে অবগত হইলাম যে, বিভিন্ন দেশের সাম্যবাদী পত্রিকাসমূহে কিরূপ সমালোচনা প্রকাশিত হইযাছে। কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়? ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট সাভারকরকে নাসিক হত্যাকাণ্ডে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন, (যদিও তিনি ইংলণ্ডেই ছিলেন) বলিয়া ভারতবর্ষের সেসন আদালতে বিচার করিয়া কঠোর কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করিলেন। বৃটিশের ন্যাযবিচারের ইতিহাস আব একটি সুবিচারের দৃষ্টান্তে গৌরবান্বিত হইয়া রহিল।

বর্তমানে যেমন ইউ, এন, ও'র কর্ণধার আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, তৎকালের হেগের আন্তর্জাতিক শান্তি সঙ্ঘ এবং আদালতের কর্ণধার তেমনই শক্তিশালী গ্রেট বৃটেন ছিল, সকল দেশ তাহাদের তালেই নৃত্য করিত, অবশ্য কাইজারের 'ডয়েটসল্যাণ্ড'ই (জার্মেনী) ব্যতীত। জার্মেনী বৃটেনের মত শক্তিশালী হইতে পারিতেছে না বলিয়াই ভিতরে ভিতরে জ্বলিয়া-পুড়িয়া আত্মগ্লানিবোধ করিত। এজন্যই কাইজারের অন্ধ সমর্থক পত্রিকা 'ফসিশে সাইটুং' (Vossische Zeitung) তীব্র ভাষায় বিচারের এবং ফরাসী গভর্ণমেণ্টের ক্লৈব্যের সমালোচনা করিল।

তথাপি আপাতদৃষ্টিতে মনে হইল, সাভারকর ব্যাপারের যবনিকাপাত হইয়াছে। কিন্তু না, বিচার বিভ্রাটের কলঙ্ককাহিনী দীর্ঘকাল চাপা রহিল না।

১৯১৪ ইং অব্দের ১লা জানুয়ারী হেগে নব-নির্মিত আন্তর্জাতিক আদালতের সুরম্য প্রাসাদের দ্বারোদ্ঘাটন হইবে ইহা বিঘোষিত হইল। রাশিয়ার সর্বশেষ জার দ্বিতীয় নিকোলাউসকে পৌরোহিত্য করিতে আহ্বান করা হইল। কারণ তিনিই উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক বুঝাপড়া দ্বারা যুদ্ধ বর্জন করার এক প্রস্তাব বিভিন্ন দেশের নৃপতি-

বৃন্দ এবং রাষ্ট্রনায়কগণের সমীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার অপেক্ষা এই আন্ত-র্জাতিক ব্যাপারে যোগ্যতর ব্যক্তি আর কে আছেন ?

এই দ্বারোদ্‌ঘাটন উৎসব এক বিরাট রাজসূয় যজ্ঞে পরিণত হইল। এই ইতিহাসখ্যাত উৎসবে উদ্বোধনী অন্তে ভাষণ দিবার জন্য আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল বার্লিনের অধ্যাপক কৌলাবকে। তিনিই নাকি সেই সময়ে আন্তর্জাতিক আইনেব সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন।

সভামঞ্চে জার বহু নৃপতি, রাষ্ট্রনায়ক ও গুণী জ্ঞানী পুরুষের মধ্যে সুউচ্চ আসনে উপবিষ্ট, পার্শ্বেই ঈষৎ নিম্নাসনে অধ্যাপক কৌলার। ঐকতান বাদন, মঙ্গলাচরণ ও কোরাস সঙ্গীতের পব অধ্যাপক কৌলার দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার মুদ্রিত অভিভাষণ পাঠ আরম্ভ করিলেন। অভি-ভাষণের আখ্যা ছিল 'সাভারকর ব্যাপার' (The Savarkar Affair) শ্রোতৃমণ্ডলী উৎকর্ণ হইয়া তাঁহার গাম্ভীর্যপূর্ণ অভিভাষণ পাঠ শুনিতেছেন, আর লজ্জায় তাঁহাদের বদনমণ্ডল রক্তিম হইয়া উঠিতেছে। কৌলাব পাঠ করিতেছেন ছত্রের পর ছত্র, পরিষ্কার উচ্চারণ করিয়া—যেমন সেসন আদালতের বিচারক জুবিগণ সমক্ষে মামলার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বর্ণনা করিয়া যাইতে-ছেন। কিভাবে কোন কোন ধারা উপধারা সাভারকরের বিচারকালে বিচারকগণ অবজ্ঞা করিয়া-ছেন অগ্রাহ্য কবিয়াছেন, কি প্রকার নির্লজ্জভাবে ফ্রান্সের চিরাচরিত প্রথা অবনমিত ও অসম্মানিত করিযাছেন এবং কতটুকু অন্যায় বিচার দেশভক্ত ভারতীয় হ্যার সাভারকরকে আন্তর্জাতিক আইনে রাজনৈতিক অপরাধীর আশ্রয়দানের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে তাহা সুপণ্ডিত অধ্যাপক, একটির পর একটি বিবৃত করিলেন। তৎপূর্বে ৫০ বৎসরকালে মধ্যে ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড, ইংলণ্ড প্রভৃতি বিভিন্ন রাজ্যে ইতিহাস খ্যাত বিভিন্ন ঘটনায় যেভাবে আশ্রয়দানের অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে, দুর্ভাগা ভারতীয় জাতীযবাদীর তাহা কেন অপ্রাপ্য হইল তিনি সে প্রশ্ন করিলেন।

উপসংহারে কৌলার বলেন, সাভারকরের এই বিচারকে অবিচাব এমন কি আন্তর্জাতিক আইনের ব্যভিচার বলা যাইতে পারে। এরূপ বিচার প্রহসনের জন্য বহুল ব্যয়সাধ্য একটা আদালত বক্ষা করা নিরর্থক এবং এর জন্য আবার একটা বিরাট সৌধ নির্মাণ করিয়া তাহার দ্বারোদ্‌ঘাটন উপলক্ষে এক মহোৎসবের অনুষ্ঠান নিতান্তই হাস্যকর প্রচেষ্টা।

শ্রোতৃমণ্ডলী অধোবদন হইলেন। "ফরভেয়ার্তস্" পত্রিকায় প্রকাশিত হইল যে, "অভিভাষণ পাঠ সমাপ্ত হইলে মনে হইল যেন একটা বিরাট বিস্ফোরণে নবনির্মিত প্রাসাদ, অনুষ্ঠাতা, দর্শক ও শ্রোতৃমণ্ডলীসহ চুরমার হইয়া গিয়াছে।"

বার্লিনের তদানীন্তন প্রসিদ্ধ ব্যঙ্গ সাপ্তাহিক পত্রিকা "সিম্‌প্লিসিসমুস" (Simplicismus) প্রথম পৃষ্ঠাব্যাপী একটি চিত্রে দেখাইলেন ডিনামাইট আবিষ্কর্তা আলফ্রেড নোবল বড় বড় কলসী হইতে মোহর ঢালিয়া দিতেছেন। সুরম্য প্রাসাদ উঠিয়াছে, তাহাতে বিরাট জনসমাবেশ। নীচের দিক হইতে বড় বড় পিপায় ডিনামাইট লইয়া অধ্যাপক কৌলার ঐ সৌধের সঙ্গে সংযোগ করিয়া দেশলাই দিয়া ফিউজে অগ্নিসংযোগ করিতেছেন আর বলিতেছেন, "দেখি, সৌধ সুদৃঢ় কিনা।"

আমরা "সাভারকর ব্যাপার" পুস্তিকা দেখিয়াছি এবং শুনিয়াছি যে সে সময়ে "আন্তর্জাতিক

আইনে রাজনৈতিক অপরাধীর আশ্রয়দান অধিকার" বিষয়ে ইহাই সর্বাপেক্ষা মূল্যবান গ্রন্থ হইয়াছিল।

দেশভক্ত সাভারকর বিচার পান নাই, অবিচারে আশ্রয়বঞ্চিত হইয়া অন্যায় বিচারে কঠোর দণ্ড ভোগ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের সান্ত্বনা এই যে, তাঁহার ব্যাপার নিয়াই ইতিহাসের পৃষ্ঠায় একটিচিরস্মরণীয় অধ্যায় রহিয়া গিয়াছে।

সিন্ধুদেশের পার্শী শহীদ দাদা চান্‌জী কেরসাস্প

আমাদের ভারত স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনার উদ্যোগ আয়োজন করার কালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত বহু বিপ্লবী কর্মীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে। কিন্তু পার্শীসম্প্রদায়ভুক্ত কোন বিপ্লবী কর্মীর সঙ্গে ১৯১২ অব্দের ইষ্টার পর্য্যন্ত আমাদের সাক্ষাৎ হয় নাই। ম্যাডাম ভিকাজী কামা ব্যতীত আর কোন পার্শী তখন ছিল না।

৪৭ বৎসর পূর্ব্বে ১৯১২ অব্দের ইষ্টারের ছুটীতে বার্লিনে প্রায় ২৫।৩০ জন বিপ্লবী সমবেত হইলে আমরা বিস্ময়ের সহিত লক্ষ্য করিলাম, আমেরিকা হইতে প্রত্যাগত একজন পার্শী বিপ্লবী উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি ছিলেন দাদা চান্‌জী কেরসাস্প (Kersasp), তিনি বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি, এ, ডিগ্রী লইয়া ১৯১০ অব্দে আমেরিকার 'আইওয়া' বিশ্ববিদ্যালযে কেমিষ্ট্রি, ফিজিক্স, ও বোটানি অধ্যয়ন করার জন্য ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। দুই বৎসর পর তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে (A.B.) এ, বি, ডিগ্রী পাইবেন। অথচ তিনি যদি আমেরিকা হইতে কম খরচে বার্লিনে ভর্ত্তি হইয়া অধ্যয়ন করেন তবে ৪।৫ বৎসরে মৌলিক গবেষণা সম্পন্ন করিতে পারিলে এবং ফিলসফিসহ উক্ত তিনটি বিষয়ে মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে ডক্টর ফিল উপাধি পাইতে পারিবেন। তাঁহার "আইওয়াতে" মন বসিল না। জার্ম্মেনীতে আসিয়া ২২টি বিশ্ববিদ্যালয়েব যে কোনটিতে ভর্ত্তি হওয়ার জন্য তাঁহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে সময়ে আমেরিকাস্থ গদর পার্টি'র সভ্যগণের সহিত তিনি বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করিতেন। শ্রীযুক্ত তারকনাথ দাস, শ্রীযুক্ত পাণ্ডুরঙ্গ খানখোজে এবং লালা হরদয়ালের সঙ্গে তিনি পবামর্শ করিয়া বার্লিনে চলিয়া আসিলেন।

বার্লিনে কর্ম্মোদ্যম

বার্লিনে পৌঁছিয়া তিনি অপর একজন আমেরিকা-প্রত্যাগত ছাত্র, অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধীরেন সরকারের নিকট তাঁহার মনোবাঞ্ছা ব্যক্ত করিলেন। ধীরেন সরকারও ২।১ বৎসর পূর্ব্বে মিসিগান (Michigan) বিশ্ববিদ্যালয় হইতে একটি (A.B.) এ, বি, ডিগ্রী লইয়া বার্লিনে আসিয়া ইউনিভার্সিটিতে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন।

বার্লিনের উপকণ্ঠে স্যারলোটেন বুর্গ (Charlottenburg) শহরের স্থলঠাইস (Schulthieiss) বিয়ার রেষ্টুরেণ্টে বিপ্লবীগণের সমাবেশে ধীরেন সরকার দাদা চান্‌জী কেরসাস্পকে সর্ব্ব সমক্ষে পরিচিত করিয়া দিলেন। কেরসাস্প গোয়েঠে (Goethe) ষ্ট্রাসের একটি চারিতল বাটীর চতুর্থ তলে একটি কক্ষ নিয়া বাস করিতেছিলেন। কেরসাস্প আমাদিগকে আমেরিকার গদর পার্টি'র মর্মবাণী শুনাইলেন। গদর পার্টির গঠন প্রচার ও প্রভাব সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দিয়া বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পালের মত ওজস্বিনী ভাষায় আমাদিগকে আশার আলোকে উদ্দীপ্ত করি-

লেন। তিনি বলিলেন—ক্যালিফোর্ণিয়ায়, স্যানফ্রানসিস্কোতে, ক্যানাডায় সর্ব্বত্র সহস্র সহস্র পাঞ্জাবী প্রাক্তন সৈনিক চাষবাস ও বিবিধ প্রকার কুটীরশিল্প করিয়া যে প্রভূত অর্থ উপার্জন করিতেছে, তাহার একটা মোটা অংশ তাঁহারা দেশ-মাতৃকার স্বাধীনতা-সংগ্রামের জন্য পণ্ডিত রামচন্দ্রের হস্তে অর্পণ করিতেছেন।

প্রথম মহাযুদ্ধকালে

দুই বৎসর পরে ১৯১৪ ইংবাজীর আগষ্ট মাসে বীর বিপ্লবী বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং আমি ইংরাজ যে ফ্রান্স ও রাশিয়ার সাহায্য করিতে যুদ্ধে নামিয়াছে সে সম্পর্কে জার্মেনীর পক্ষ লইয়া ইংরাজকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করিয়া প্রচারপত্র প্রকাশ করিয়াছিলাম। এই প্রচারপত্র বার্লিনস্থ ভারতীয় ছাত্র জাতীয়তাবাদী ও বিপ্লবীগণকে বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ করিয়াছিল। আমরা বার্লিনে ব্যারণ ওপেনহাইমের সঙ্গে ২রা সেপ্টেম্বর পূর্ব্বাহ্ণে যে আলোচনা করিয়াছিলাম তাহাই ধীরেন সরকার এবং অন্যান্য বিপ্লবীগণকে জ্ঞাত করার জন্য বাহির হইয়াছিলাম। সহসা পথিমধ্যে কেরসাম্পের সঙ্গে দেখা হয়। কেরসাম্প আমাকে দেখিয়াই নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। আমার সঙ্গে যিনি ছিলেন তাহাকে তিনি চিনিতেন না, তাঁহার কোন পরিচয় নেওয়াও তিনি অনাবশ্যক বিবেচনা করিলেন। তিনি বলিলেন, "হেযার ভট্টাচারিয়া, আপনি হালে হইতে এই প্রচারপত্র প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু পত্রের প্রকাশকের নাম দিয়াছেন বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। বীরেন্দ্রনাথ প্যারিসে আছেন, অথচ তাঁহার ঠিকানাও দিয়াছেন আপনার বাড়ীর পাশেরই একটি বাড়ীতে। আপনি অর্ব্বাচীনের মত এরূপ প্রচারপত্র প্রকাশ করিয়া অন্যান্য ভারতীয়গণকে বিপন্ন করিয়াছেন। পরাঞ্জপে, যোশী, মারাঠে, প্রভাকর প্রভৃতি সকলেই আপনার এই ব্যবহারে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। আপনার সাহস থাকিলে নিজ নামেই প্রচারপত্র প্রকাশ করিতে পারিতেন।" দাদা চট্টোপাধ্যায় সব কথা শুনিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যার কেরসাম্প! আপনি কি বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে চেনেন? তাঁহাকে কখনো দেখেছেন? তিনি যে গত এপ্রিল মাসে প্যারিস থেকে এসে হালে বাস করছেন এবং ডাঃ ভট্টাচার্য্যের বাড়ীর পাশেই বাস করছেন সে সব কথা জানেন? ডাঃ ভট্টাচার্য্য অর্ব্বাচীন নহেন! সাহসও তাঁহার কম নয়! আমি স্বেচ্ছায়ই প্রচারপত্রের প্রকাশক হিসাবে নাম দিয়েছি। আপনি বৃথা কেন তাঁকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করছেন?" এই সময়ে সহসা দাদা চান্‌জী মস্তক অবনত করিয়া চট্টোপাধ্যায়ের পদস্পর্শ করিলেন। চট্টোপাধ্যায় বলিলেন, "কে কে ডাঃ ভট্টাচার্য্যের উপর ক্ষুব্ধ হয়েছেন, তা শুনতে আমরা আসিনি। আমরা এসেছি আশার বাণী নিয়ে। যে বাণী আমাদের বিপ্লবী-জীবনে আমাদের কর্ণে কখনও পৌঁছায়নি। জার্মেন গভর্ণমেণ্টের ফরেইন অফিসের কর্তা হ্যার ফন ইয়াগো আমাকে জার্ম্মেন গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে ভারতে বিপ্লব সৃষ্টির জন্য আলাপ আলোচনা করবার জন্য তাঁর নিজের গাড়ী দিয়ে ব্যারণ ফন (Von) ওপেনহাইমের নিকটে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সে দুদিন আগের কথা, ব্যারণের অনুরোধে আমি ডাঃ ভট্টাচার্য্যকে নিয়ে গতরাত্রে বার্লিনে পৌঁছেছি। আজ পূর্ব্বাহ্ণে তিনজনে আলাপ আলোচনা হয়েছে। ব্যারণ আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজনে পরিতৃপ্ত করে বার্লিনে অবস্থিত বিপ্লবী এবং ছাত্রগণকে আমাদের দলে যোগদান করতে বিশেষ আহ্বান জানিয়েছেন। আমরা ভালেমে গিয়ে ধীরেন সরকারকে পাইনি। তাঁর বাড়ীতে গিয়েও তাঁকে পাইনি। তাঁর বাড়ীতে একখানা পত্র লিখে রেখে এসেছি। তারপরেই আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ। আপনি এখন শুনুন, আমরা কি করেছি, আমরা কি করব,—ভারতমাতার শৃঙ্খল মুক্তির জন্য 'কেবা আগে প্রাণ করিবেক দান' তাই এখন খুঁজে বের করব।" এই সময়ে চারিটা বাজিয়া গিয়াছে। দাদা চট্টো ঘড়ি দেখিয়া বলিলেন—

"চল ভট্টা, একটা কাফেতে ঢুকে চা পান করি।" কেরসাম্প বলিলেন—"এই ত আমার বাড়ী, চলুন আমার কক্ষে চা-পান করা যাবে।" আমরা তিনজনে কেরসাম্পের গৃহে চলিয়া গেলাম।

সেখানে চা-পান করার কালে চট্টো জার্মেন ভাষায়ই বলিলেন আমাদের কর্মধারা কিরূপ হইবে। জার্মেন গভর্ণমেণ্ট কিরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। আমরা ৬টা পর্য্যন্ত সেখানে বসিয়া থাকিয়া সকল বিষয় আলোচনা করিলাম, তারপর ব্যারণের সঙ্গে ৭টায় পুনরায় সাক্ষাৎ করিতে হইবে বলিয়া ট্যাক্সীযোগে ব্যারণের বাড়ীতে চলিয়া গেলাম। ব্যারণ নবাগত কেরসাম্পকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। কেরসাম্প হইতে আমেরিকাস্থ গদর পার্টির কর্ম পরিচালনার ব্যবস্থা জ্ঞাত হইয়া সবিশেষ তুষ্ট হইলেন।

কেরসাম্প প্রত্যহ সকালে কিংবা বিকালে আমাদের সঙ্গে স্পাণ্ডাও যাইয়া মিলিটারী বিস্ফোরক ফ্যাক্টরীতে বোমা, হাতবোমা, টাইমবোমা, প্রভৃতি সর্বপ্রকার বিস্ফোরক দ্রব্য প্রস্তুতের হেকমৎ শিখায় উৎসাহী হইলেন। প্রত্যহ ফ্যাক্টরীর কেমিষ্টগণ বিবিধ প্রকারের বিস্ফোরক লইয়া বৃক্ষের মূলোৎপাটন, প্রস্তুত করা দেওয়ালের ধ্বংস-সাধন প্রভৃতি কার্য্য প্রদর্শন করিয়া আমাদিগকে নববলে বলীয়ান করিতেছিলেন। কেরসাম্প অতিদ্রুতই সাধারণ ভাষাতত্ত্ববিদ্ ছাত্রগণ হইতে বহু বিষয়ে দক্ষ হইয়া উঠিলেন। দিনের দিন তাঁহার উৎসাহ-অনল পরিবর্ধিত হইতেছে, তাহা আমরা উপলব্ধি করিলাম। আমরা বুঝিলাম কেরসাম্প সাধারণ বিপ্লবী নহেন; তিনি করিৎকর্মা লোক। পরে বলিলেন, স্যানফ্রানসিস্কোতে স্বহস্তে গদর শিক্ষালয়ে বহু প্রকার বিস্ফোরক প্রস্তুত কার্য্যে তাঁহার হাত পাকা হইয়াছিল। তিনি ফালমিনেট অব মার্কারি (Fulminate of Mercury) প্রস্তুত কার্য্যে সুদক্ষ ট্রাইনাইট্রো-টলুল (Trinitro Tolul) এবং নাইট্রো-রবার (Nitro Rubber) প্রভৃতি অনায়াসে প্রস্তুত করিতে পারেন। তাঁহার সাহস অসীম, বোমা, হাতবোমায় fuse পরাইবার সময় তাহার হাত কাঁপে না, তিনি ভয়ে আড়ষ্ট হন না। তিনি নির্ভীকচিত্ত, তিনি মাতৃ মন্ত্রে দীক্ষিত, সুতরাং তিনি আমাদের অন্তরে আশার অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া সহস্রাংশুর মত আমাদের মধ্যে দেদীপ্যমান রহিলেন।

Sea Mine প্রস্তুতের আকাঙ্খা

তিনি একদিন ব্যারণের নিকট প্রদত্ত আমাদের সর্ত্ত ও দাবী-দাওয়াসম্বলিত পত্রের একটি অনুলিপি পাঠ করিবার কালে লক্ষ্য করিলেন—আমাদের সর্ত্তের ৫নং ধারায় ছিল, "আমাদিগকে অগৌণে স্পাণ্ডাও মিলিটারী বিস্ফোরক ফ্যাক্টরীতে বোমা, হাতবোমা প্রভৃতি সর্বপ্রকার বিস্ফোরক দ্রব্য প্রস্তুত ও প্রয়োগ-প্রণালী শিক্ষা দিতে হইবে। 'হেল গোলাণ্ট' ব্রেমেন কীল ও অন্য কোন প্রস্তুতির কারখানায় আমাদিগকে Sea mine প্রস্তুত ও প্রয়োগ প্রণালী শিক্ষা দিতে হইবে।"

কেরসাম্প বলিলেন, "আপনারা Sea mine প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষার জন্য কাউকে কোন স্থানে পাঠিয়েছেন?" আমি উত্তর দিলাম, বলিলাম, "পাঠানো হয়নি। ব্যারণ বলেছেন, এই কার্য্য অতি সুকঠিন। এ্যাডমাইরিলিটি (Admiralty) কর্ত্তাগণ বলেছেন, ইহা শিক্ষা করিতে গণিতশাস্ত্রের গভীর জ্ঞান আবশ্যক। কার্য্যটি অত্যন্ত কৌশলপূর্ণ। উচ্চ গণিত বিদ্যা পারদর্শী ইঞ্জিনীয়ারগণ ব্যতীত কেহ ইহা শিক্ষা করিতে পারিবেন না। এ্যাডমাইরিলিটির বিশ্বস্ত অফিসার ডক্টর লুডফিগ্‌ ফিমার বলেন, এই চেষ্টায় আপনারা শক্তিক্ষয় করবেন না।

সুতরাং আমরা এই শিক্ষার জন্য শক্তি ও সময় নষ্ট করিতে আকাঙ্খিত হই নাই।" কিন্তু কেরসাম্প কথাটি সমর্থন করিলেন না, তিনি বলিলেন, "আমি বোম্বে ইউনিভার্সিটির গণিতের অনার্স ক্লাসের ছাত্র। আমি অনার্সে ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট হয়েছিলাম, বিদেশে যাত্রা না করলে গণিতেই এম, এ, অধ্যয়ন করতাম; আপনারা কি মনে করেন এ বিষয়টা এতই কঠিন এতই দুঃসাধ্য যে বোম্বে ইউনিভার্সিটির গণিতে অনার্সে ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট ষ্ট্যাণ্ড করা ছাত্রের পক্ষে দুঃসাধ্য কার্য্য হবে?" চট্টো বলিলেন, "ভট্টা, তর্কে বহুদূর। আজই বিকালে ৩টার সময় ব্যারণকে একবার ফোনে এই বিষয়টি জিজ্ঞাসা করো যে তিনি Sea mine প্রস্তুত শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারবেন কি না?" বেলা তখন বারটা বাজিয়া গিয়াছে আমাদের বাসবাটীতে মধ্যাহ্ন-ভোজনের জন্য টেবিল সজ্জিত হইয়াছে। এই সময়ে আর এক বিপুল উৎসাহী, অদম্য সাহসী ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি হাসিয়া কহিলেন, "সব শুনেছি। আমি কেরসাম্পের সহযাত্রী হব।" অন্য সকলে চুপচাপ রহিয়াছেন। ধীরেন সরকার বলিলেন, "দাশগুপ্ত, পারলে ভাল; দাদা চট্টোর ভাষায় বলি—তর্কে বহুদূর।"

খাদ্য আসিয়া টেবিলের উপরে উপস্থিত হইল। অতি দ্রুত তাহা সারিয়া দুই বিপুল উৎসাহী সদস্য সোয়েনে বেয়ার্গেব (Shoeneberg) বাটীব সম্মুখস্থ বারান্দায় দুইখানা আরাম কেদারায বসিয়া ফিস ফিস করিয়া আলোচনা চালাইলেন। আজ পূর্ব্বাহ্নে আমরা স্পাণ্ডাও শিবিরে গিয়াছিলাম। ফিরিয়া আসিয়া মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ করিয়াছি, অপরাহ্ন ৩টায় উৎসাহী একদল কুরকুরষ্ট্যানডাম-এর সন্নিকটে নবপ্রতিষ্ঠিত বন্দীশালায় যাইয়া তথায় আনীত মধ্যপ্রাচ্যের ও ভারতের সীমান্ত প্রদেশের বন্দী সিপাহীগণের সঙ্গে ভারতবর্ষে যাইয়া সাধারণতঃ স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করার জন্য আলোচনা চালাইবেন এইরূপ স্থির আছে। ডক্টর দাশগুপ্ত বলিলেন, "কেরসাম্প ও আমি যাব না। আমরা জানতে চাই ডক্টর ভট্টা ৩টার সময় ব্যারণকে ফোন করে Sea mine প্রস্তুত শিক্ষা সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত করেন।"

আমি বলিলাম "৩টায় ফোন করিব, ও ব্যারণকেও পাব, যদি না পাই তার প্রাইভেট সেক্রেটারী ক্রয়লাইন (Von) ফন এমিসকে আমার উদ্দেশ্য জানিয়ে বাখব।" উপস্থিত সকলে আমার কথা সমর্থন করিলেন। ২-৪০ মিঃ সময় দাদা চট্টো ডাঃ বিষ্ণু সুখতাঙ্কর আর সিদ্দিক, মনসুর আহমদ প্রভৃতিকে লইয়া দুইখানা ট্যাক্সিতে বন্দীশিবিরেব দিকে যাত্রা করিলেন।

৩টার সময় আমি ফোন করিয়া জানিতে পারিলাম যে হ্যার ব্যারণ বাটীর বাহিরে গিয়াছেন। ক্রয়লাইন, ফন্ এমিস জানালেন সম্ভবতঃ তিনি সন্ধ্যা ৭টায় আসবেন তখন সব কথা হতে পারবে। আমি বিবরণ দেওয়ার পর হ্যার লযম্যান নামক ব্যক্তির সঙ্গে কেরসাম্প ও দাশগুপ্ত কুরকুরষ্ট্যানডামের বন্দীনিবাসে চলিয়া গেলেন। তখন আমি ও ধীরেন সরকার বসিয়া হিসাবের খাতা দেখিলাম। পূর্ব্ব প্রুশিয়ার কোয়েনিসবার্গ হইতে যে দুইজন ভারতীয় ছাত্র আসিতেছেন তাহাদের পত্রাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করিলাম। ধীরেন সরকার আরও সংবাদ দিলেন, হাইডেল বেয়ার্গ হইতে দুইজন এবং জুরিখ হইতে দুইজন জাতীয়তাবাদী চা-ব্যবসায়ী (Indian tea House এর salesman) কালই সম্ভবতঃ আসিয়া পৌঁছিবেন। মহাযুদ্ধের দরুন যাতায়াত এক সুকঠিন ব্যাপার। জুরিখ হইতে সহজ পথে থাকা সম্ভব নয়। ষ্টীমারে Lake Constanza অতিক্রম করিয়া লিণ্ডাও হইতে ট্রেইনে বার্লিন যাইতে হইবে। আমাদের উভয়ের মধ্যে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। হ্যার ব্যারণের নির্দ্দেশ ছিল নবাগত ভারতীয়গণকে বিনা পরীক্ষায় আমাদের "ভারত বন্ধু জার্মেন" সমিতির সদস্য করা চলিবে না, প্রথম

২।৩ দিন তাহাদিগকে পৃথকভাবে কোন হোটেলে বোর্ডিং-এ বা অন্য কোথাও পেয়িং গেষ্টরূপে রাখিয়া তাহাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় তাহাদের মতিগতি আশা আকাঙ্খা সর্ম্পকে কতকটা প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া তৎপরে আমাদের মূল কর্মকেন্দ্র ও বাসস্থান সোয়েনে বেয়ার্গের ফ্রাউ বেস্লারের বাটীতে আনিতে হইবে।

সন্ধ্যা ৭টায় ৩০।৩২ জন সদস্য বিভিন্ন পথে—ট্রামে, বাসে ও ট্যাক্সীতে যাইয়া ব্যারণের বাটীতে উপস্থিত হইলাম, সুবৃহৎ হলের মধ্যে কয়েকখানা টেবিলে পত্রপুষ্পশোভিত আসনে যাইয়া আমরা উপবেশন করিলাম। আজ লোকসংখ্যা অধিক। ফ্রয়লাইন এমিস বলিলেন, "আপনারা এই খানেই বসুন।" টেবিলের উপব সুসজ্জিত টেবিলক্লথ পড়িয়াছে। বহু প্রকার কেইক টর্টে প্রভৃতিসহ পনীব দেওয়া কোকো আমাদিগকে প্রদত্ত হইল। কোকো পান করিতেছি, এমন সময়ই ফ্রয়লাইন ফন এমিস বলিলেন, "হ্যার চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর ভট্টা আপনারা ঐ কক্ষে আসুন।" বিনা ভূমিকায় হ্যার বলিলেন "ডক্টর হ্যার চট্টোপাধ্যায়, আপনারা কি মনে করেন, হ্যার কেরসাস্প ও ডক্টর দাশগুপ্ত বস্তুতই সী-মাইন প্রস্তুত শিক্ষা করিতে পারিবেন ?" চট্টো এবং আমি উভয়েই এক সঙ্গে বলিলাম, "না, পারবেন না। তবু যে পাঠাতে বলছি সেটা শুধু তাঁদের বাযনা রক্ষা করার জন্য। তাঁরা দেখেছেন—আমি এবং চট্টো যে দাবী-দাওয়া সম্বলিত কাগজ ২রা সেপ্টেম্বর পূর্ব্বাহ্নে আপনাকে দিয়েছিলাম, তার মধ্যে এই একটি সর্ত্ত আছে। সুতরাং আমরা যদি সেই সুযোগ দিতে অস্বীকার কবি তবে তাঁদের মনে হবে, কোনদিনই আমাদের দাবী হযতো পূর্ণ হবে না। অতএব আপনি ব্যবস্থা করুন, তাঁবা পবীক্ষায় ঘায়েল হয়ে চলে আসুক।"

হেলগোলাণ্ড যাত্রা

পরদিন ১৯শে সেপ্টেম্বর (১৯১৪) ফ্রয়লাইন এমিস ফোনে আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "হ্যার ব্যারণ বলেছেন, আজই ৭টা বিশ মিনিটে ফ্রিডিক ষ্ট্রাসের ষ্টেশন হতে গাড়ী ধরে তাদের হামবুর্গ যেতে হবে! আপনি কিংবা চট্টো ৫টার সময় ব্যারণ হতে খরচপত্রের টাকা নিয়ে তাঁদের সঙ্গে নিয়ে গাড়ীতে তুলে দেবেন।" আমি ভোজনের টেবিলে সংবাদটি দেওয়া মাত্র প্রায় সকলেই হর্ষোৎফুল্ল হইলেন। ডক্টর দাশগুপ্ত ছিলেন অত্যন্ত চঞ্চলমতি, তিনি প্রায় নৃত্য শুরু করেন, কিন্তু কেরসাস্প নীরবে রহিলেন।

ঠিক পাঁচটার পূর্ব্বক্ষণে আমি ও দাদা চট্টো যাইয়া হ্যার ব্যারণ হইতে ৩০০ মার্কের নোট গনিয়া লইলাম। আরও অর্থের প্রয়োজন হইলে হামবুর্গ, কীল কিংবা হেলগোলাণ্ডের রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিগণের নিকট হইতে টাকা পাওয়া যাইবে। সন্ধ্যা ৬টায় ফ্রাউ ব্রেসলার তাঁহাদের দুইজনকে নৈশ ভোজ প্রদান করিলেন, তাঁহারা আমাদের সঙ্গেই ট্যাক্সীতে উঠিয়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। দাদা চট্টো, হামবুর্গ পর্য্যন্ত দুইখানা সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট আনিয়া তাঁহাদের হাতে দিলেন। তাঁহারা গাড়ীতে চাপিয়া বসিলেন। গাড়ী ছাড়িবার পূর্ব্বে ডক্টর দাশগুপ্ত বলিলেন—ভট্টা, যাচ্ছি। এমনই হেকমৎ শিখে আসব যার ফলে বে-অব-বেঙ্গলে (Bay of Bengal) ইংরাজের নৌ-পোত চালনা অসম্ভব করে দেব।" আমি বলিলাম, "বেশ ভাল হলেই ভাল।" কেরসাস্প বলিলেন, "হে ব্রাহ্মণ দেবতাগণ! আপনারা আমাদের আশীর্বাদ করবেন।" তাঁহারা জোড়করে প্রণাম জানাইলেন। ট্রেইন শেষ বংশীধ্বনি করিয়া ষ্টেশন ত্যাগ করিল। আমরা ধীরে ধীরে প্ল্যাটফর্ম পরিত্যাগ করিলাম। পথিমধ্যে দাদা চট্টো জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি

কি ভাবছ?" আমি উত্তরে বলিলাম, "তাঁরা তিন চার দিনের ধ্যেই ফিরে আসবেন।" সেফিগ্‌নিপ্লভ্‌স (Saigny-plavz) ষ্টেশনগামী একখানা ট্রেইনে চাপিয়া ব্যারণের বাসবাটীতে উপস্থিত হইলাম।

সেদিনকার সমাবেশে হ্যার সন্তাশিব রাও তাঁহার ভিয়েনার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে একটি ভাষণ দিলেন। তিনি বুদাপেষ্টেও গিয়াছিলেন, তাঁহার ভাষণে বহুবিধ তথ্য অবগত হওয়া গেল। সন্তাশিব রাও ছিলেন মাদ্রাজের অধিবাসী। তিনি কলিকাতার নববিধান ব্রাহ্মসমাজের দীক্ষিত প্রচারক ছিলেন। ১৯১২ অব্দে আমরা তাঁহার মৃত্যু সংবাদ অবগত হই। তিনি অবিবাহিত ছিলেন। তাঁহার এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা আমাদিগকে পত্রদ্বারা সন্তাশিবের শেষ আকাঙ্খা জ্ঞাপন করেন।

হামবুর্গগামী ট্রেইন পথে নানাস্থানে মহাযুদ্ধের দরুণ বাধা বিঘ্ন পাইয়া পরদিন ২০শে সেপ্টেম্বর প্রাতঃকাল ৮টায় হামবুর্গ ষ্টেশনে উপনীত হয়। আমাদের বন্ধুদ্বয় ষ্টেশন হইতে ব্যারণের নির্দ্দেশমত একটি অফিসে যাইয়া অবগত হইলেন যে, পূর্ব্বের হেলগোলাণ্ডগামী ষ্টীমার প্রত্যহ কক্স হাভেন বন্দর হইয়া হেলগোলাণ্ড যাত্রা করে না। কীল বন্দরেও সে সময়ে সী-মাইন প্রস্তুতের ব্যবস্থা ছিল না। তাহাদিগকে হেলগোলাণ্ডেই যাইতে হইবে। মিলিটারী কর্ত্তৃপক্ষ হেলগোলাণ্ডের এড্‌মাইরিলিটির অফিসে একটি সাইফার (Cypher) কেবুলগ্রাম করিয়া খবর লইলেন কখন আমাদের বন্ধুগণ, কোন ষ্টীমারে তথায় যাইতে পারেন। তাঁহাদিগকে নির্দ্দেশ দেওয়া হইল—"আপনারা আহারাদি সেরে, ৩।৪ টার সময় এখানে আসবেন। তখন কেবুল-গ্রামের উত্তর আসতে পারে।" তাঁহারা বিদায় লইয়া শহরের অবস্থা দেখিতে বাহির হইয়া গেলেন। মিলিটারী অফিসার তাঁহাদের দুইজনকে দুইখানা পাশ লিখিয়া দিয়া বলিলেন, "শহরের বর্ত্তমান অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটপূর্ণ। কোথায় যে হঠাৎ আপনারা কিভাবে বন্দী হইয়া যাইবেন তার স্থিরতা নাই। আপনাদের দেখলেই বোঝা যাবে, আপনারা বিদেশী, সুতরাং পাশ ছাড়া বাইরে যাওয়া অনুচিত হবে।"

দাশগুপ্ত ও কেরসাম্প একটি রেষ্টুরেণ্টে যাইয়া প্রাতর্ভোজন সমাপ্ত করিলেন। তারপরে এল্‌বে নদীর নীচ দিয়া পায়ে হাঁটিয়া এল্‌বের অপর তীরে উপনীত হইয়া মহাযুদ্ধের বিবিধ প্রকার সাজসরঞ্জাম দেখিলেন। ৮।১০ জায়গা তাঁহাদের পাশ প্রদর্শন করিতে হইল। ৩টা ২০মিঃ সময় তাহারা পূর্ব্বোক্ত অফিসে ফিরিয়া গেলেন। তিনি বলিলেন, "আপনারা কাল সকাল ৯টায় হেলগোলাণ্ডগামী জাহাজে চেপে হেলগোলাণ্ড যেতে পারবেন। যাত্রার পূর্বে আপনারা বেশ ভালোভাবে প্রাতর্ভোজন সেরে নেবেন। ষ্টীমারে মিলিটারী যাত্রীর আধিক্যবশতঃ প্রাতর্ভোজনের সুবিধা হবে না।" তাঁহারা নির্দ্দেশমত পরদিন আহারাদি করিয়া সমুদ্রগামী ষ্টীমারে চাপিলেন। মুহূর্ত্তেক পরেই ষ্টীমার এল্‌ব নদী ত্যাগ করিয়া সমুদ্রসঙ্গমে পৌঁছিল। কেরসাম্পের বাচনিক আমরা পরে অবগত হই যে, সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে ষ্টীমার যখন দোদুল্য-মান ছিল, তখনই তাঁহাদের অন্তরে সন্ত্রাস জাগিয়া উঠিল। তাঁহারা দেখিতেছেন, বৃহদাকার সমুদ্রগামী ষ্টীমারসমূহ ধীরে ধীরে যাতায়াত করিতেছে। দূরে, অতিদূরে বৃহদাকার ড্রেট নট-সমূহ ধীরভাবে দণ্ডায়মান। টর্পেডো বোটসমূহ টর্পেডো লইয়া চলাফেরা করিতেছে। রণক্ষেত্র যেন এখানেই। বেলা ১টার পরে ষ্টীমার যাইয়া হেলগোলাণ্ডের জেটীতে ভিড়িল। তাঁহারা দুইজন বন্দুকধারী প্রহরীর প্রহরায় ষ্টীমার হইতে অবতরণ করিলেন। তাঁহাদের মনে হইল যে কোন মহূর্ত্তে "রাশিয়ান অথবা বৃটিশ" সুপারডেণ্টসমূহ হেলগোলাণ্ড আক্রমণ করিয়া

ইহা নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিবে। হয়তো বা সমুদ্রগর্ভে শত শত সাবমেরিন রহিয়াছে যে সকল সুযোগ বুঝিলেই হেলগোলাণ্ডে টর্পেডো চালাইবে, বন্দর-বিধ্বংসী কামান ইহাকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবে। তাঁহারা কয় মিনিট দাঁড়াইয়া সমুদ্রের দৃশ্য দেখিলেন।' তাঁহাদিগকে এড্‌মাইরিলিটির অফিসে লইয়া যাওয়া হইল। তথা হইতে ক্যাণ্টীনে যাইয়া তাঁহারা ভোজনের টেবিলে উপ-বেশন করিলেন। একজন এ্যাড্‌মিরাল আছেন, তিনি তাঁহাদিগকে একটি টেবিলে উপবিষ্ট দুইজন টার্কীশ শিক্ষানবীশের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন। তাঁহাদের একজন ছিলেন বার্লিন টেকনিসেব হকস্কুলের (Technishe Hochschule) পাশ করা ডক্টর ইঞ্জিনীয়ার। অপর জন মিউনিক টেকনিসে হক্‌স্কুলের পাশ করা ডক্টর ইঞ্জিনীয়ার। এই দুই জনই পূর্বে গ্লাসগোতে অধ্যয়ন করিতেন। পরে জার্মেনীতে আসিয়া দুইটি হক্‌স্কুলে হইতে ডক্টরেট নিয়াছেন। তাঁহারা ছিলেন জার্মেনীর সঙ্গে তুরস্কের যে exchange scholar আদান-প্রদানের ব্যবস্থা ছিল, সেই ব্যবস্থানুসারে প্রেরিত শিক্ষানবীশ, দুইজন কৃতী ছাত্র। দুইজনই উচ্চ গণিতে, physics ও মিকানিক্সে সুপণ্ডিত। তাঁহারাও আসিয়াছেন সী-মাইন প্রস্তুত এবং প্রয়োগ-প্রণালী আয়ত্ত করার জন্য। তাঁহারা তুরস্কের দার্দ্দানেলিস (Dardanelis) ও গেলিপলি ডিভিসনের প্রেরিত শিক্ষানবীশ। ভোজনের টেবিলে বসিয়া সামান্য আলোচনার পরই আমাদের বন্ধুগণ উপলব্ধি করিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে বাক্যব্যয় করিলে কেবল নিজেদের মূর্খতাই প্রকট হইয়া উঠিবে। বোম্বে ইউনিভার্সিটির অনার্স প্রাপ্ত গণিতজ্ঞ কেরসাম্প এবং বার্লিনের ডক্টর অব ফিলসফি উপাধি প্রাপ্ত স্কলার দুইজনেরই তাঁহাদের সহিত আলোচনা করিতেই জিহ্বা আড়ষ্ট হইয়া উঠিল। ক্যাণ্টীনের চতুর্দ্দিকের দেয়ালে বহু ব্ল্যাকবোর্ড ঝুলানো আছে। সে সকলে নানাবিধ ফরমূলা অঙ্কিত রহিয়াছে। আমাদের বন্ধুগণ তন্ময় হইয়া চাহিয়া রহিলেন। তাঁহারা আহারের পর তুরস্কবাসী শিক্ষানবীশগণের সঙ্গে পার্শ্ববর্ত্তী একটি স্মোকিং রুমে যাইয়া উপবেশন করিলেন। তাঁহারা বহুবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। আমাদের বন্ধুগণ মৃদুকণ্ঠে দুই একটি প্রশ্নের সামান্য উত্তর দিলেন, বলিলেন যে, তাঁহাদের যথেষ্ট বিদ্যাবুদ্ধি নেই, আছে শুধু দেশভক্তি। তিনটার পরে তুরস্কবাসীর সহিত তাঁহারা Sea coast দিয়া পদচারণা করিতেছিলেন। ইংরাজী এবং জার্মেন ভাষায় আলোচনা চলিতেছিল। একজন শিক্ষানবীশ আঙ্গুল দিয়া দেখাইলেন যে, ঐ পূর্বদিকে শ্বেতবর্ণের একটি দ্বীপ দেখা যাইতেছে। ইহাই রাশিয়ার 'লিবাও' বন্দর। মাসখানেক পূর্ব্বে এই বন্দরের উপরে জার্মেন নেভী গোলাবর্ষণ করিয়াছিল। যে কোন মুহূর্ত্তে রাশিয়ার বিরাটকায় ড্রেডনটসমূহ হেলগোলাণ্ডকে ধ্বংস করিতে পারে। এই ভয়েই জার্মেন নৌ-পোত-সমূহ এতদঞ্চল হইতে সরাইয়া লইয়া কীল ক্যানেলের ভিতরে লুক্কায়িত রাখা হইয়াছে। তখন আমাদের বন্ধুগণ অন্যান্য বহু তথ্য অবগত হইলেন। তাঁহাদের উৎসাহ আকাঙ্খা দমিত হইয়া গিয়াছে। সী-মাইন প্রস্তুত শিক্ষার উৎসাহ শীতল হইয়া আসিয়াছে। পরদিন ২৩শে সেপ্টেম্বর প্রাতঃকালে মিলিটারী ক্যাণ্টীনে গেলেন। সেখানে শক্ত রুটির সঙ্গে কফি পান করিয়া দুইজন প্রহরীর সঙ্গে মিলিটারী একাডেমীতে প্রবেশ করিলেন। সেখানে তুরস্কের শিক্ষানবীশদিগকে দেখিতে পাইলেন না। ২০।২৫ জন জার্মেন, অষ্ট্রিয়ান ও বুলগেরিয়ান শিক্ষানবীশের সঙ্গে তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা সকলে বিভিন্ন বিষয়ে পণ্ডিত; তাঁহাদের মত দেশভক্তির পুঁটুলি বাঁধিয়া দুরাকাঙ্খা পূর্ণ করিতে হেলগোলাণ্ডে যান নাই। বন্ধুদের মনে হইল বস্তুতই তাঁহাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ করা সম্ভব হইবে না। রাত্রি ৮টাতে নৈশভোজের সময়ে তাঁহাদের একজন জার্মেন অভিজ্ঞ ব্যক্তির সঙ্গে এবং তুরস্কবাসী শিক্ষানবীশ গণের সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ হইল। কিছু আলাপ আলোচনার পরে তাঁহারা উপলব্ধি করিলেন, তাহাদের চেষ্টা ফলবতী হইবে না। কেবলই তাহাদের মূর্খতা দেখিয়া জার্মেনগণ এবং অন্যান্য দেশবাসীগণ তাঁহাদের উপর বীতশ্রদ্ধ হইবেন। অকস্মাৎ সাইরেন ধ্বনিত হইল। মনে হইল

হয়তো বা শত্রুর রাজ্যের নৌ-পোত হেলগোলাও আক্রমণ করিতেছে। তাহাদের শরীরের রক্ত-প্রবাহ অচল হইয়া গেল। তাঁহারা ভাবিলেন হয়তো আজই এখনই জীবনের যত আশা আকাঙ্খা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। রাত্রি ১১টায় তাঁহারা উভয়ে যখন পাশাপাশি ঝুলায়মান শয্যায় শায়িত, তখন ফিসফিস করিয়া দাশগুপ্ত বলিলেন, "কেরসাম্প, পাছে লোক কিছু বলে এই ভয়েই কি মৃত্যুবরণ করব, কোনো কাজে না কর্মে, কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নয়, কেবল দুরাকাঙ্খা মিটাবার চেষ্টা করে বাহাদুরী নেবাব জন্য এই স্থানে সমুদ্রগর্ভে দেহপাত করব?" কেরসাম্প বলিলেন, "নিশ্চযই না! কাল সকালেই দাদা চট্টোকে একটা কেব্‌লগ্রাম করে, শিক্ষা করা যে অসম্ভব তা জানাব। তাঁর অনুমতি পেলেই লোকলজ্জার ভয় ত্যাগ করে বার্লিনে চলে যাব--কি বল?"

কর্মতালিকা স্থির হইয়া গেল। পরদিন প্রত্যুষে এডমাইরিলিটির অফিসে যাইয়া তঁহারা দাদা চট্টোকে কেব্‌লগ্রাম করিলেন। আমরা পরদিন ২৪শে বেলা ১১টায় টেলিগ্রাম করিলাম, "ওয়েলকাম।" হ্যার ব্যারণ বলিলেন, "ডক্টর দাশগুপ্তের সকল বিষয়েই বাড়াবাড়ি। কি করে যে তাঁকে নিয়ে আপনারা সমিতি চালাবেন, তাও আমি ভেবে পাই না।"

বিভিন্ন কর্মে কেরসাম্পের আগ্রহ

২৬শে সেপ্টেম্বর ভিলমার্সডর্ফ (Vilmersdorf)-এ ডক্টর মূলারের বাটীতে ১টার সময়ে আমরা সমবেত হইয়াছি। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায়, লক্ষ লক্ষ কপি ইস্তাহার মুদ্রিত করিয়া ভারতে প্রচার করার যে পরিকল্পনা আমাদের ছিল তাহা গত এক সপ্তাহে কার্য্যকরী হয় নাই। ইহার প্রধান কারণ এই যে প্রথম বাংলা ইস্তাহার রচনাব ভার আমার উপর ছিল এবং ডক্টর যোশী মহারাষ্ট্র ভাষায় প্রথম ইস্তাহাব রচনা করিবেন বলিযা সাগ্রহে ভার লইযাছিলেন। আমার রচিত ইস্তাহার এক দিন পরেই আমাদের লিয়াসন অফিসার ডক্টর মূলার পাইয়াছেন। তাহার ইংরাজী অনুবাদ ডক্টর সুখতাংকর ও দাদা চট্টোপাধ্যায় মূলারের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। কিন্তু "দেই দিচ্ছি" করিয়া ডক্টর যোশী মহারাষ্ট্র ভাষার রচনাটি দিতে পারেন নাই। আজ অধ্যাপক শ্রীশচন্দ্র সেন পাঞ্জাবী ভাষায় রচিত ইস্তাহার উপস্থিত করিলেন। কেরসাম্প বলিলেন যে তিনি পোস্তু ভাষায় ইহা অনুবাদ করিয়াছেন। হ্যার মারাঠে গুজরাতী ভাষায় অনুবাদটি দিলেন। দাদা চট্টো এবং সুখতাংকর উভয়ে মিলিতভাবে হিন্দী, আরবী, ফার্সী প্রভৃতি ভাষায় ইংরাজী ইস্তাহারের অনুবাদ করিয়াছেন। কিন্তু যোশী আজও নীরব নিথর। ডক্টর সুখতাংকর বলিলেন, "কালই আমি মহারাষ্ট্র ভাষায় অনুবাদ প্রদান করব।" স্যানাটোজেন ঔষধের শিশির সঙ্গে যেরূপ বিভিন্ন ভাষায় মুদ্রিত নির্দ্দেশপত্র (Direction Paper) থাকে, আমাদের ইস্তাহারও সেরূপ বিভিন্ন ভাষায় একসঙ্গে মুদ্রিত হইবে। বার্লিন ষ্টেট প্রেসে হিন্দী উর্দু এবং আরও কি কি ২।৩টি ভাষার টাইপ ছিল। বাংলা এবং তামিল তেলেগু মালয়ালী প্রভৃতি ভাষার টাইপ ছিল না। এই সকল কারণে আমি 'লিখো পেপারে' বাংলা ইস্তাহার লিখিয়া দিয়াছি। শ্রীপদ্মনাভম পিলাই দিয়াছেন মালয়ালী ভাষায় লিখিত ইস্তাহার, সম্ভাশিব রাও তামিল ও তেলেগু ভাষায় লিখিয়াছেন। কেরসাম্প দিলেন পোস্তু ভাষায়, শ্রীশচন্দ্র সেন দিলেন পাঞ্জাবী ভাষায়। তখনও দেখিলাম আরও ৮।১০টি ভাষায় লেখার মত লেখকের অভাব। তন্মধ্যে বার্মিজ ভাষা অন্যতম। আমাদের দলে বার্মিজ ছিল না। কখনও কোন বার্মিজ বিপ্লবী ছিল বলিয়া আমার মনে হয় না।

আমরা এই সময়ে স্থির করিলাম মূলার মাতার প্রদত্ত জলযোগ ও কোকো পান করিয়া টীয়ার গার্ডেনের সন্নিকটে অবস্থিত একটি বন্দীনিবাসে যাইয়া মধ্য প্রাচ্য হইতে আগত কিছু

সংখ্যক বন্দীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব। এমন সময়ে হ্যার ব্যরণ আমাকে এবং দাদা চট্টোকে তৎক্ষণাৎ যাইতে অনুরোধ করিলেন। আমরা দুইজন চলিয়া গেলাম। হ্যার ব্যালিনের আদেশে আমাদের জন্য কয়েকখণ্ড টর্টেসহ পুনরায় পনীব দেওয়া কোকো আসিল। ডক্টর ফিসাব মানচিত্র খুলিয়া জিজ্ঞাসা কবিলেন, "এইরূপ ন্যাভেল মানচিত্র আপনারা কখনও দেখেছেন?" আমরা উত্তরে বলিলাম, "কখনও দেখিনি, একপ যে মানচিত্র আছে, তা আমাদের জানাও ছিল না।" তিনি ঈষৎ সবুজ রং-এর অংশ দেখাইয়া বলিলেন, "এই দিকটা অগভীর, কোন ষ্টীমার উপকূলে ভিড়িতে পারে না।" একটি স্তম্ভ দেখাইয়া বলিলেন "এই পুরীব জগন্নাথ মন্দির। এ অঞ্চলে কখনও গিয়েছেন? এদিকে নিকটে মালপত্র নিযে ষ্টীমার যদি ভিড়ে তবে ষ্টীমার থেকে মালপত্র নামাতে পাববেন?" পবিষ্কাবভাবে উত্তব দিলাম "না।" হাই স্কুলে পড়াব কালে শশীভূষণ চট্টোপাধ্যায সংকলিত ভূচিত্রাবলী দেখিয়াছি। অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার ওয়াল মানচিত্রও দেখিযাছি। কিন্তু কোনদিনই ভাবি নাই এ সকলের প্রয়োজন হইবে। তিনি এবং তাঁহার সঙ্গী হ্যার ব্যালিন বহু বিষয়ে তথ্য জানিবার জন্য তাঁহাদের উৎসাহ প্রদর্শন করিলেন। কিন্তু আমাদেব অজ্ঞানতা সুগভীর ছিল এবং সর্ব বিষযে আমাদের মূর্খতা এরূপ সীমাহীন ছিল যে তাহাদের সঙ্গে আলোচনা করিতে আমাদেব একবিন্দুও উৎসাহ ছিল না। পরদিন স্পাণ্ডাও-এ যাইয়া বৈজ্ঞানিক ছাত্রগণের মধ্যে ডক্টর দাশগুপ্ত হ্যার ধীরেন সবকার, হ্যাব কেরসাম্প এবং পরাঞ্জপে ও আমি কতকগুলি নাইট্রিফিকেশন (Nitrification) দুরূহ কার্য্য প্রদর্শন করিয়া বিস্ফোরক কারখানার প্রধান রাসায়নিকের বাহবা লাভ করিলাম। এ পর্য্যন্ত স্থির ছিল সমিতির সদস্য, বৈজ্ঞানিক, অবৈজ্ঞানিক, ভাষাতত্ত্বজ্ঞ সকলকেই বিস্ফোরক কারখানায় যাইয়া প্রস্তুত ও প্রযোগ-প্রণালী কিছুটা আয়ত্ত করিতে হইবে। ইহাই ছিল হ্যার ব্যালিন ও হ্যার ব্যারণের উদ্দেশ্য। সকলের উৎসাহ বর্ধনের জন্যই এইরূপ বিধান হইয়াছিল। আজ চীফ কেমিষ্ট বলিলেন, "আপনাবা কর্ত্তাদের বলবেন, সকলকে যেন আব না পাঠায়। একে ল্যাবরেটরী আর কাবখানায স্থানাভাব হয় তাবপব বিশেষ বিপদসঙ্কুল কাজও আপনাদেব করতে হয়। শুধু বৈজ্ঞানিকগণই যেন আসেন।"

ভারত আক্রমণ

স্থির হইয়াছে ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত দিয়া ভারতবর্ষে অনুপ্রবেশ করার জন্য তিনটি দলে অন্ততঃ ৬০ জন সদস্য যাহাদের বন্দুক চালনা, রিভলবার-পিস্তল চালনা সঙ্গিণ বর্শা চালনা শিক্ষা আছে তাঁহারাই যাইবেন। হ্যাব কেরসাম্প প্রথম দলেই যাত্রী হইলেন। ৩।৪ দিন ধরিয়া এ বিষয়ে বহু শলা পরামর্শ আলোচনা বিবেচনা চলিল। কয়েকজন আফ্রিদী সেনা কয়েকজন পাঠান, কয়েকজন পাঞ্জাবী, (কিন্তু শিখ নহেন), কয়েকজন জাঠ সৈন্য যাওয়ার জন্য নির্বাচিত হইলেন। একটি কথা বলিতে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছি যে ইতিমধ্যে ২২শে সেপ্টেম্বর ধীরেন সরকার ও মারাঠে ফরেন অফিস হইতে গোপনপত্র লইয়া কোটের লাইনিং-এর ভিতরে তাহা লুক্কায়িত করিয়া আমেরিকায় চলিয়া গিয়াছেন। আমাদের কয়েকজনের বার্লিনে থাকিতে হইবে। হ্যার ব্যালিন এবং ব্যারণ, আমি, চট্টোপাধ্যায় এবং সুখতাংকরকে বার্লিন অফিসে রাখিবেন বলিয়া জানাইলেন। ডক্টর দাশগুপ্ত, শ্রীসতীশচন্দ্র রায়, শ্রীশচন্দ্র সেন, সন্তাশিব রাও প্রমুখ সকলেরই বিভিন্ন পথে বিভিন্ন নিরপেক্ষ ষ্টীমার ধরিয়া ভারতবর্ষে যাইতে হইবে। তারপরে ডাঃ দাশগুপ্ত বলিলেন, "তিনি সুইজারল্যাণ্ডের জুরিখ, বেয়ার্ণ (Bern), জেনেভা, নিউ সাটেল প্রভৃতি শহরের কোন একটিকে কেন্দ্র করিয়া বৈপ্লবিক কার্য্য আমেরিকায়, তুরস্কে, আফগানিস্থানে ও ভারতে চালাইবেন। এই কথাটি শুনিয়া আলোচনা সভায় সকলে বিস্মিত

ও বিভ্রান্ত হইলেন। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দেশ সুইজারল্যাণ্ড হইতে তিনি কিভাবে কি কার্য্য করিবেন তাহা কেহই উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। বিরক্তির সহিত কেরসাম্প বলিলেন, "হ্যার ডক্টর দাশগুপ্ত, আপনি যদি বলতেন আমি লিসবন অথবা মাদ্রিদে চলে যাব এবং সে সকল স্থান হতে ভারতে বৈপ্লবিক কার্য্য পরিচালনা করব তাহলেও আমরা বিস্মিত হতাম না।" নীরব কর্ম্মী শ্রীশচন্দ্র সেন বলিলেন, "বারীন্দ্র উল্লাস পরিচালিত মুরারীপুকুর কর্মকেন্দ্রের এরূপ বিধান ছিল যে, যদি কেউ নায়কগণের নির্দ্দেশ অমান্য করে কিছু করবার আকাঙ্খা প্রকাশ করতেন তবে অগ্রেই তাকে হত্যা করা হোত। বৈপ্লবিক কার্য্যে যে আপনার দক্ষতা আছে তা প্রমাণ করার জন্য ১৯১১ হইতে বর্ত্তমান যুদ্ধের পূর্ব পর্য্যন্ত নানাবিধ "কক এণ্ড বুল" ষ্টোরী বিভিন্ন সময়ে বলেছেন, এখন ভারতবর্ষে যেতে ভীত হচ্ছেন কেন?" বিষয়টি লইয়া ব্যারণ, ডক্টর মূলার এবং বিশেষভাবে পদ্মনাভম পিল্লাই প্রমুখ ব্যক্তিগণ সমালোচনার তুবড়ী ছোটাইলেন।

১লা অক্টোবর আমি সতীশচন্দ্র রায় ও সদাশিব রাও ফরেইন অফিসের পাশ এবং প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা সঙ্গে লইয়া বার্লিন হইতে সুইজারল্যাণ্ডের দিকে যাত্রা করিলাম। বীর বিপ্লবী ধীরেন্দ্রনাথ তিনজনের জন্য সুইজারল্যাণ্ড সীমান্ত, লিণ্ডাও পর্য্যন্ত তিনখানা সেকেণ্ড ক্লাস টিকিট আনিয়া দিলেন এবং আমার পার্শ্বে বসিয়া প্রায় ১৫ মিঃ কাল বিবিধ বিষয়ে আলোচনা করিলেন। তিনি চক্ষের জলে ভাসিতেছিলেন, রুমালে চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিলেন,—"ভট্টা, তুমি আমার সহোদরসদৃশ, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি 'বুকফাটা দুঃখে গুমরিছে বুকে গভীর মর্মবেদনা।' জানি না ভবিষ্যতে কি আছে; তোমাকে ছেড়ে সুখতাংকরকে বিদায় দিয়ে সমিতি চালনা আমার পক্ষে এক অতীব সুকঠিন কার্য্য। জানিনা তুমি নির্ব্বিঘ্নে যেয়ে তোমার পরিবারে পৌঁছতে পারবে কিনা, জানি না তোমার বৃদ্ধ পিতা, চারটি ভ্রাতা তোমার কিশোরী পত্নী তোমার মুখ পুনরায় দেখতে পাবেন কিনা? বলি কবির ভাষায়ঃ

'যাও সিন্ধুনীরে ভূধরশিখরে, গগনের গ্রহ তারকায়
বায়ু উল্কাপাত, বজ্রশিখা ধরে স্বকার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হও।'

প্রাণের ভাই! যদি পার তবে জেনেভায় আমাদের গুপ্ত অফিসে পত্র লিখে জানিও, কি ভাবে গেলে, কি ভাবে চলবে, কি ভাবে 'জীবন আহবে' কি করবে? গীতার বাণী 'কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।' যদি পার হায়দ্রাবাদ যেও, বৃদ্ধ অঘোরনাথকে বলো, ভারত যদি স্বাধীন হয় তবে তাঁর পদধূলি নিবার জন্য আমি যে ভাবেই হোক ভারতবর্ষে যাব।"

ট্রেইনখানা উচ্চ বংশীধ্বনি করিয়া বিজ্ঞাপিত করিল যে তিন বিপ্লবী ভারতবাসী যাত্রা করছেন। মুহূর্ত্তেক পরে দাদা চট্টো ট্রেইন হইতে অবতরণ করিলেন। জানালা দিয়া আমার বাহুর উপরে শেষ কয়েক ফোঁটা অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ট্রেইন সশব্দে বার্লিন ত্যাগ করিল।

১৯১৫ অব্দের মে মাসে লাহোরে পাঞ্জাবী পত্রিকায় প্রকাশিত হইল যে দাদা চানুজী কেরসাম্পসহ একদল ভারতে অনুপ্রবেশকারী বিপ্লবী আফগানিস্থান ও ইরানের মাঝে বৃটিশ রক্ষীদল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া বন্দী হইয়াছেন। ১৯১৫ অব্দের জানুয়ারী মাসে ঐ দল একরাত্রে বার্লিন ত্যাগ করিয়া অষ্ট্রিয়ার দিকে ধাবিত হন। তাঁহাদের সঙ্গে দুইজন জার্মেন

মিলিটারী অফিসারও ছিলেন, তাঁহারাই ছিলেন পথ নির্দ্দেশক। ঐ দল ভিয়েনায় পৌঁছিয়া তথাকার হোটেল কণ্টিনেণ্টালে আশ্রয় গ্রহণ করে। রাত্রি ১১টায় হোটেলের একটি পরিচালক দাদা চান্‌জী কেরসাম্পকে বলেন, "উপর তলে একটি বিশেষ কোপেতে মিশরের 'খেদিব' আছেন। তিনি খবর পেয়েছেন আপনি ভারতীয় বিপ্লবীগণকে নিয়ে ভারত সীমান্ত দিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশ করবার জন্য চলেছেন। আপনি তাঁহার সঙ্গে আলোচনা করবেন।" কেরসাম্প সাহ্লাদে স্বীকৃত হইলেন এবং পরিচালকের সঙ্গে সঙ্গে খেদিবের গৃহদ্বারে গেলেন। সেখানে চারি পাঁচজন অষ্ট্রো-জার্মেন মিলিটারী অফিসার কতকগুলি ম্যাপ ও মানচিত্র লইয়া আলোচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। কেরসাম্প উপস্থিত হইলে সিভিল পোষাকপরিহিত ব্যক্তিটি অর্থাৎ খেদিবই জোড়করে বলিলেন, "আসুন হ্যার কেরসাম্প। আপনি মিশরের নমস্কার গ্রহণ করুন।" তাঁহাদের সঙ্গে প্রায় দুই ঘণ্টা কাল রাত্রি ১॥ পর্য্যন্ত আলাপ আলোচনা হইল। পরদিন প্রাতঃকালে, যতটা মনে হয় তাঁহারা হাঙ্গেরীতে গেলেন। অপরাহ্ন ৪টায় তাঁহারা ট্রেইনযোগে বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়ায় পৌঁছিলেন। তাহার পর আড্রিয়ানোপল প্রভৃতি কয়েকটি স্থান হইয়া তাঁহারা কনষ্টাণ্টিনোপোলে যাত্রা করিলেন। পথে দার্দ্দানেলিশ ও গেলিপোলিতে বৃটিশ ও ফরাসী রণপোতের বিরাট সমাবেশ দেখিলেন। কনষ্টান্টিনোপলে যাইয়া তাঁহারা তুরস্ক গভর্ণমেণ্টের ফরেইন অফিস কর্ত্তৃক নূতন জামাতার মত সম্বর্দ্ধনা পাইয়া প্রফুল্ল হইলেন। তখন মাত্র তুরস্ক মিত্র শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে। সেই সময়ে জার্মেনীর ভুবনবিখ্যাত সমরনায়ক জেনারেল ফন দেয়ার গল্‌ত্‌স (Vonder Goltz) কন্‌ষ্টানটিনোপলে রণকৌশল শিক্ষা দিতেছিলেন। কেরসাম্প প্রভৃতিকে লইয়া জার্মেন অফিসারদ্বয় তাঁহার সঙ্গে ফোনে আলোচনা করিয়া দাদা চান্‌জীকে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। কেরসাম্প তাঁহাদের দেখিয়া ভাবিলেন জীবন সার্থক হইয়াছে। ভারতের ন্যায় এক ক্ষুদ্র প্রদেশের সিন্ধু দেশের একটি ক্ষুদ্র পার্শীসম্প্রদায়ভুক্ত তরুণ বিপ্লবী ছাত্র আজ সমগ্র পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সেনানায়ক জেনারেল ফন্ দেয়ার গল্‌ৎসের সঙ্গে ভারতের মুক্তি সম্পর্কে আলোচনার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন। অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল আলাপ আলোচনার পর তৎকালীন তুরস্কের প্রধান সেনাপতি এনভার পাশা ও তালাৎ বের সঙ্গে চা-পানে আপ্যায়িত হইলেন। বর্ণিত ব্যক্তিগণ ও সুলতান সকলেই আমাদের প্রতিনিধিগণকে সাদর সম্ভাষণ জানাইলেন। যাহাতে তাঁহাদের যাত্রা সফল হয় সেই কামনাও জানাইলেন। কিন্তু সকলেই বলিলেন ভারতে পৌঁছিবার পথ দুর্গম। তাঁহারা প্রহরী সঙ্গে দিয়া আফগান-সীমান্ত পর্য্যন্ত পাঠাইবেন। কিন্তু কখন, কোথায়, কিভাবে তাঁহারা নিহত হইবেন তাহাও বলিতে পারেন না।

আমার প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া যাইতেছে সুতরাং এই চমকপ্রদ পরিভ্রমণ-কাহিনী সংক্ষেপে সমাপ্ত করিতেছি। তাঁহারা প্রচুর মাল মসলা, খাদ্যদ্রব্য, তুরস্কপ্রদত্ত পোষাক পরিচ্ছদ লইয়া নানাপথ ধরিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া আফগানিস্থানে পৌঁছিলেন। আমীর হবিবউল্লার নিকটেও লিখিত পত্র তাঁহারা দান করিলেন। জার্মেন গভর্ণমেণ্ট, জার্মেন সেনানায়কগণ, মিশরের খেদিব, জেনারেল ফন্ দেয়ার গলৎস্ ও এনভার পাশা প্রদত্ত চিঠিপত্রের রাশি তাঁহারা প্রদান করিলেন। তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনা আদর-আপ্যায়ন ও আহার-বিহার কিছুরই ত্রুটি হইল না। কিন্তু হবিবউল্লা ছিলেন অতিকূট রাজনীতিবিদ। তিনি তাঁহাদিগকে ভারত-সীমান্তের ভিতর দিয়া ভারতে পৌঁছাইবার কোন প্রতিশ্রুতি দিলেন না। বিশেষভাবে আমীরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা একজন প্রিন্স অতি প্যাঁচওয়া লোক ছিলেন। তিনি তাঁহাদের প্রতি সরল সদ্ভাবপূর্ণ ব্যবহার করিলেন না। বিশেষভাবে আমীরের পুত্র যুবরাজ আমান উল্লা মোটেই ভারতে অনুপ্রবেশের প্রস্তাব সমর্থন করিলেন না। তথাপি তাঁহারা বিধাতার বিধানের উপরে নির্ভর করিয়াই যাত্রা করিলেন।

"দুর্গম গিরি কান্তারমরু দুস্তর পারাবার" অতিক্রম করিয়া ভারতে অনুপ্রবেশ করিবেন এই সংকল্প করিলেন। ২০।২৫ দিন শৈলশিখা গিরি-গহ্বর দুর্গম ও বিপজ্জনক পথ পরিভ্রমণ করিয়া বিপদ-সংকুল রাস্তায় তাঁহারা চলিয়াছেন। পথিমধ্যে কোন সৎলোকেব সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নাই। অঞ্চলটাই চোর, ডাকাত, বদমাইশ ও স্বার্থলোলুপ জনগণের চারণভূমি। পথের মধ্যে স্থানে স্থানে বৃটিশ রক্ষীগণ সর্বসময়ে ইংরাজের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য রহিয়াছেন। তাঁহারা তাহাদিগের একটি দলের সহিত আলাপ আলোচনা করিয়া খাইবার পাশ অথবা বুলান পাশের ভিতব প্রবেশ করার জন্য উৎসাহিত হইলেন। তাহারাই তাঁহাদিগকে একটি পথে চালাইয়া ইরাণ সীমান্তে লইয়া গেল। বৃটিশ রক্ষীদলের আশা ছিল তাহারা গোটা দলটিকে ধরাইয়া দিয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের ও পারস্য গভর্ণমেণ্টেব মোটা পুরস্কার লাভ করিবে। সহসা পথিমধ্যে কি হইল কেন হইল কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। কোন তথ্যও আমবা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। ঐ রক্ষীদলের সঙ্গে আমাদেব দেশমাতৃকার সন্তানগণের এক সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। তাহারা কেরসাস্প এবং অন্য সকলকে গুলীবিদ্ধ করিয়া হত্যা করিল। তাঁহাদেব মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া আমরা ১৯১৫ অব্দের জুলাই মাসে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। আমাদেব বুক ভাঙ্গিয়া গেল। আমেবিকা হইতে প্রেরিত অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই আমাদের জাহাজগুলি যেমন বিকল হইয়া গিয়াছে বলিয়া আমরা সংবাদ পাইযা হতাশ হইয়াছিলাম, কেরসাস্পেব মত বিপ্লবীব এরূপ শোচনীয়ভাবে জীবনাবসান হইযাছে জানিয়াও আমবা বস্তুতই বিকৃতমস্তিষ্ক হইলাম। ১৩।১৪ বৎসর পরে বিশ্বকবি, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পবে যে দুইটি ছত্র লিখিয়াছেন আমবা আজও ভাবি দাদা চানজী কেরসাস্পেব জীবনেও তাহা প্রযোজ্য:

"এনেছিলে সাথে কবে মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।"

নিরপেক্ষ সুইজারল্যাণ্ডে ভারতমুক্তির মন্ত্রণা

পদ্মনাভম্ পিল্লাই

১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস। আমি জার্ম্মেনীর হালে (Halle) বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিকেল ইনস্টিটিউটে রাসায়নিক গবেষণায় ব্যাপৃত, সেই সময়ে সুইজারল্যাণ্ডের রাজধানী বেয়ার্ণ (Bern) হইতে ট্রাঙ্ক টেলিফোনে আমার ডাক আসিল, কথা বলিলেন—ভারতীয় উগ্রজাতীয়তাবাদী সি, পদ্মনাভম্ পিলাই। তিনি সংক্ষেপে সামান্য ভূমিকার পর বলিলেন যে, সম্প্রতি "ফ্রাঙ্ক ফুর্টার সাইটুং" (Frankfurter Zeitung) এর আলোচনা পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের "রেইস কনফ্লিক্ট" (Race Conflict) নামক বক্তৃতার যে জার্ম্মেন অনুবাদ (Rassen Kamf) আমি প্রকাশ করিয়াছি তাহা পাঠ করিয়া তিনি পুলকিত হইয়াছেন। ভারতের এই মনীষীর স্পষ্ট ভাষণ যথাযথভাবে অনূদিত করিয়া আমি বস্তুতঃই দেশের কল্যাণসাধন করিয়াছি। তিনি তজ্জন্য আমাকে অভিনন্দিত করিলেন, এবং উক্ত ভাষণটি তাঁহার সম্পাদিত "প্রো-ইণ্ডিয়ান" (Pro-Indian) পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত এবং ফ্রেঞ্চ ও ইটালিয়ান ভাষায়ও তাহা অনুবাদের অধিকার চাহিলেন।

সুইজারল্যাণ্ডের বেয়ার্ণ সহরেই ছিল তাঁহার প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র, তিনি "প্রো-ইণ্ডিয়া সোসাইটি" প্রতিষ্ঠা করিয়া নিজেই ইহার সভাপতি এবং "প্রো-ইণ্ডিয়ান" পত্রিকার সম্পাদকরূপে ভারত-মাতার মর্ম্মান্তিক অবস্থা ইউরোপে বিজ্ঞাপিত করেন।

সোমালীল্যাণ্ডের মোল্লা সেই সময়ে তাঁহার দেশবাসীকে উদ্‌বুদ্ধ করিয়া এংগ্লো-ফ্রেঞ্চ শক্তির দাপট চূর্ণ করার চেষ্টায় আমরণ সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন, এংগ্লো-ফ্রেঞ্চ সংবাদপত্রসমূহে তাঁহাকে "পাগলা মোল্লা" আখ্যা দিয়া তাঁহার কার্য্যাবলীর বিবরণ নিত্য প্রকাশিত হইত। "প্রো-ইণ্ডিয়ান" পত্রে পিলাই প্রকাশ করিলেন :—

"সোমালীল্যাণ্ডের জাতীয়তাবাদী মোল্লা কি উন্মাদ?" তিনি বিস্তৃত প্রবন্ধের উপসংহারে লিখিলেন, "তাহা হইলে পঁয়েনকার, এসকুইথ প্রভৃতি রাষ্ট্রনায়কগণ সকলেই ত উন্মাদ!"

মধ্য ইউরোপের সকল সমাজতন্ত্রী সংবাদপত্রেই এই প্রবন্ধের উদ্ধৃতি মন্তব্যসহ প্রকাশিত হইল। পিলাই সুইজারল্যাণ্ডে বিভিন্ন সহরের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রসমূহে এবং "ইয়ং ম্যান্‌স ক্রিশ্চিয়ান এসোসিয়েশন" হলে প্রায়শঃ বক্তৃতা দিয়া ভারতের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য এবং পরপদানত হওয়ায় তাহার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিপথের বিঘ্ন সম্বন্ধে প্রচারকার্য্য চালাইতেন, তিনি একজন বিপ্লববাদীও ছিলেন, সুতরাং তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিলাম। প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রণ ও অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ করার অধিকার দিলাম।

প্রকৃতপক্ষে আলোচ্য অনুবাদটি আমার নামে প্রকাশিত হইলেও আমি অনুবাদ করি নাই।

অনুবাদক ছিলেন বার্লিনের অন্যতম অধ্যর্থী ধীরেন্দ্রকুমার সরকার (অধ্যাপক বিনয় সরকারেব অন্যতম কনিষ্ঠ ভ্রাতা) এবং তাঁহার পরিচিতা জনৈকা জার্ম্মেন শিক্ষয়িত্রী। তাঁহারা মিলিতভাবে, প্রবন্ধটি এবং রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতা, গল্প ও সঙ্গীত অনুবাদ করিয়াও সংবাদপত্রাদিতে প্রকাশ করার সুযোগ পাইলেন না। অগত্যা আমার শরণাপন্ন হইলেন।

অপব দিকে নভেম্বরের ১৪ তারিখের প্রাতঃকালীন সংবাদপত্রে রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জার্ম্মেন পত্রিকাসমূহে অষ্ট্রিয়ান নাট্যকার পিটার রোজেগার (Peter Rosegar)-কে অবজ্ঞা কারিয়া সুদূর প্রাচ্যের অজ্ঞাত অখ্যাত এক রাজপুত্রকে (কোন কোন পত্রে রবীন্দ্রনাথকে মহারাজার পুত্র বলিযাও বর্ণিত হইয়াছিল) পুরস্কৃত করা যে নিতান্ত অসমীচীন ও অযৌক্তিক হইয়াছে এবং ইহাতে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তব ও সাহিত্য-সেবিগণের পাকচক্র বহিয়াছে এরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হইল। "লুষ্টিসে ব্লাটার" (Lustige Blaetter) নামক ব্যঙ্গপত্রেব প্রচ্ছদপটেই একটি চিত্রে দেখা গেল ইংলিশ ও সুয়েডিশ সাহিত্যিকগণ দূববীণ লইযা আফ্রিকাব জঙ্গলে নোবেল পুবস্কার প্রদানের উপযোগী সাহিত্যিক খুঁজিতেছেন এবং অন্যান্য বহুপ্রকার বিদ্রূপ!

এই সময়ে আমি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ভ্রম নিরসনের জন্য প্রায় ৪ কলমব্যাপী একটি প্রবন্ধ "বার্লিনেযার টাগেব্লাট" (Barliner Tageblatt) পত্রিকায প্রেরণ কবিলে সম্পাদক তাঁহাদের "মন্তব্য অক্ষুন্ন রাখিয়া প্রবন্ধে বহু অজ্ঞাত তথ্য বহিযাছে বলিযা" ইহা সাগ্রহে প্রকাশ করি-লেন। ইহাতে উৎসাহিত হইয়া আরও কযেকটি প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ কবিযা রবীন্দ্র-নাথেব বিভিন্নমুখী কর্ম্মধাবাব কিঞ্চিৎ পবিচয দিলাম। ইহাতে সুধীসমাজে পরিচয, কতকটা খ্যাতি এবং কিছু অর্থলাভও হইল।

ধীরেন সরকার এ জন্যই মনে করিলেন আমার মত যশস্বী (!) লেখকের নাম থাকিলে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে। বস্তুতঃ তাঁহার আশা পূর্ণ হইল এবং দক্ষিণা ১০০ মার্ক (তৎকালে ৭৫৲) পাইযা আমি যখন তাহা তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলাম তখন তিনি পুনরায় ৫০ মার্ক আমাকে পাঠাইলেন।

রবীন্দ্রনাথ "নিউ ইয়র্কের" রসেষ্টারে (Rochester) "কংগ্রেস অব দি ন্যাশনেল ফেডা-রেশন অব রেলিজিয়াস লিবারেল্স" এর অধিবেশনে ইহা অভিভাষণরূপে পাঠ করেন। বোষ্টনের "দি ক্রিশ্চিয়ান রেজিষ্টার" এবং অন্যান্য কতকগুলি দার্শনিক সংবাদপত্রেও ইহা সম্পর্ণভাবে প্রকাশিত হইযাছিল।

"মডার্ণ রিভিউ"তে ১৯১৩ অব্দেব এপ্রিল মাসে ইহা (অর্থাৎ নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির ৬ মাস পূর্বেই) প্রকাশিত হইয়াছিল।

টেলিফোনে পিলাইর সঙ্গে কথাবার্তা বলার পরদিনই সন্ধ্যাবেলায় এক প্যাকেট "প্রো-ইণ্ডিয়ান" ডাকে আসিয়া পৌঁছিল। সংখ্যাগুলি বাছাই করা, মাঝে মাঝে রঙ্গীন পেন্সিলে দাগ দেওয়া। একটি দাগ দেওয়া প্রবন্ধ ছিল—রাশিয়ার জার, দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের হত্যাকাহিনী। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ্চ—"উদ্ধারকর্তা জার" (Czar Liberator) আখ্যাত সম্রাট যখন অপরাহ্ন ৩ ঘটিকায় এক বিরাট মিলিটারী প্যারেড দর্শন করিয়া সেণ্ট পিটার্সবার্গ (বর্তমানে

লেনিনগ্রাড) সহরের থিয়েটার ব্রীজের দিকে আসিতেছিলেন সেই সময়ে নিকোলাস ডোয়ানভিচ রিসাকভ (Nicholas Doonovitch Rissakov) নামক মুক্তিকামী তরুণ তাঁহার গাড়ীর পার্শ্বে আসিয়া রুমালে বাঁধা একটি বোমা নিক্ষেপ করিলেন। ইহা আকাশভেদী শব্দে বিস্ফুরিত হইল, দুই জন গার্ড এবং অদূরে দণ্ডায়মান একটি বালক নিহত হইল। জার গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া স্থানটি পরীক্ষা করিতেছিলেন, ৫ মিনিট মধ্যেই জনৈক পোলিশ বিপ্লবী তরুণ আর একটি বোমা নিক্ষেপ করিলেন, তাহাতে জার সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়া "উইণ্টার পেলেসে" নীত হইলেন এবং ৪-২৫ মিঃ সময়ে ইহলোক ত্যাগ করিলেন। পোলিশ বিপ্লবী ছিলেন গ্রিভিনভেত্সকী (Gvinive[t]zki)। পিলাই হৃদয়গ্রাহী ভাষায় উক্ত দুই তরুণের বর্ণনা করিয়া "জার লিবারেটারে"র (Czar Liberator) সিকি শতাব্দীকালব্যাপী শাসন ব্যবস্থার সংস্কারসাধনের প্রচেষ্টাসত্ত্বেও যে ইঁহারা এই কার্য্য করিয়াছেন তাহা সমর্থন করিয়াছেন।

এরূপই ছিল পিলাইর লেখনী সঞ্চালন। তিনি শ্যামাজী কৃষ্ণ বর্ম্মার "ইণ্ডিয়ান সোসিওলজিষ্ট" পত্রের মত না হইলেও অনেকটা ঐ ধরণের প্রবন্ধই প্রকাশ করিতেন।

উগ্র জাতীয়তাবাদী সিদ্দিক!

ইহার দুই দিন পরেই "গোয়েটিংগেন" (Goettingen) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যর্থী আর এক উগ্র জাতীয়তাবাদী সিদ্দিক আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য কেমিকেল ইনষ্টিটিউটে উপনীত হইলেন। তাঁহাকে লইয়া দারুণ শীতের মধ্যেই একটা পার্কের কোণে বসিলাম। তিনি হায়দরাবাদ গভর্ণমেণ্ট প্রেরিত ছাত্র, বার্ষিক ৪৫০ পাউণ্ড বৃত্তি পান, কিন্তু অধ্যয়নের বিষয়ে ইতিহাস, সঙ্গে বাধ্যতামূলক দর্শন এবং অতিরিক্ত বিষয় আরবী, পার্শী সাহিত্য—ল্যাবরেটারী ব্যয়ও নাই, আনুষঙ্গিক ব্যয় নামমাত্র। এজন্য নিয়তই পরিভ্রমণ করিতেন। তাঁহাকে আমরা "তালাৎ বে" আখ্যা দিয়াছিলাম। "তালাৎ বে" (Talat Bey) ছিলেন নব্য-তুরস্কের পররাষ্ট্র দপ্তরের সহকারী, তিনি সর্ব্বদাই রাজনৈতিক কার্য্যে বিভিন্ন দেশে পর্য্যটন করিতেন। জার্ম্মেনীতে আমরা কয়েকবার তাঁহার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিয়াছি।

সিদ্দিক বলিলেন, "শুনুন, একটা শুভ সংবাদ। আমাদের বন্ধু, সমগ্র এশিয়ার বন্ধু নব্য গণতন্ত্রী চীনের অন্যতম রাষ্ট্রসচিব ডক্টর ইয়েন শীঘ্রই প্যারিস হতে বার্লিনে আস্ছেন। ,আমরা এশিয়ার যুবকগণের পক্ষ থেকে বার্লিনে তাঁকে এক প্রীতিভোজে সংবর্দ্ধিত করবো, কিন্তু জাপানী ছাত্রগণকে ডাকবো না, তারা আসবেও না।"

তারপর তিনি বলিলেন—"আমাদের কর্তব্য হবে আইরীশ, পোলিশ, নব্যতুর্কী এবং জাতীয়তাবাদী মিশরীয়গণকে আহ্বান করা, তাঁদের আশা-আকাঙ্খা আমাদেরই মত।"

অতঃপর তিনি আরও বলিলেন—"আমাদের জোর বরাত থাকলে হয়ত এই সম্মেলনে তালাৎ বে, সুক্রীপাশা, মিশরের জাতীয়তাবাদী ফরিদ বেকেও পেতে পারি।"

"আমি আজ বেয়ার্ণ হতেই এলাম। সেখানের ভারতীয়গণ সানন্দে যোগ দেবেন। পিলাই বললেন, তাঁরা চার-পাঁচ জন অবশ্যই উপস্থিত হবেন। জুরিখ এবং বাসেলেও গিয়েছিলুম, তথাকার বন্ধুগণও পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের মতই সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করতে সম্মত।"

এবার তিনি বললেন "চলুন, একটা রেষ্টোরেণ্টে খেযে সান্ধ্যভোজটা সেরে নেই।"

আমি বললুম, "না, চলুন আমাব কক্ষে, ডিমের ওমলেটসহ খিচুড়ী খাবেন।"

সিদ্দিক আহ্লাদে বলিলেন, "জিহ্বায জলসঞ্চার হচ্ছে, চলুন। বার্লিনে ডক্টর চক্রবর্ত্তী এবং ডক্টর দাশগুপ্তের বাটীতে আপনাব রাঁধা খেযেছি, আপনাব রাঁধাব প্রশংসা তাঁবা উভযে এমন কি ডক্টর মিত্র, ডক্টব হবিশ্চন্দ্র, দেশাইপ্রমুখ সকলেই করেছেন।"

আমার কক্ষে আসিযা উভযে মথিত পনীরসহযোগে কোকো পান করিলাম। অতঃপর গ্যাস-স্টোভে খিচুড়ী চাপাইয়া বিবিধ বিষয়ের আলোচনায মগ্ন হইলাম।

সিদ্দিক দৃঢ় প্রকৃতির জাতীয়তাবাদী ছিলেন। মাসিক বৃত্তি পাঁচ শতাধিক টাকা। তথাপি তিনি কোনো প্রকার কুপথে চলিতেন না। ইউরোপে অধ্যর্থী মুসলমান ছাত্রগণের মধ্যে একটি ইউ-রোপীয়ান মহিলার সঙ্গে বিবাহিত নহেন, কিম্বা একসঙ্গে বসবাস কবেন না এইরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। এই বিরলের অন্তর্গতই ছিলেন সিদ্দিক, এজন্য তিনি জাতীযবাদ প্রচাবকাবীগণকে সময়ে সময়ে অর্থসাহায্য করিতেও ত্রুটি কবিতেন না।

১৯১৪ অব্দে প্রথম মহাযুদ্ধের কালে আমরা যখন 'বার্লিনে ভারত উদ্ধার' উদ্যোগ আরম্ভ করি সেইসময়ে তিনিও সাগ্রহে যোগদান কবেন। পরে হাযদারাবাদ উসমানিয়া কলেজের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইয়া ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তথাযই ছিলেন, এই সংবাদও বিশ্বাসযোগ্য সূত্রে পাইযাছিলাম। তাবপর আব তাঁহাব সংবাদ অবগত নহি।

সিদ্দিক বলিলেন, "স্যুইজারল্যাণ্ড এক অদ্ভুত দেশ! ক্ষুদ্রতম রাষ্ট্র 'স্যান ম্যারিণো' ব্যতীত এত দীর্ঘকালের গণতান্ত্রিক নিরপেক্ষ দেশ আর নেই। এ জন্যই পিলাই পড়া-শোনা ছেড়ে দিয়ে সেখানে গাযের ঝাল মিটিয়ে ব্রিটিশ-বিরোধী বিষোদ্গার করতে পারছেন।" আমাকে বললেন, "খৃষ্টমাসের ছুটিতে এখানে আসুন। অন্তবঙ্গ বন্ধুবান্ধব নিযে একটা সম্মেলনে দেশ-মাতৃকাব বন্ধনমুক্তির জন্য সুচিন্তিত কর্ম্মধারা প্রস্তুত কবে কাজে ঝাঁপিযে পড়ি।"

আমি বলিলাম, "বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ কবে মতামত জানাব।"

ক্ষণিক ধূম্রপানের পর বলিলেন, "মন্দ কি, প্যারিসে ম্যাডাম কামার কর্ম্মকেন্দ্র এত সুপরিচিত হয়ে গেছে যে, তারসঙ্গে সম্পূর্ণ যুক্ত থেকে জার্ম্মেনীতে কিছু করা আমাদের পক্ষে (অর্থাৎ আমরা, যারা বিভিন্ন রাজ্য বা ভারত গভর্ণমেণ্টের বৃত্তিপ্রাপ্ত) কঠিন, এমন কি বিপদ-সঙ্কুলও বটে। জার্ম্মেনী ইংরাজকে তুষ্ট করে শক্তিবিস্তারের প্রয়াসী, ওদিকে ফ্রান্স সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার ধ্বজাধারী সাম্রাজ্যবাদী ফ্রান্স ত্রিশক্তির সমন্বয়ে (Triple Entante) জার্ম্মেনীকে পর্য্যুদস্ত কবার আকাঙ্খায নিয়ত ব্রিটেনকে তোষামোদ করছে, নতুবা আমাদের সাভারকাবেব ন্যায্য অধিকারলাভের সংগ্রামে এত অবজ্ঞা এত গাফিলতি করতো?"

সহসা তিনি বলিলেন, "যাক্, আগে ত ডক্টর ইয়েনের সংবর্দ্ধনাটা শেষ হয়ে যাক্, দেখি, আমাদের কাঁধে কতটা খরচা চাপে।"

নিরপেক্ষ সুইজারল্যাণ্ডে ভারতমুক্তির মন্ত্রণা

আহারান্তে রাত্রি ৯টায় হোটেলে যাওয়ার কালে আমাকেও সঙ্গে লইলেন। দারুণ শীত পড়িয়াছে। কানের উপর পর্য্যন্ত ঢাকা দিয়া বাহির হইলাম।

তিনি হালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হোটেল টুল্‌পেতে (Tulpe) উঠিয়াছেন। এই হোটেলেই ত্রিতলের এক সুশোভন কক্ষে অধ্যর্থী তুকারামকৃষ্ণ লাডডু (Laddu) বাস করেন। তিনি মহারাষ্ট্রের বিখ্যাত চিৎপাবন ব্রাহ্মণ। পান্ধারপুরে তাঁহার বাটী, স্থানটি পান্ধারপুরের মেলার জন্য বিখ্যাত। ১৯০৯ অব্দে বোমা বিস্ফোরণের পর বিলাতে পার্লিয়ামেণ্টে পর্য্যন্ত ইহার খ্যাতি বিস্তৃত হইয়াছে। বোমাসংগ্রবে ধৃত যুবকগণের সঙ্গে লাডডুও জড়িত আছেন মনে করিয়া কিছুকাল পুলিশ তাঁহাকে টানা-হ্যাঁচড়া করিয়াছিল। জনৈক ইউরোপীয় অধ্যাপকের চেষ্টায় তিনি বিপন্মুক্ত হইয়া ভারত গভর্ণমেণ্টের বৃত্তি বার্ষিক ৩৫০ পাউণ্ড পাইয়া হালেতে আসেন এবং এপিগ্রাফীর সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক হুলতসের (Hultze) অধীনে ইণ্ডিয়ান এপিগ্রাফীতে গবেষণা করিয়াছেন। তিনি ত্রিবিক্রমের প্রাকৃত ব্যাকরণের ভাষ্য (Prologomena to Tri-Bikram's Prakrit Grammar) লিখিয়া ডক্টোরেট পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। তিনি ১৯১৪ অব্দের প্রথম দিকেই "ডক্টর" হইয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করেন, এবং কাশী কুইন্স কলেজে অধ্যাপনা করার কালে ১৯২৩-২৪ এর মধ্যে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

লাডডু সেদিনই প্রাতঃকালে তাঁহার বন্ধু ইন্দোলজীর ছাত্র অধ্যাপক গুণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে লাইপজীগ গিয়াছিলেন। এজন্য সিদ্দিক তাঁহার সাক্ষাৎ পান নাই।

আমরা হোটেলে যাইয়া অবগত হইলাম যে, কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তিনি প্রত্যাবর্তন করিয়া নিজ কক্ষেই আছেন। আমরা উপস্থিত হইলে তিনি প্রীতি-প্রফুল্লবদনে আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন, তারপর বলিলেন, তাঁহার সঙ্গে আমাদিগকেও নৈশভোজে বসিতে হইবে। কিন্তু সিদ্দিক যখন খিচুড়ী-বার্তা দিলেন তখন তিনি খিচুড়ীর শোকে অভিভূত হইলেন। তিনি নিরামিষাশী কিন্তু অবাঙ্গালী নিরামিষভোজিগণের মতই পেঁয়াজ-রসুনে আপত্তি নাই; অধিকন্তু ইউরোপের নিরামিষ ভোজনাগারে ডিম্বের প্রচলন দেখিয়া ডিম্বও দু-চারটি প্রত্যহ উদরস্থ করেন।

আমরা তাঁহার সঙ্গেই নিম্নতলে ভোজনাগারে যাইয়া টেবিলে উপবেশন করিলাম এবং কয়েক প্রকার মিষ্ট দ্রব্য ভোজন ও ছোট ছোট পেয়ালায় কৃষ্ণবর্ণ কফি পান করিয়া বিবিধ বিষয়ে আলোচনা করিলাম, ডক্টর ইয়েনের সংবর্দ্ধনা, বেয়ার্ণে সম্মেলন ইত্যাদি।

পরদিন প্রভাতে সিদ্দিক বার্লিনে চলিয়া যাইবেন, তিনি লাডডুকে হিন্দিতে বলিলেন, "শুনোন পণ্ডিতজী! আপনি হ্যার ভট্টাচারিয়ার বার্লিন যাতায়াতের পাথেয় দিবেন, তিনি থাকবেন ধীরেন সরকারের কক্ষে। একটি রাত্রির ব্যাপার ত? আমি বার্লিনে তাঁর আহারের ব্যয় এবং সংবর্দ্ধনা-ভোজের দেয় চাঁদা দিয়ে দিব। আমরা দুজন গভর্ণমেণ্টের বৃত্তিধারী, আর্ট কোর্সের অধ্যর্থী, শিক্ষাব্যয় প্রায় শূন্য, আর ভট্টা রাসায়নিক গবেষণাকারী; ল্যাবোরেটরী খরচ ইত্যাদিতে অনেক পয়সা তার যায়। আমরা এ সকল ব্যাপারে সাহায্য না করলে ওঁর চল্‌বে কেন?"

লাডডু সহাস্যে বলিলেন,—"ভাগাভাগি কেন বাপু? হয় সবটাই তুমি দাও, নয়ত আমাকেই দিতে দাও।"

আমি বললাম, "লাডডু অনেক সময়েই দিয়ে থাকেন। গত প্যারিসযাত্রা সম্পূর্ণ ওঁর খরচাযই হযেছে।"

সিদ্দিক বলিলেন,—"বেশ, বেশ, না হয় বেয়ার্গ যাতাযাতের খরচটা আমিই দেব। হ'লো তো ?"

বার্লিনে চীন রাষ্ট্রসচিবের সংবর্দ্ধনা-ভোজ

দু'তিন দিন পরই সুরম্য মুদ্রিত পত্র পাইযা জ্ঞাত হইলাম যে পরবর্তী শনিবার সন্ধ্যা সাতটায "হোটেল কাইজারীণ আগস্টে ভিক্টোবিয়া" হলে সংবর্দ্ধনা-ভোজ অনুষ্ঠিত হইবে। সন্ধ্যাবেলায লাডডুও আসিযা এ বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ করিলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে অপরাহ্ণ ৩টার গাড়ীতে আমরা উভয়ে বার্লিন যাত্রা করিলাম এবং বার্লিনে উপনীত হইয়া অগ্রে ধীরেন সরকারের বাটীতে যাইয়া ভোজসভার উদ্যোগ-আযোজনের বিস্তৃত বিবরণ জ্ঞাত হইলাম।

তিনি বলিলেন, চীনা ছাত্রসংঘ ভোজনের হল, চীন গণতন্ত্রের পতাকাদিতে সাজসজ্জার জন্য ৫০০ মার্ক দিযাছেন। ভোজের কভার (cover) চাবি মার্ক করা হইযাছে, তাঁহাদের জন্য ৫০ খানা আসন রিজার্ভ করার জন্যও ৬ মার্ক হিসাবে দিযাছেন। আমাদের ন্যূনতম দেয ৫ মার্ক হিসাবে দিলেই চলিতে পারে।

সুইজারল্যাণ্ড হইতে পদ্মনাভম্ পিলাই জনকয়েক বন্ধুসহ আসিযা হোটেল কণ্টিনেণ্টালে উঠিয়াছেন। বাংলার পুরাতন অধ্যর্থী ডক্টর পি, সি, মিত্র, ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ও ডক্টর জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত বার্লিনে অনুপস্থিত। প্রথমোক্ত মিত্র মহাশয় দেশে, দ্বিতীয় চক্রবর্ত্তী মহাশয় বুদাপেষ্টে এবং শেষোক্ত দাশগুপ্ত বাসেলে আছেন। শেষ দুইজন দুই রাসাযনিকের কার্য্যে নিযুক্ত। ধীরেন সরকার, আমি এবং শরৎচন্দ্র দত্ত (কলিকাতার আদেয়ার দত্ত কোং—এর প্রতিষ্ঠাতা) এই তিন বাঙ্গালী সংবর্দ্ধনা-ভোজে যোগ দিলাম। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হইতে ৩০।৩৫ জন ভারতীয উপস্থিত হইলেন এবং সানন্দে যোগ দিলেন।

সন্ধ্যাবেলায় উজ্জ্বল আলোকমালা-মণ্ডিত হলে প্রায ২৫০ জন বিভিন্ন দেশীয় তরুণ ও প্রৌঢ়ের সম্মেলনে গণতন্ত্রী চীনের বার্লিনস্থ প্রথম রাষ্ট্রদূত বিপ্লবী নায়ক বর্ত্তমান গণতন্ত্রের অন্যতম রাষ্ট্রসচিব ডক্টর ইয়েনসহ সভায় উপনীত হইলেন। জার্ম্মেনীর কতিপয চীনা ভাষাবিদ্ অধ্যাপক ও ছাত্র এবং চীনবিপ্লবে পরোক্ষে ও প্রত্যক্ষে সাহায্যকারী ব্যক্তিগণ যথা—হামবুর্গ-আমেরিকা লাইনের অধ্যক্ষ হ্যার আলবার্ট বালিন (ইনিই ১৯১৪ অব্দে আমাদের ভারতবন্ধু জার্ম্মেন সমিতির প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন), চীনা ভাষাভিজ্ঞ ডক্টর মূলার (ইনি ১৯১২ অব্দে চীন দেশে জার্ম্মেন গভর্ণমেণ্ট এবং চীনবিপ্লবের নায়কগণের মধ্যে লিয়াসন অফিসার ছিলেন, পরবর্ত্তী কালে ১৯১৪ অব্দে তাঁহাকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আনয়ন করিয়া জার্ম্মেন গভর্ণমেণ্ট এবং আমাদের মধ্যেও লিয়াসন অফিসার করা হয়) প্রমুখ কতিপয় ব্যক্তিকেও সম্মেলনে দেখিয়া প্রীত হইলাম।

একজন চীনা ছাত্র চীনের জাতীয় সঙ্গীত গাহিয়া সভার উদ্বোধন করিলেন। ইহা আমাদের দেশের পদাবলীর মত বা বর্তমান যুগের গণসঙ্গীতের মত মনে হইয়াছিল।

চীন রাষ্ট্রসচিবের অভিভাষণ

উত্তরে ডক্টর ইয়েন প্রায় ৪৫ মিনিট কাল সুশ্রাব্য জার্ম্মেন ভাষায় সুস্পষ্ট ভাষণ দিলেন। তিনি চীনবিপ্লবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বার্লিনে চারি-পাঁচ বৎসর অধ্যয়ন করেন এবং পরে আমরা জানিতে পারি যে, জার্ম্মেন পররাষ্ট্র দপ্তর সংশ্লিষ্ট কোনো একটি ধনিকমণ্ডলীর নিকট হইতে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য পাওয়ার প্রতিশ্রুতি লইয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯১১-১২ অব্দের বিপ্লবকালে ডক্টর স্যান ইয়াৎ সেনের অবিস্মরণীয় আত্মোৎসর্গের কাহিনী তিনি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বর্ণনা করিয়া বলেন যে, ভগবান প্রেরিত তাঁহাদের এই গণনায়ক এবং তাঁহার অগণিত সহকর্ম্মীগণের আকাঙ্খা চীনরাষ্ট্রকে পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সুইজারল্যাণ্ডের আদর্শে সুগঠিত করা। ক্ষুদ্র একটি পার্ব্বত্য-প্রদেশ এই সুইজারল্যাণ্ড, চীন এবং ভারতবর্ষের এক একটি জেলা হইতেও ক্ষুদ্র, মাত্র ১৬০০০ বর্গ-মাইল স্থান লইয়া এই দেশটি, তার লোকসংখ্যা মাত্র চল্লিশ-একচল্লিশ লক্ষ। তার মধ্যে ৩০ লক্ষ লোকের কথ্য ভাষা জার্ম্মেন, আট লক্ষ পঞ্চাশ হাজারের ভাষা ফ্রেঞ্চ, এবং মাত্র দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজারের ভাষা ইটালিয়ান। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই তিনটি ভাষাই সমভাবে জাতীয় এবং অফিসিয়েল ভাষারূপে গণ্য হয়। তিন ভাষাতেই ইউনিভার্সিটি চলিতেছে। রাজ্য চিরকালই নিরপেক্ষ। নেপোলিয়নের বক্রচক্ষুতে যেমন দেশ বিপন্ন মনে করে নাই, বিসমার্কের জার্ম্মান রাষ্ট্রগঠন কালেও সে সন্ত্রাসিত হয় নাই। তিনটি ভাষাভাষী অঞ্চল কখনও তিন দিকে তিন শক্তিশালী রাষ্ট্র, জার্ম্মানী, ফ্রান্স এবং ইটালীর সঙ্গে সম্মিলিত হইতেও প্রয়াসী হয় নাই। সম্পূর্ণভাবে জাতি, ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রমত নিরপেক্ষ এই ক্ষুদ্র অথচ শক্তিশালী দেশ বহু দেশের বহু কারণে লাঞ্ছিত উৎপীড়িত জনগণকে সাদরে আশ্রয় দিয়া পৃথিবীতে এমনই অপ্রতিদ্বন্দ্বী একটা ইজ্জতের মুকুট মস্তকে ধারণ করিয়াছে যে, বিভিন্ন দেশের ধনী মানী ব্যক্তিগণ কোটি কোটি পাউণ্ড স্বর্ণমুদ্রা এই রাজ্যের ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিয়া রাজ্যের স্বর্ণ-তহবিলকে সুপষ্ট করিয়া বহু জাতি এবং বহু লুণ্ঠনলোলুপ দেশের ঈর্ষানল প্রজ্বলিত করিয়াছে। এই রাজ্য আবহমানকাল হইতে সর্ব্বদা সর্ব্বক্ষেত্রে সর্ব্বভাবে জাতিসংঘাত, ধর্ম্মসংঘাত বা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ-সমস্যায় বিচলিত হয় নাই বলিয়াই এ সকল সমস্যার উদ্ভবও সুইজারল্যাণ্ডে হয় নাই।

যে কোন জাতি বা ধর্ম্মের অনুসরণকারিগণ—তাহাদের সংখ্যা যত নগণ্যই হউক, নিত্য আকাঙ্খামত ন্যায়বিচার পাইয়া থাকে। জাতিতে জাতিতে, ধর্ম্মে-ধর্ম্মে সর্ব্বপ্রকারে যে ঐকতান নিত্য এই ক্ষুদ্র অথচ মহান দেশে ধ্বনিত হইয়া থাকে তাহা বিশ্বের অগণিত জাতি ও গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নরনারীর আদর্শ হওয়া একান্ত বিধেয়। আমরা একাগ্রচিত্তে কামনা করি, ঠিক এমনিই আদর্শে অনুপ্রাণিত করিতে আমাদের অসংখ্য জাতি, শ্রেণী, গোষ্ঠী, বহু ধর্ম, বহু শত মত ও পথের অনুসরণকারী বহু বহু বৈচিত্র্যপর্ণ ভাষাভাষী বিভিন্ন প্রকৃতির কোটি কোটি নরনারীকে। আমরা চাই, ভগবান-প্রেরিত আমাদের মহাজাতির মহানায়ক মহামানব স্যান ইয়াৎ সেনকে অগ্রে লইয়া মুক্তির পথে জীবনের পথে আলোকের বর্তিকা লইয়া অগ্রসর হইতে, যেন দেশবাসীর রোগ, শোক, দুঃখ, দৈন্য, নৈরাশ্যবাদের অন্ধকার বিদূরিত হয়, যেন জাতি একাত্মবোধে শক্তিশালী হইয়া পশ্চাতের কালিমা, বিপ্লবের রক্তবন্যা সম্পর্ণ মুছিয়া ফেলিয়া ভবিষ্যতের সহস্রাংশুর সহস্র কিরণরশ্মিতে সঞ্জীবিত হইতে পারে।

সুইজারল্যাণ্ডের বহির্গমনের পথ নাই। সমুদ্র–উপকূল নাই, নৌপোত নাই, তথাপি তাহার বহির্বাণিজ্য দিনের পর দিন উন্নতির পথে চলিয়াছে। সর্ব্বশেষে বক্তা বলেন, ক্ষুদ্র সুইজারল্যাণ্ডের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ওয়াচগুলি যেমন দিবা-রাত্রি ওয়াচ করিয়া পৃথিবীর নিয়ামকরূপে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছে, শান্তির বিজয়পতাকা লইয়াও এই ক্ষুদ্র রাজ্য সমগ্র পৃথিবীর দাম্ভিক রাষ্ট্রনায়কগণের বহ্বাস্ফোটে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া যিশুখৃষ্টের মত সকলকে ডাকিতেছে Come unto me (আমাতে এস)!

আমরা চাই, এমন আদর্শে জাতিকে অনুপ্রাণিত করিতে যাহা নির্ভীক অথচ নির্ব্বিকার, স্বাধিকার রক্ষায় সদা জাগ্রত অথচ স্বাধিকার বিস্তৃতির মোহে পরস্বাপহারী নহে।

তিনি বলিলেন, পৃথিবীতে শান্তিস্থাপনের মানসে ডক্টর স্যান ইয়াৎ সেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি মিঃ উডরো উইলসন-সমীপে এক দীর্ঘ স্মারকলিপি প্রেরণ করিয়াছেন, দেখা যাক ইহা কি ভাবে গৃহীত হয়।

অতঃপর তিনি ভারতীয়, আইরীশ ও মিশরীয় জাতীয়তাবাদীগণের আশা ও আকাঙ্খা চরিতার্থ করার জন্য সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবানের আশীর্ব্বাদও কামনা করিলেন।

মিশরের ফরিদ বের সঙ্গে আলোচনা

পরদিন প্রাতরাশের সময়ে হোটেল কণ্টিনেণ্টালে আমরা ৭ জন ভারতীয়, ২ জন আইরীশ, মিশরের জাতীয়তাবাদী ফরিদ বের সঙ্গে মিলিত হইলাম। আইরীশ বন্ধুদের একজন ছিলেন ডে. কুর্টিন (De Curtin), ইনি ক্যাথলিক ছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধকালে আইরীশ-বিপ্লবী স্যার রোজার কেইসমেণ্ট (Sir Roger Casement) জার্ম্মেনীর অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র এবং আমেরিকা-প্রবাসী আয়র্লণ্ডের জাতীয়তাবাদী হইতে সাহায্য লইয়া এক দল নৌ-সৈনিকসহ একটি নৌ-পোতে আয়র্লণ্ড-উপকূলে অবতরণের চেষ্টা করেন—তখন ব্রিটিশ রণতরী তাহা ধ্বংস করে। আরোহিগণ উপকূলে অবতরণকালে ধৃত হইয়া স্যার রোজারসহ বিচারের পর ফাঁসীতে মৃত্যু-বরণ করেন। একজন ডে. কুর্টিন ঐ দলে ছিলেন বলিয়া তৎকালীন সংবাদপত্রে পাঠ করিয়া-ছিলাম। জানি না, তিনিই আমাদের বন্ধু কিনা।

১৯১৪ অব্দের অক্টোবর মাসে আমাদের ডে. কুর্টিনকে আমাদের "ভারতবন্ধু জার্ম্মেন" সমিতির সভাপতি হ্যার বার্লিনের বাটীতে যাওয়ার কালে দেখিতে পাই। তিনি আশায় উৎফুল্ল ছিলেন। আয়র্লণ্ডের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরও ডাবলিনে পত্রাদি দিয়া তাঁহার সঠিক সংবাদ পাই নাই।

উক্ত পরামর্শ-সভায় সন্ত্রাসবাদী কার্য্যকলাপ এবং ভারতে অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণের সমর্থনে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। খৃষ্টমাসের ছুটিতে বেয়ার্ণ সম্মেলন কেবলমাত্র অন্তরঙ্গ বন্ধুগণকে লইয়া করাই স্থির ছিল। দীর্ঘ আলোচনার পর এ বিষয়ে সকল ব্যবস্থা করার ভার ধীরেন সরকার এবং পিল্লাইর উপর অর্পিত হয়, কারণ তাঁহারাই অপেক্ষাকৃত অধিক অবসর পান। আমরা প্রায় সকলেই পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী বলিয়া অনেকটা ব্যস্ত। ধীরেন সরকার এবং পিল্লাই সম্মে-লনের দিন ও কার্য্যসূচীও স্থির করিবেন।

নিরপেক্ষ সুইজারল্যাণ্ডে ভারতমুক্তির মন্ত্রণা

ফরিদ বে সেদিন সন্ধ্যাবেলায় পুনরায় আমাদের তিন-চার জনকে তাঁহার বাসবাটীতে যাইতে অনুরোধ করায় আমাদের সেদিনও বার্লিন ত্যাগ করা হইল না।

সন্ধ্যাবেলায় বার্লিন-সংলগ্ন ট্রেপটো (Treptow) পার্কের সন্নিকটে একটি বিরাট ভবনের চারিতলে অবস্থিত জনৈক মিশরীয় ব্যবসায়ীর বাসগৃহের বিস্তৃত কক্ষে ফরিদ বে আরও চারিজন মিশরীয় আশাবাদী যুবকের সঙ্গে উপবিষ্ট ছিলেন। সুকতাঙ্কর (Suktankar) পরে বার্লিনের ডক্টর, প্রখ্যাত বিপ্লবী লাড্ডু ও আমি প্রবেশ করিতেই তন্মধ্যে একজন আমাদিগকে সংবর্দ্ধনা করিয়া একটি সোফায় বসাইলেন।

ফরিদ বে বিনা ভূমিকায় বৈপ্লবিক কার্য্যকলাপের বিষয় অবতারণা করিলেন। ইতিপূর্ব্বে বার্লিনে একবার এবং লাইপজিগ, হামবুর্গ এবং ড্রেসডেনেও তাঁহার সঙ্গে মোলাকাত হইয়াছে। তাঁহার স্বভাবটি আমাদের পরম কল্যাণীয় বিরাট গণনায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অনুরূপ ছিল। সঙ্গে সঙ্গে কথার উত্তর না পাইলে তিনি বিরক্তি বোধ করেন। তিনি প্যারিসে ম্যাডাম কামার কর্মকেন্দ্র সম্বন্ধে বলিলেন যে, ম্যাডাম কামা, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিপ্লবিগণ বিশেষ আর্থিক অনটনে আছেন, জার্ম্মেনী ও সুইজারল্যাণ্ডের ভারতীয়গণের কর্তব্য তাঁহাদের অর্থ সাহায্য করা। ম্যাডাম কামা তাঁহাকে বলিয়াছেন যে, ভারত ও মিশরের মুক্তিকামীদের কর্তব্য একসঙ্গে ব্রিটিশ-বিরোধী কর্ম্মপন্থার অনুসরণ করা। প্যারিসে আর বেশী সময় তাঁহারা তাঁহাদের কর্ম্মকেন্দ্র রক্ষা করিতেও পারিবেন না, সুতরাং ফরিদ বে মনে করেন যে জার্ম্মেনী কিংবা সুইজারল্যাণ্ডে ম্যাডাম কামাকে প্রতিষ্ঠিত করাই ভারতীয় এবং মিশরীয় যুবকগণের প্রথম উদ্যম হওয়া উচিত।

অতঃপর আমাদের সঙ্গে পূর্ব্ববর্তী গ্রীষ্মের ছুটিতে ম্যাডাম কামা ও তাঁহার পৃষ্ঠপোষক মিঃ রাণার যে সকল আলোচনা হয় তাহা জানিবার আকাঙ্খা প্রকাশ করিলে, আমি যথাসম্ভব সংযতভাবে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলাম। কারণ, বিদেশী বন্ধুগণ যত বিশ্বাসীই হউন, রাজনীতির পাকচক্রে পড়িয়া কখন কিরূপ চাল দিবেন তাহা অনিশ্চিত।

ফরিদ বে উভয় দেশের মুক্তিকামীদের একটি মিলিত সঙ্ঘ গঠন করার একটা পরিকল্পনাও (টাইপ-করা কাগজ) দিলেন। অতঃপর তাঁহার অনুগামী একটি যুবক আমাদিগকে তাঁহাদের সঙ্গে নৈশ-ভোজে যোগ দিতেও অনুরোধ করিলেন। কিন্তু অন্যরূপ ব্যবস্থা পূর্ব্ব হইতেই থাকায় আমরা তাহা প্রত্যাখ্যান করিলাম।

প্রত্যাবর্তনকালে আমরা টিউব-রেলে বাংলা ভাষায়ই কথাবার্তা বলিলাম এবং সুকতাঙ্করকেও সঙ্গে করিয়া হোটেল কণ্টিনেণ্টালে নিয়া আসিলাম।

নৈশ-ভোজের সময়ে বিবিধ ব্যক্তি ও বিষয় সম্পর্কে অনেক আলোচনা হইল।

সুইজারল্যাণ্ডে সম্মেলনের উদ্যোগ

১০ই ডিসেম্বর প্রাতঃকালের ডাকেই কালো বর্ডার দেওয়া একখানা শোক-বিজ্ঞাপক পত্র পাইয়া ভাবিলাম—

"প্রাতরেবানিষ্টদর্শনং।"

সুতরাং মনটা ক্ষুণ্ন হইল।

পত্র খুলিয়া দেখিলাম, শোকের ঝড় ভারত মহাসাগর উত্তীর্ণ হইয়া আল্পস্ পর্ব্বতে আসিয়া ঠেকিয়াছে। বাসেল (Basel) পলিটেকনিকের ছাত্র ভারত-বিপ্লবের অন্যতম উৎসাহী কর্ম্মী শ্রীসুব্রহ্মণ্য পত্রে জানাইয়াছেন যে, তাঁহার মাতৃবিয়োগ তাঁহাদের দেশের বাটীতে হইযাছে। তিনি আগামী ২৩শে ডিসেম্বর বেয়ার্ণের "হোটেল বায়াবিসার হৌফে" (Bayerischer Hof) তাঁহার মাতৃদেবীর আত্মার সদ্‌গতিলাভেব কামনায এক প্রার্থনা-সভার অনুষ্ঠান কবিবেন। তাহাতে "পণ্ডিত পদ্মনাভম পিলাই শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা পাঠ করিবেন।" সুতরাং আমাব উপস্থিতি বাঞ্ছনীয়।

পত্রের নিম্নে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র টাইপে মুদ্রিত আছে যে দেশের বাটীতে তাঁহার ভ্রাতাগণ শাস্ত্রানুমোদিত ক্রিয়াকাণ্ড সম্পন্ন করিবেন। যেহেতু তাঁহার পক্ষে উক্ত অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া সম্ভবপর নহে, সেই জন্য তিনি আত্মতৃপ্তির জন্য প্রার্থনা-সভার ব্যবস্থা কবিলেন।

উহাতে ইহাও নিবেদন কবা ছিল যে, নিমন্ত্রিতগণ উপস্থিত হইতে পাবিবেন কি না তাহা ২০শে ডিসেম্বরের মধ্যে পদ্মনাভম পিলাইর ঠিকানায জানাইতে হইবে।

যাক্ পত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়া বিশেষ দুঃখিত হইলাম না, কাবণ ১৭।১৮ বৎসর পূর্ব্বেই আমার মাতৃদেবী স্বর্গতা হইযাছেন, সুব্রহ্মণ্য আমা হইতে দু-তিন বৎসবের কনিষ্ঠ বটে কিন্তু তথাপি তাঁহার মাতারও স্বর্গাবোহণেব সময হইয়াছে।

পত্রখানা পকেটস্থ করিযাই ল্যাবোরেটরীতে যাইতেছি এমন সময পথিমধ্যে লাড্ডুর সঙ্গে সাক্ষাৎ। তিনি সহরের বহির্ভাগে পার্ব্বত্য সালে নদীর তীরে খেলার মাঠে বরফ-ক্ষেত্রে স্কেটিং প্রতিযোগিতা দেখিয়া ফিরিতেছেন। আমাব সঙ্গে সঙ্গে কেমিকেল ইন্‌স্টিটিউটের দ্বার পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিতে চলিলেন। পথিমধ্যে শোক-বিজ্ঞাপক পত্র দেখিয়া হো-হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন, আর দারুণ ঠাণ্ডায় তাহাব মুখগহ্বর নির্গত বাষ্প আগ্নেয়গিরির ধূমের মত নিষ্ক্রান্ত হইতেছে। তিনি হাসিয়া আকুল। বলিলেন, "ভট্টা, এবার তোমারই শিক্ষায় শিক্ষিত পিলাই তোমাকেই ঠকিয়েছে!"

তারপর বলিলেন—"ভায়া, তুমি বিশ্বাস কর সুব্রহ্মণ্যের মাতার মৃত্যু হয়েছে দেশে, আর সে এখানে প্রার্থনা-সভা করবে, আর তাতে চণ্ডীপাঠ করবেন পণ্ডিতবর পদ্মনাভম পিলাই।"

আমি তৎক্ষণাৎ বলিলাম—"চণ্ডী নয়, গীতা।" তিনিও বলিলেন,—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, চণ্ডী নয়, গীতা গীতা গীতা।" তারপর আবার হাসি। আবার ধূম নির্গমন।

তারপর পত্রখানা নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "ল্যাবোরেটরীতে গিয়ে দেখ, সাদা পৃষ্ঠায পিলাইর কেরামতি দেখতে পাবে।"

বস্তুতঃই তাই। পত্রখানাতে ষ্টিমপাস করিয়া সিক্ত করিলাম এবং তৎপর অন্য একটি

গ্যাস দিতেই ভাসিয়া উঠিল—Conference on the 23rd., Come positively 22nd. P. P. (Padmanavam Pillai.)

ইহার অর্থ—"কনফারেন্স ২৩শে, ২২শের মধ্যে নিশ্চিতরূপে আসবে।"

পরদিন ডাকে পিলাইর এক পত্রেও সম্মেলনের সংবাদ পাইলাম।

ডক্টর চক্রবর্তী ও দাশগুপ্তের যোগদান

আমি সুব্রহ্মণ্যের পত্র পাওযাব পরদিনই বুডাপেষ্ট আমার সহযাত্রী সুহৃদ্ সবলপ্রাণ ডক্টর চক্রবর্তী এবং আমার নিজ জেলা ত্রিপুরাব বিপ্লববাদী ডক্টর দাশগুপ্তকে সম্মেলনে অবশ্য যোগ দিতে পত্র দিলাম। চক্রবর্তী জানাইলেন যে তিনি বুডাপেষ্টের কার্য্য ত্যাগ করিবেন ৩১শে ডিসেম্বর এবং জানুয়ারীব প্রথম সপ্তাহে হালেতে আমাব সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া সত্বরই দেশে চলিয়া যাইবেন। ডক্টব দাশগুপ্তও যোগ দিবেন জানাইলেন। এবার আমরা ধীরেন সরকারসহ চারিজন বঙ্গবীর—ইহাতেই আমাব অধিক আনন্দ হইল।

২০শে ডিসেম্বর লাড্ডু সিদ্দিকের এক পত্র পাইলেন। সিদ্দিক লিখিয়াছেন, "তুমি হ্যাব ভট্টাচারিয়াসহ ২২শে'র পূর্ব্বে বেয়ার্ণে পৌছিবে। যদিও আমবা বার্লিনেব দলও হালের উপর দিয়াই বেযার্ণ যাইব তথাপি একসঙ্গে ভীড করা অনুচিত বলিয়া পৃথক ট্রেনে যাইব।"

লাড্ডু পত্রসহ আমাব বাটীতে ছুটিযা আসিলেন এবং পত্রেব মর্ম্ম জানাইয়া একটি টুব্যাকো-নিষ্টের (Tobacconist) দোকানে ট্রেইনের প্লেন দেখিযা ৩য় শ্রেণীব অধূম্রপাযীদের জন্য কামরায় ২খানা সীট রিজার্ভ কবিযা আসিলেন।

তিনি অতঃপর আমাব টেবিলে সান্ধ্য ভোজে উপবেশন করিযা ১৯১১ অব্দে আন্তর্জ্জাতিক হাইজিনিক প্রদর্শনীকালে ড্রেসডেনে যে জাতীয়তাবাদী সম্মেলন হইয়াছিল তাহার বিবরণ সোৎসাহে বলিতে লাগিলেন। আমি সে সময়ে হামবুর্গে গভর্ণমেণ্টের কলোনিয়াল ইনষ্টিটিউটের (১৯২৩ অব্দে ইহা ইউনিভার্সিটিতে পবিণত হইযাছিল) ল্যাবোরেটারীতে বিবিধ দ্রব্যাদি পরীক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম বলিয়া উক্ত সম্মেলনে যোগদান করিতে পারি নাই কিন্তু তার পরই ১৯১১ অব্দের অক্টোবর মাসেব প্রথম দিকে হামবুর্গে যখন মণিষ্ট (Monist) কংগ্রেস হয তখনও মধ্য ইউরোপের বিভিন্ন স্থান হইতে ১৭।১৮ জন ভারতীয় উগ্রজাতীয়তাবাদী পোলিশ ও আইরীশ বিপ্লববাদীগণের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলেন এবং আমি তাহাতে যোগ দিয়াছিলাম। প্রকৃতপক্ষে ইহা আমার ইউরোপে সর্ব্বপ্রথম উগ্রপন্থীগণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার সুযোগ। উক্ত ২টি সম্মেলনই নিয়মতান্ত্রিক ব্যক্তিগণের বলা যাইতে পারে।

১৯১২ অব্দে ব্রুজেল-এ (Brussels) আন্তর্জ্জাতিক প্রদর্শনী উপলক্ষেও একটি সম্মেলন হইয়াছিল বলিয়া ম্যাডাম কামা সম্পাদিত "Indian Freedom" নামক পত্রিকায় দেখিয়াছিলাম এবং পরে শুনিয়াছিলাম যে, ইহাতে জার্ম্মেনী হইতেও কয়েকজন ভারতীয় আশাবাদী যোগদান করিয়াছিলেন। সে বৎসরে লাইফজিগেও এক প্রদর্শনী এবং তদুপলক্ষে উক্ত প্রকার সম্মেলন হইয়াছিল। তাহাতে আমরা অনেকেই যোগ দিয়াছিলাম।

সুইজারল্যাণ্ড যাত্রা

২১শে ডিসেম্বর প্রাতঃকালের এক্সপ্রেস ধরিয়া আমরা বেযার্ণ অভিমুখে যাত্রা করিলাম এবং অপরাহ্নে বেযার্ণে উপনীত হইলাম। গাড়ীতে সুইজারল্যাণ্ডযাত্রীর ভীড়, কারণ খৃষ্টমাস উপলক্ষে এই সুরম্য পার্ব্বত্য দেশটিতে বরফ-ক্রীড়ার জন্য সমগ্র ইউরোপের নর-নারী ছুটিয়া আসে।

আমরা "বেয়ার্ণের নযেষ্টে নাখরিস্টেন" পত্রিকায় একটি দুই শয্যা-সমন্বিত সুসজ্জিত কক্ষের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়া একটি কক্ষ স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম, তথায়ই স্বল্প ব্যয়ে থাকার ব্যবস্থা হইল। মধ্যবয়সী কুমারী গৃহকর্ত্রী প্রফুল্ল বদনে আমাদের সেবার জন্য প্রস্তুত রহিলেন।

বার্লিন হইতে আগত বন্ধুগণ ২টি ছোট ছোট বোর্ডিং (Pension) হাউসে উঠিলেন। বন্ধুবর ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এবং ডক্টর জ্ঞানেশচন্দ্র দাশগুপ্তও আমাদের সংবাদ লইয়া ২২শে সন্ধ্যাবেলায় আমাদের গৃহকর্ত্রীর ফ্ল্যাটেই দুইখানা কক্ষে স্থান লইলেন। অন্যান্য স্থান হইতে আগত বন্ধুগণ বিভিন্ন ফ্ল্যাটে উঠিযাছেন এই সংবাদ সুব্রহ্মণ্য এবং পিলাই দিলেন।

হাউডেলবেয়ার্গ হইতে আগত একজন পাঞ্জাবী এবং একজন সিন্ধি লণ্ডনে ব্যারিষ্টারী পড়িতেছিলেন। তাঁহারা গ্রীষ্মের বড় ছুটিতে জার্ম্মেন ও ফ্রেঞ্চ ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্যে হাইডেল-বেয়ার্গের একটি প্রসিদ্ধ বোর্ডিং হাউসে আসিযাছিলেন। তাঁহারা শীতের সেসনে আর লণ্ডনে যান নাই, একবারে ইষ্টারের পরে যাইবেন। আমাদের দুইজন সহকর্ম্মী বন্ধু নির্ব্বোধের মত এই ভারতীয়দ্বয়কে সঙ্গে আনিয়া বেকুব বনিয়াছেন। অগত্যা বরফ-ক্রীড়ার চাঞ্চল্যকর বর্ণনা দিযা ডক্টর দাশগুপ্ত তাঁহাদিগকে লাওসানের দিকে পাঠাইয়া দিলেন।

২২শে প্রাতঃকালে আমরা পিলাইর সঙ্গে প্রার্থনা-সভার হলটা দেখিতে গেলাম। তিনি বলিলেন, জন বিশ সহকর্ম্মী উপস্থিত হইতে পারেন।

পিলাই দেখাইলেন যে, পূর্ব্বদিন অপরাহ্নে স্থানীয় একটি বাদ্যযন্ত্রাদি বিক্রেতার নিকট হইতে সঙ্গীতের জন্য একটি হারমোনিয়াম আনিয়া রাখিযাছেন। ইহা একটি বিরাটকায় যন্ত্র, দেখিতে মনে হয় যেন পিয়ানো! হাত-হারমোনিয়ম জার্ম্মেনীতে দেখি নাই। ছাত্র-জীবনে শুনিয়াছিলাম কলিকাতার প্রসিদ্ধ বাদ্যযন্ত্র-বিক্রেতা ডোয়ার্কিন কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী দ্বারিকানাথ ঘোষ মহাশয়ই নাকি হাত-হারমোনিয়মের আবিষ্কারক।

বার্লিনে মাঝে মাঝে সঙ্গীতচর্চার আকাঙ্খা বন্ধুগণের মধ্যে জাগিয়াছে, তখন হাত-হার-মোনিয়ম খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। একমাত্র পাঞ্জাবের ডক্টর হরিশচন্দ্র ব্যতীত অপর কেহ বেলো করিয়া হারমোনিয়ম বাজাইতে পারিত না বলিয়া হারমোনিয়ম ক্রয় করাও হয় নাই।

সম্মেলন আরম্ভ

২৩শে ডিসেম্বর মাত্র ১৪ কি ১৫ জন সদস্য লইয়াই সম্মেলনের কার্য্য আরম্ভ হইল। সঙ্গীত একটা আবশ্যক অঙ্গ, সুতরাং সঙ্গীত গাহিতেই হইবে। তখন দাশগুপ্ত, সরকার, লাড্ডু সকলে টানিয়া ঠেলিয়া আমাকেই গায়কের মঞ্চে পাঠাইলেন। নিকটেই হারমোনিয়ম,

আমি হতভম্ব। সহসা সাফ জবাব দিলাম, ইহা বাজাইতে পারিব না, সুতরাং খুলিবও না। তখন যন্ত্র ব্যতীতই সঙ্গীত কবিতে অনুরুদ্ধ হইয়া আমি হলেব দরজাগুলি বন্ধ করাইলাম। তারপর সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের নাম স্মরণ করিযা ধবিলাম---

"তোমাকেই করিয়াছি জীবনেব ধ্রুবতারা
সংসাব-সমুদ্রে কভু হব নাক' পথহাবা।"

কলিকাতার ব্রাহ্ম-সম্মেলনে প্রায়শঃ এই সঙ্গীতটি গীত হইতে শুনিয়াছি এবং শুনিযা চক্ষের জল রাখিতে পাবি নাই। আজ সুদূর প্রতীচ্যের এক নিভৃত প্রান্তে আল্পস্ পর্ব্বতশৃঙ্গেব সানুদেশে শান্তিপ্রিয় সুইস জাতিব আশ্রয়ে সঙ্গীতটি গাহিবাব বেলায বহু কালের বহু প্রকার স্মৃতির বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। সহসা গলিত বরফরাশির মত না হউক, বৃক্ষশিরে সঞ্চিত শিশিববিন্দু যেমন অকস্মাৎ এক বায়ুপ্রবাহে ঝব ঝব কবিযা ঝবিতে থাকে তেমনিভাবে আমার ভাবাবেগধারা ঝবিতে লাগিল।

দেশমাতৃকাব সন্তানগণ কি শুনিলেন, কি বুঝিলেন উপলব্ধি কবিতে পারিলাম না। কিন্তু দেখিলাম তাঁহাবাও রুমাল বাহির কবিযা চক্ষু মুছিতেছেন।

আমি গাযক নই, কন্ঠও আমাব সঙ্গীতেব উপযোগী নয। কখনও গানের মজলিশে গাহিবাব আকাঙ্খাও আমার হয় নাই, কিন্তু স্বদেশী যুগে শত শত মিছিলের পুরোভাগে নির্ভীকভাবে গাহিয়া মিছিল চালনা কবিযাছি, এজন্য কন্ঠ সর্ব্বদাই ভাব থাকিত। কখনও কখনও সভা-সমিতির উদ্বোধনে গাযকেব অভাব হইলে আমিই একক কিংবা আমাবই মত ঘৃণা-লজ্জা-ভয-বিরহিত সহ-গায়কের সঙ্গে কন্ঠ মিলাইয়া কিংবা না মিলাইয়াও এক-একটা প্রসিদ্ধ জাতীয় সঙ্গীত গাহিয়া সভাধিবেশনকে ত্রুটি-বিবর্জ্জিত করিতেও ত্রুটি করি নাই।

কন্ঠেব দিক বাদ দিলে আলোচ্য সঙ্গীতটি ভালই হইযাছিল। আমিও গাহিয়া তৃপ্তি লাভ করিলাম।

পদ্মনাভম পিলাই সকলকে হিন্দুস্থানীতে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইয়া মধ্য-ইউরোপে ভারত-মুক্তির সংগ্রাম চালাইবার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে পূর্ণ অভিভাষণ দিয়া সুকতাঙ্করকে সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন।

মেনন, লাড্ডু ও দাশগুপ্ত সমর্থন করিলে শ্রীবিষ্ণু সুকতাঙ্কর সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া অতি প্রাঞ্জল হিন্দীতে ইউরোপে বিগত কয়েক বৎসর মধ্যে ভারত-মুক্তির চেষ্টা যে ভাবে হইয়াছে তাহা বর্ণনা এবং সমালোচনা করিলেন।

তিনি মদনলাল ধিংড়া কর্তৃক স্যার কার্জ্জন ওয়াইলির হত্যাকাণ্ডের আলোচনা-প্রসঙ্গে মদনলালের আত্মত্যাগের প্রশংসা করিলেন এবং বলিলেন যে, ইত্যাকার হত্যাকাণ্ডে দেশের দীর্ঘকালের বন্ধন-মুক্তি হয় না, কিন্তু সারা বিশ্বে আলোড়ন উপস্থিত হয় এবং আত্মত্যাগী বীরের শোণিত-বিন্দু হইতে রক্তবীজের মত বিপ্লবী উদ্‌গত হইয়া শাসক এবং শোষকদিগকে অতিষ্ঠ করিয়া তোলে, সুতরাং শত শত মদনলাল আবশ্যক।

অতঃপর তিনি ঝান্সীর রানী লক্ষ্মীবাঈ-এর পরের বিপ্লবী নায়িকা ম্যাডাম ভিকাজী কামার আমরণ সংগ্রাম, বীর সাভারকরের ৫০ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড, বীর বিপ্লবী বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের জীবনপণ ইত্যাদির উল্লেখ করিয়া সকলকে দামোদর চাপেকর, বালকৃষ্ণ চাপেকর, অনন্ত লক্ষ্মণ কানহেরে, কৃষ্ণজী গোপাল কার্ভে, বিনায়ক নারায়ণ দেশপাণ্ডে, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকি, কানাইলাল, সত্যেন্দ্র বসু ও অন্যান্য শহীদগণের স্মৃতিতে ৫ মিনিট কাল দণ্ডায়মান থাকিতে অনুরোধ করিলেন।

ইহার পর তিনি বিভিন্ন বিষয়ে কতকগুলি প্রস্তাব দিলেন। তন্মধ্যে সাভারকর-সঙ্কলিত "ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস" অতি সত্বর জার্ম্মেন, ফ্রেঞ্চ এবং স্পেনিশ ভাষায় প্রকাশিত করার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করার জন্য সকলকে মনোযোগী হইতে অনুরোধ করিলেন। তিনি বলিলেন যে, স্বাধীনতা সংগ্রামকে ফিরিঙ্গিগণ সিপাহীযুদ্ধ বলিয়া পৃথিবীর সমক্ষে হেয় প্রমাণিত করার চেষ্টা করিয়াছে ও করিতেছে। তাহা যে বস্তুতঃ ধর্ম্মোন্মাদনা (Religious Frenzy) নিবন্ধন ছিল না তাহা বিজ্ঞাপিত করিতে হইবে। মহাবীর নানা সাহেব এবং বীর বিপ্লবী নায়িকা লক্ষ্মীবাঈ যে স্ব স্ব স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া এই সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়েন নাই, তাহা সাভারকর অতি সুনিপুণভাবে অতিশয় বিচক্ষণতার সহিত প্রকৃত ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া প্রমাণ করিয়াছেন।

প্যারিস আর্ট গ্যালারীতে রক্ষিত "ভারতীয় নৃশংসতা" মূলক চিত্রগুলি সাভারকর, যে ভাবে হউক, প্রকাশ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, উষ্ণীষধারী রাজন্যবর্গ, দীর্ঘশ্মশ্রু মোল্লা এবং মৌলভীগণ, মস্তকে তাজশোভিত নবাব ও জায়গীরদারগণ, বেণীবদ্ধ শিখ সর্দ্দারগণ শৃঙ্খলিত অবস্থায় বৃটিশ টমিগণের কামানের সম্মুখে শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান, তাহাদিগকে হত্যা করা হইতেছে। কিন্তু নিম্নে রহিয়াছে—"Indian Atrocities!" সাভারকর চিত্রের নাম দিয়াছেন—"Indian Atrocities or Atrocities committed upon the Indians!"

সুকতাঙ্কর তৎপর বলিলেন: "সহকর্ম্মী বন্ধুগণ! আসুন, এই গ্রন্থ আমরা বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত করিয়া যথাযোগ্যভাবে প্রকাশ করি এবং সর্ব্বত্র সকল পাঠাগারে সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠানে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানগণের নিকট প্রেরণ করি। আমরা সমগ্র পৃথিবীর বিদ্বজ্জন-মণ্ডলীর সম্মুখে প্রমাণ করি যে, ত্রি-সিকি শতাব্দী পূর্ব্বেই অত্যাচারী বর্ব্বর বৃটেন অস্ত্রহীন জনগণের উপর দারুণ পৈশাচিক তাণ্ডব চালাইয়াছিল।" তিনি আরও বহু তথ্য ও বিষয়ের অবতারণা করিয়া বক্তৃতার পর আমাকে বক্তৃতা দিতে আহ্বান করিলেন।

আমি অতি সংক্ষেপে বলিলাম যে, "মত ও পথ লইয়া ভারতের ধর্ম্মক্ষেত্রে সহস্র সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছে, গভীর পরিতাপের বিষয় এই যে, মুক্তি-সাধনার ব্যাপারেও সেইরূপ বিভিন্ন দল গঠিত হইয়া পরস্পরের মধ্যে কেবল কোন্দলেই সময় ও শক্তির অপব্যয় করিতেছে। সাধনার পথ যেরূপই হউক, আমাদের কর্তব্য আমরা যেন কিছুটা মতসহিষ্ণু হই এবং মতবিরোধীদিগকে কঠোর সমালোচনা করিয়া অনর্থ সৃষ্টি না করি।"

"প্যারিসে শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মার সঙ্গে চট্টোপাধ্যায় দলের মতানৈক্য ঘটিয়াছে বলিলেও তাহার প্রভাব বিস্তৃত হওয়ার আশঙ্কা করিতেছি। কিন্তু আমাদের সতর্ক থাকা উচিত—এই মতানৈক্য যেন আমাদের শক্তিতে ভাঙ্গন ধরাইতে না পারে।"

কেরসাম্প, ডক্টর চক্রবর্তী, ধীরেন সরকার, শস্তাশিব রাও প্রভৃতিও সংক্ষেপে বক্তৃতা দিলে পর ডক্টর দাশগুপ্ত বলিলেন যে, "আমাদের আজ কর্তব্য একটি সুসঙ্গত কর্ম্মধারা নির্ণয় করা। আমি প্রস্তাব করি, মাননীয় সভাপতি এজন্য একটি সাব-কমিটি গঠনের অনুমতি দিবেন। উক্ত কমিটি গঠিত হইলে আগামী পরশুর মধ্যে সিদ্ধান্ত সম্মেলন পরিচালনা কমিটিকে জ্ঞাপন করিবেন।"

তাহার পরও কেহ কেহ নানারূপ প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। কে একজন বলিলেন যে, একটি সাংস্কৃতিক মিশনও প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা কর্তব্য।

ইহাতে মহারাষ্ট্রের চিৎপাবন সিংহ লাড্ডু বলিলেন, "আগে Chaos সৃষ্টি, যাতে ব্রিটেন অতিষ্ঠ হয়, ব্রিটেন ত্রাহি ত্রাহি রব তুলে পালায়, তারপর স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসবে সব।"

কিছুক্ষণ আলোচনা-বিবেচনার পর সুকতাঙ্কর ৫ জনের এক সাব-কমিটি গঠন করিলেন, তাহাতে মেনন, লাড্ডু, দাশগুপ্ত এবং আমি সদস্য হইলাম।

সর্বশেষ সুকতাঙ্কর আদেশ দিলেন, "হ্যাব ভট্টাচারিয়া এখন 'ধন ধান্য পুষ্পভরা' সঙ্গীতটি গাহিবেন; তারপর আমরা সুব্রহ্মণ্যর মাতৃশ্রাদ্ধের প্রাথমিক জলযোগ করিব।"

"ধন ধান্যের" পদগুলি ঠিক ঠিক মনে হইতেছিল না। ধীরেন সরকার অতি দ্রুত প্রত্যেকটি পদের প্রথম শব্দ কয়েকটি লিখিয়া আমার হাতে দিলেন।

আমি এবার নির্ভীকতার সহিত উদাত্ত কণ্ঠে সঙ্গীত ধরিলাম।

এক-একটি পদ গাইতেছি আর চক্ষে ফিল্মের মত ভাসিয়া উঠিতেছে স্বদেশী যুগের দৃশ্যাবলী! —কলেজ স্কোয়ার, বিডন স্কোয়ার, পান্তির মাঠ, গ্রীয়ার পার্ক, ফেডারেশন হল গ্রাউণ্ড, ঢাকা, কুমিল্লা এমন কি স্বগ্রাম চুণ্টার সন্তান-সমিতির প্রাঙ্গণ।

যখন গাহিলাম—

> "আমার এই দেশেতেই জন্ম
> যেন এই দেশেতেই মরি!"

তখন সভাস্থ সকলেই অশ্রুসিক্ত হইলেন। ধন্য, সঙ্গীতকার দ্বিজেন্দ্রলাল!

বিবিধ খাদ্যের সঙ্গে সকলেই দু'-তিন পেয়ালা করিয়া চা পান করার পর সাব-কমিটির পাঁচ জন ব্যতীত অন্যান্যেরা বাহির হইয়া গেলেন।

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন

পর দিন প্রাতরাশের সময়ে আমরা দ্বিতীয় দিনের জন্য পুনরায় সমবেত হইলাম।

এই দিনও প্রায় দুই ঘণ্টা কাল বিবিধ প্রশ্নের আলোচনা এবং মীমাংসা হইল। পিলাই, চক্রবর্তী এবং সরকারই অদ্যকার সম্মেলনে বিশেষভাবে আলোচনা চালাইলেন।

অভাবনীয় ঘটনা

অপরাহ্নে আমরা সকলে ভ্রমণে বাহির হইলাম। আজ আকাশ পরিষ্কার, বেশ রৌদ্র উঠিয়াছে কিন্তু শীতের প্রাবল্য মন্দীভূত হয় নাই। গিরিশিখরে সঞ্চিত বরফস্তূপে সূর্য্যরশ্মি পতিত হইয়া এক অপরূপ সৌন্দর্য্যের অবতারণা করিয়াছে। আমরা খৃষ্টমাস-উৎসব-মুখর নগরীর প্রান্তে অবস্থিত একটি সুবিস্তৃত কাফেতে উপনীত হইয়া কাচেব ঘেরাও করা প্রাঙ্গণাংশে উপবেশন করিলাম। ইহা তপ্ত জলবাহী পাইপের সাহায্যে আরামে বসিবাব উপযোগী করা হইয়াছে। কাফেতে যন্ত্রসঙ্গীতের তান উৎসবের বৈশিষ্ট্য বিজ্ঞাপিত করিতেছে। তখনও তথায় লোকসমাগম নগণ্য, কারণ আজ খৃষ্টমাস ইভ, সন্ধ্যায় প্রতি পবিবারেই উৎসব, ছোট-বড় ওক-বৃক্ষশাখা সুসজ্জিত করিয়া বিভিন্ন প্রকারের আলোতে সুরম্য করিবে, বৃক্ষশাখার নীচে স্থাপন করিবে পরিবারের প্রত্যেকের জন্য বিভিন্ন প্রকারের উপহার, যেমন আমরা পূজার নৈবেদ্য এবং সর্বপ্রকার উপচার দেবতার সম্মুখে নিবেদন কবি। তৎপর পিয়ানো বাজাইয়া সঙ্গীতাদির পর কেক্, পেস্ট্রিসহ চা-কফি পান কবিবে, তাহার পর যাইবে রেষ্টোবেণ্ট, কাফেতে নৃত্য-সঙ্গীত-মুখর উৎসবে যোগ দিতে এবং চিরাচরিত পানভোজনে পরিতুষ্ট হইতে।

কাফের এক পার্শ্বেও খৃষ্টমাস ট্রি দণ্ডায়মান আছে। বৈচিত্র্যপূর্ণ সাজ-সজ্জায় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য অপেক্ষমান।

আমরা উক্ত বৃক্ষ হইতে দূরে একটা টেবিল অধিকার করিয়া বসিলাম, চতুর্দ্দিকের টেবিলগুলি প্রায় শূন্য। তথাপি বোলার-হাট মাথায় এক যুবক ঠিক আমাদের পাশের টেবিলেই স্থান নিলেন।

স্নকতাঙ্কর আমাদিগকে বাংলায় বলিলেন—"আপনারা বঙ্গভাষায় উত্তর দিবেন। এই ব্যক্তিটিকে বার্লিনে দেখেছি, পোট্‌ষ্ডামে সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন তাও মনে হচেছ। উনি সম্ভবতঃ আমাদের সঙ্গেই এখানে এসেছেন। ইনি বৃটিশ গুপ্তচর নিঃসন্দেহে বলা যায়।"

পিলাই বলিলেন, "কি, গোয়েন্দা? নিরপেক্ষ সুইজারল্যাণ্ডে গোয়েন্দা? বস্থন, মজা দেখাচিচ।"

তারপর একটানে পেয়ালার কফিটুকু গলাধঃকরণ করিয়া উঠিয়া ভিতরের দিকে গেলেন। আমাদের দলের গোয়েন্দা বন্ধুবর ধীরেন সরকারও সঙ্গে সঙ্গে গেলেন।

এই সময়েই গোয়েন্দা প্রভু উঠিয়া আমাদের টেবিলের নিকটে আসিলেন এবং খৃষ্টমাস সংখ্যা "সিমপ্লিসিসমুস" (Simplicismus) নামক বার্লিনের সমাজতন্ত্রী ব্যঙ্গ সাপ্তাহিকখানা লইবার অনুমতি চাহিলেন। অনুমতি পাইয়া তিনি পত্রিকাখানা লইয়া তাঁহার নিজ টেবিলে যাইয়া উপবেশন করিলেন। সেয়ানে সেয়ানে চলিল। স্নকতাঙ্কর সহসা ইংরাজীতেই বলিলেন, "বস্থন, প্ল্যানটা ঠিক করে ফেলি।"

ইহাতে সকলেই "বেশ, বেশ" করিয়া উৎসাহ দেখাইলেন। তারপর স্বুকতাঙ্কর কলম লইয়া লিখিতে আরম্ভ করিলেন, "রামমূর্তি যাবেন স্টকহলমে, শঙ্করলাল ভিয়েনায়, আমি যাব জেনেভায়। জেনেভা হ'তে টাকা পাঠালে কিষণচাঁদ ও ত্রিবেদী স্যানফ্রানসিস্কো চলে যাবেন, কি বলেন কিষণচাঁদ?"

শেষ কথাটি শম্বাশিব রাও-এর দিকে চাহিয়া বলিলেন।

সকলেই বলিলেন, "অল রাইট।"

এখানে বলা নিতান্তই অনাবশ্যক যে, সব কয়টি নামই কাল্পনিক।

বিভিন্ন স্থানে যাওয়ার প্ল্যানও তথৈবচ। কিন্তু টিকটিকি অতিষ্ঠ হইলেন, গাত্রোত্থান করিয়া পত্রিকাখানা আমাদের টেবিলে রাখিলেন এবং আবার লণ্ডনের সচিত্র "সাপ্তাহিক টাইম্স" লইবার অনুমতি চাহিলেন।

পত্রিকাগুলির মধ্য হইতে "টাইম্স" তিনি বাহির কবিতেছেন কিন্তু তাঁহার চক্ষু রহিযাছে স্বুকতাঙ্করের লিখিত কাগজের উপরে।

সুব্রহ্মণ্য উঠিয়া ভিতরের দিকে গেলেন এবং পিলাইকে এই বার্তা জ্ঞাপন করিলেন। পিলাই পররাষ্ট্র দপ্তরে ফোন করার জন্য ফোন চেম্বারে গিয়াছিলেন, সুব্রহ্মণ্যের কথা শুনিয়া পুনরায় ফোনে "ম্যাসেঞ্জার বয" নামীয় দ্রুত সংবাদ ও পত্রাদি পরিবেশক প্রতিষ্ঠানে ফোন করিয়া একজন "ম্যাসেঞ্জাব" আনাইলেন। অতঃপর "কাফের" নাম-ঠিকানাদিসমন্বিত চিঠির কাগজেই অতি দ্রুত একখানা পত্র লিখিয়া ম্যাসেঞ্জারকে তাহার দক্ষিণা দিয়া পররাষ্ট্র দপ্তরে পাঠাইয়া দিলেন।

নিরপেক্ষ সুইজারল্যাণ্ড। তাহার সতর্ক দৃষ্টি সর্ব্ব দিকে অষ্টপ্রহরই রহিয়াছে, স্বুতরাং আজ খৃষ্টমাস ইভের পূর্ব্বক্ষণেও অফিসে তালা লাগাইয়া কর্ম্মকর্তাগণ উৎসবানুষ্ঠানে যোগ দিতে চলিযা যান নাই।

পিলাই গম্ভীরভাবে টেবিলে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই আবার এক খণ্ড কেক্ ভাঙ্গিয়া মুখ-গহ্বরে ফেলিয়া দিলেন।

টিকটিকি এ সময়ে সর্টহ্যাণ্ডে কি লিখিতেছেন। ধীরেন সরকার বলিলেন, "ভট্চায, এবার ডিঙি চড়লে।" লাড্ডু বলিলেন, "যাক, তথাপি ত 'ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতি' হয়েছে।"

পিলাই কেক-খণ্ড গিলিয়াই উঠিয়া গেলেন টিকটিকির নিকটে। যাইয়া বলিলেন, "গুড ইভিনিং। আপনি কবে বার্লিন হতে এলেন?"

তিনি অপ্রস্তুত, খতমত খাইয়া গেলেন।

পিলাই, চিন্তে পারছেন না? আমি আপনার সঙ্গে একবার ডোভার (Dover) হতে ক্যালে (Calais) আসবার কালে এক কেবিনে এসেছিলুম। বার্লিনে তিন-চার দিন আগেও দেখেছি। অবশ্য ব্যস্ত বলে কথাবার্তা বলিনি।

টিকটিকির মুখমণ্ডল পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। তিনি নিরুত্তর। নীচু মাথায় কি যেন ভাবিলেন। তার পর দু'একটা কথাও বলিলেন।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরই তিনজন রাষ্ট্রদপ্তরের কর্ম্মচারী আসিয়া কাফের ম্যানেজারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন, এবং তৎপরই একজন ওয়েটারসহ আমাদের টেবিলের সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা পিলাই ও টিকটিকিকে ডাকিয়া লইয়া পার্শ্ববর্তী কক্ষে চলিয়া গেলেন এবং ৫।৭ মিনিট কথাবার্তার পরই উভয়কে লইয়া চলিয়া গেলেন।

প্রায় এক ঘণ্টা পর পিলাই আসিয়া সংবাদ দিলেন যে,—ইঁহার কথাবার্তায় রাষ্ট্রকর্ম্মচাবিগণের দারুণ সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছে। তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছেন যে তিনি প্রকৃতপক্ষে একজন অবাঞ্ছিত বিদেশাগত ব্যক্তি, রাত্রেই হোটেল কণ্টিনেণ্টালে তাঁহাব কক্ষ ও জিনিষপত্র পরীক্ষা করা হইবে।

পরদিন প্রত্যুষে একজন পুলিশ-কর্ম্মচারী আসিয়া মুকতাঙ্কব এবং সিদ্দিকেব বিবৃতি লইয়া গেলেন।

সন্ধ্যাবেলায় আমরা হোটেল কণ্টিনেণ্টালের স্টুয়ার্ড হইতে অবগত হইলাম যে, লোকটি গোয়েন্দা তাহা নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হওযায় সুইস পররাষ্ট্র দপ্তরের নির্দ্দেশে সুইজাবল্যাণ্ডে অবস্থিত বৃটিশ বাষ্ট্রদূত তাঁহাকে ইংলণ্ডে প্রেরণ কবিতে বাধ্য হইয়াছেন।

স্টুয়ার্ড আরও বলিলেন যে, লোকটির একটি সাঙ্ঘাতিক অপরাধ ছিল যে তাঁহার নিকট তিন রকম ভঙ্গিতে (posture) চিত্রসহ তিনখানা বিভিন্ন নামের পাসপোর্ট ছিল।

পররাষ্ট্র দপ্তর এক পত্রে পিলাইকে জানাইয়া দিলেন যে, উক্ত ব্যক্তির সুইজারল্যাণ্ডে অবস্থান নিরপেক্ষ সুইজারল্যাণ্ডের পক্ষে অবাঞ্ছিত বিবেচিত হওয়ায় ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতকে অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে ইংলণ্ড প্রেরণ করা হইয়াছে। পিলাই যে যথাসময়ে এ বিষয়ে তাঁহাদের (রাষ্ট্র-কর্ম্মচারিগণের) দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন তজ্জন্য তাঁহারা পত্রে তাঁহাকে ধন্যবাদও জানাইলেন।

আমরা সকলে সাফল্য-গৌরবে উল্লসিত হইলাম।

ধন্য সুইজারল্যাণ্ড! ধন্য তোমার শত শত বৎসরের গৌরব-দীপ্ত ঐতিহ্য! এজন্যই তুমি নেপোলিয়ন, বিসমার্ক, কাইজার উইলিয়ম, মুসোলিনী এবং হিটলারের দাপটেও মস্তক অবনত কর নাই। ধন্য!!

আমেরিকায় জার্ম্মেন-হিন্দু বিদ্রোহ ষড়যন্ত্র

৪৪ বৎসর পূর্ব্বে, ১৯১৭ অব্দে, আমেরিকা হইতে একটী সংবাদ আসিল, যাহাতে সমগ্র ভারতের শিক্ষিত নরনারী কম্পিত হইল। এইরূপ বিবেচিত হইল যে শতাধিক পুরুষ এবং নারী স্যানফ্রানসিস্কো, অরিগন, শিকাগো এবং ওয়াশিংটনে গ্রেপ্তার হইয়াছেন, যাঁহাদের মধ্যে একদল অত্যন্ত সম্মানী জার্ম্মেন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী, কিছু সংখ্যক হিন্দু এবং আমেরিকান আছেন, যাঁহারা ভাবতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন ধ্বংস করা এবং ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ পবাধীনতা হইতে মুক্ত কবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন।

"স্যানফ্রানসিস্কোতে জার্ম্মেন-হিন্দু বিদ্রোহ ষড়যন্ত্র মামলা!"

"বিভিন্ন কারণে জার্ম্মেন-হিন্দু বিদ্রোহ ষড়যন্ত্র মামলা কালিফোর্ণিয়া জুরিসপ্রুডেন্সের ইতিহাসে অতুলনীয়।" এইরূপ মন্তব্য করিয়াছে স্যানফ্রানসিস্কোর সুবিখ্যাত দৈনিক পত্রিকা স্যানফ্রানসিস্কো ক্রনিকল্।

"তিনটী গভর্ণমেণ্ট, যথা ব্রিটিশ, জার্ম্মেন এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, এই মামলার প্রত্যেকটী পর্য্যায় বিশেষ সতর্কতার সহিত লক্ষ্য করিয়াছে।

"যখন গ্রেপ্তার করা অপরাধীগণের তদন্ত চলিতেছিল, সেই সময়ে ১০৫ জন আসামী ছিলেন, কিন্তু সংখ্যা হ্রাস পাইয়া ৩২-এ দাঁড়ায় বিভিন্ন কারণে। তাঁহাদের মধ্যে ৩ জন অপরাধ স্বীকার কবেন, ৬ জনেব বিরুদ্ধে মামলা ডিস্‌মিস্ হয়, অনেকে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হইতে পলাইয়া যান।

"১৯১৭ অব্দের ২০শে নবেম্বর বিচার আরম্ভ হয় এবং ইহা ১৯১৮ অব্দের ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত চলে। ১লা মে, মামলার ১৫৬ দিনে, রায় বাহির হয়।"

স্যানফ্রানসিস্কো ক্রনিকলের মতে ৬০০০ পৃষ্ঠা সাক্ষ্য উক্ত মামলায় প্রদত্ত হয়।

আমরা স্যানফ্রানসিস্কো ক্রনিকল্ পত্রিকার ২০শে নবেম্বর তারিখের সংখ্যার ১১ পৃষ্ঠার ফটোষ্টাটিক কপি হইতে উদ্ধৃত করিতেছি:

৭ কলম শিরোনামায়

"হিন্দু ষড়যন্ত্রে ধৃত ব্যক্তিগণ অদ্য বিচারের সম্মুখীন হইবেন।"

"জুরীগণ নির্ব্বাচিত না হওয়া পর্য্যন্ত সর্ব্বসাধারণকে কোর্টে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না।"

১৫০ জন ইউ, এস, সাক্ষী।

"গভর্ণমেণ্ট ৪২ জন আসামীর বিরুদ্ধে ইউ, এস, এ-তে মিলিটারী এক্সপিডিশন সুরু করার চার্জ্জ আনিবেন। ৪২ জন আসামী, ষ্টিমশীপ কর্ম্মচারী এবং কমাণ্ডারস্, জার্ম্মেন কনস্যুলেটের প্রতিনিধি, ধনী ব্যবসায়ী, এটর্ণী, ইন্‌সিওরেন্স এবং কাষ্টমস্ ব্রোকার এবং কিছু সংখ্যক হিন্দু যাঁহাদের গ্রেট ব্রিটেনের বিরুদ্ধে মিলিটারী এক্সপিডিশন সুরু করার অভিযোগ অদ্য প্রাতে আনয়ন করা হইবে। ফেডারেল জজ ডাবলিও, ভান, ফ্লিটের আদালতে বিচার হইবে। যে দুই কুড়ির অধিক আসামীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার জন্য মামলা দায়ের করা হইয়াছে, তাঁহাদের অপরাধ দুই প্রকার, প্রথমতঃ তাঁহারা জার্ম্মেন গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক পৃষ্ঠপোষিত হইয়াছিলেন এবং দ্বিতীয়তঃ একটী যুদ্ধতহবিল পৃথকভাবে কাইজার কর্তৃক রাখা হইয়াছিল। এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহাদের কর্ম্মপন্থা এরূপ ছিল যে গ্রেট ব্রিটেনকে একটী বিদ্রোহে বিপর্য্যস্ত করা, যাহাতে আশা করা হইতেছিল যে হিন্দুগণের জন্য রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ হইবে এবং ব্রিটিশকে বাধ্য কবা হইবে, ইউরোপীয় রণক্ষেত্র হইতে সৈন্য অপসারণ করিতে।

"মামলার বিচারে তিন মাস সময় লাগিবে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। গভর্ণমেণ্ট পক্ষে ইউ, এস, এটর্ণী জন, ডাবলিও প্রেসটন এবং তাঁহার সাহায্যকারিণী মিসেস আনেট্ এডামস্ থাকিবেন। ১৫ জন এটর্ণী বিভিন্ন প্রতিবাদীগণের পক্ষ সমর্থন করিবেন।"

"৯৮ জনের বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগ"

যদিও ৪২ জন আসামীর বিরুদ্ধে মামলা চলিবে, ৯৮ জনকে গত বসন্তকালে গ্র্যাণ্ড জুরী অপরাধী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কতকজনের বিরুদ্ধে শিকাগোতে (Chicago) মামলা চলে এবং তাঁহারা দণ্ডিত হইয়াছিলেন। নিম্নোক্ত কয়েকজন প্রতিবাদী এই কোর্টের ব্রিটিশ জুরিসডিক্সনের বাহিরে আছেন:—

(১) আলফ্রেড সিমারম্যান (Zimmermann), জার্ম্মেন সেক্রেটারী অব ষ্টেটস্।
(২) ফ্রান্স ফন পাপেন, প্রাক্তন জার্ম্মেন এম্বেসীর মিলিটারী এটাসে।
(৩) উল্ফ ফন ইগেল, ফন পাপেনের সেক্রেটারী।
(৪) হানস্ টাওসার (Tauscher), অপেরা সিঙ্গার ম্যাডাম জোহানা গাডিসকীর স্বামী।

"এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে গভর্ণমেণ্টের প্রমাণাদিতে দেখা যাইবে যে ষড়যন্ত্র স্যানফ্রানসিস্কোতেই কেন্দ্রীভূত ছিল, ইহার বিস্তৃতি, গভর্ণমেণ্টের বর্ণনা অনুসারে মেক্সিকো, ইণ্ডিয়া, ব্যাটাভিয়া, হনলুলো, চীন, জাপান এবং অন্যান্য স্থান পর্য্যন্ত ছিল, এবং বর্ণিত ষড়যন্ত্রের উপরোক্ত কার্য্যগুলি প্রমাণিত হইয়াছে পত্রে, টেলীগ্রামে এবং গুপ্তচরগণের কৌশলে। অস্ত্রশস্ত্রাদি ক্রয় এবং জাহাজে রপ্তানী এবং অন্যান্য কার্য্য করার ব্যবস্থা হইয়াছিল, মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ায় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সৈন্যগণের মধ্যে বিদ্রোহ সৃষ্টি করা।"

"১৫০ জন সাক্ষীকে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ হইতে সমন দিয়া আনয়ন করা হইয়াছে, যেন উপরে বর্ণিত জার্ম্মেন হিন্দু বিদ্রোহ ষড়যন্ত্রের বিভিন্ন পর্য্যায়গুলি সমর্থন করিতে পারে। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট অনুরোধ করিযাছেন যেন হিন্দু সাক্ষীগণকে সর্ব্বভাবে রক্ষা করা হয়। তাহাদের ভয় ছিল যে উক্ত সাক্ষীগণ বিদ্রোহের প্রতি সহানুভূতিশীল ব্যক্তিগণের দ্বারা বিপন্ন হইতে পারেন।"

"সর্বসাধারণ কোর্টে প্রবেশ করিতে পারিবেন না"

জুরী নির্ব্বাচনকালে সর্ব্বসাধারণকে কোর্টে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না। গতকল্য ইউ, এস, মার্শাল জেমস্, বি, হলোহ্যাও, যাঁহারা পাশ পাইতে পারেন, তাঁহাদিগকে কোর্টে প্রবেশের পাশ দিয়াছেন। যখন সাক্ষ্য গ্রহণ আরম্ভ হইবে, সেই সময়ে সর্ব্বসাধারণকে প্রবেশ কবিতে দেওয়া হইবে।

"আসামীগণের নিকট হইতে যে সকল দ্রব্য গ্রেপ্তাবের সময়ে গৃহীত হইয়াছিল, সে সকল প্রত্যর্পণ করার জন্য আসামী পক্ষের এটর্ণীগণ মেন্শন করিলে ফেডারেল জজ ভান ফ্লিট তাহা অস্বীকাব করেন।"

"প্রধান প্রতিবাদীগণ :—

(১) ফ্রান্স বপ, জার্ম্মেন কনসাল জেনাবেল।
(২) উইলহেল্‌ম ফন ব্রিঙ্কেন, মিলিটাবী এইড অব দি জার্ম্মেন কনস্যুলেট।
(৩) রবার্ট কাপেলে, স্যানফ্রানসিস্কো এজেণ্ট, নর্থ জার্ম্মেন ষ্টিমশীপ কোম্পানী।
(৪) লিউপোল্ড মাইকেল, মাল্‌টিমিলিযনিয়ার, পার্ট ওনার অব দি ষ্টিমার 'ম্যাভেবিক', উক্ত ষড়যন্ত্রের জনৈক অংশ গ্রহণকারী।
(৫) হ্যারি, জে, হার্ট, সিপিং ব্রোকার।
(৬) চার্লস লাটেনডর্ফ, ফন ব্রিঙ্কেন্স্ সেক্রেটারী।
(৭) ওয়ালটার সাওয়ারবাক্, জার্ম্মেন অন্তরীণাবদ্ধ ষ্টিমারের প্রাক্তন ইঞ্জিনীযাব।
(৮) জন, এফ, ক্রেইস, সিপ বিল্‌ডার অব লং বীচ।
(৯) জোসেফ্ এল, ব্লাই, কাষ্টম ব্রোকার স্যানফ্রান্‌সিস্কো।
(১০) বার্ণাড ম্যানিং ওরফে জোয়ান বার্ণানডো বাওয়েন, স্যানডিয়েগো।
(১১) সোলন লিওন হাওসার, বুদ্ধ পুরোহিত।
(১২) ম্যারী লিয়ন হাওসার, ঐ পুরোহিতের পত্নী, একমাত্র মহিলা আসামী।
(১৩) এডউইন ডাইনেট, অন্তরীণাবদ্ধ জার্ম্মেন ষ্টিমারের কমাণ্ডার।
(১৪) হ্যান্‌রী, কে, কাউফ্ম্যান, প্রাক্তন চ্যান্সেলার, জার্ম্মেন কনস্যুলেট।
(১৫) হাইনরীক এলবো, জার্ম্মেন শীপ "হোলসাসিয়ার" ক্যাপটেইন।
(১৬) মরিস ষ্টাক ফন গোলড্‌স্হাইম, ইনসিওরেন্স ব্রোকার।
(১৭) জর্জ্জ রেডিক, হনলুলুর প্রাক্তন জার্ম্মেন কনসাল।
(১৮) এইচ, এ, স্রোডার, যিনি হনলুলুতে রেডিকের কার্য্যভার গ্রহণ করেন।
(১৯) লুইস, টি, হিংষ্টলার, স্যানফ্রানসিস্কোর এটর্ণী।
(২০) আর্ণেষ্ট সেকুনা, নিউইয়র্ক।

(২১) ক্যাপটেইন রাল্ফরুশ, ইউ, এস, এর জনৈক মিলিটারী অফিসার।
(২২) এম, মার্টিনেজ, স্যান-ডিয়েগের এটর্ণী।

হিন্দু প্রতিবাদীগণ :—

(১) রামচন্দ্র এবং তাঁহার অনুগামীগণ — গদর পার্টি
(২) ভগবান সিং, যিনি রামচন্দ্র এবং তাঁহার অনুগামীগণের বিরুদ্ধে একটী দল চালনা করিতেন।
(৩) তারক নাথ দাস, (বর্তমানে অধ্যাপক ডক্টর) গদর
(৪) সন্তক সিং গদর
(৫) গোপাল সিং ঐ
(৬) মহাদেও আবাজী নাম্বেদকব ঐ
(৭) গোধারাম ঐ
(৮) সুন্দর সিং মালি ঐ
(৯) মুন্সীরাম ঐ
(১০) বিষণ সিং হিন্দী ঐ
(১১) নিধাণ সিং ঐ
(১২) ইমামদীন ঐ
(১৩) গোবিন্দ বিহারীলাল, ছাত্র এবং লেক্‌চারাব।
(১৪) ডক্টর সি, কে, চক্রবর্ত্তী ইউ, এস, এ-তে বার্লিন ইণ্ডিয়া কমিটির প্রধান ব্যক্তি।
(১৫) ধীরেন্দ্র নাথ সরকার (বার্লিন কমিটীর প্রতিনিধি)।
(১৬) নিরঞ্জন দাস
(১৭) রাম সিং, গদর
(১৮) সুরেন্দ্র কর
(১৯) হরি সিং, গদর পার্টি এবং অন্যান্য।"

(১৯১৭ অব্দের ২১শে নবেম্বরের এস, এফ, ক্রনিকল্ পত্রিকাব—পৃঃ ১ কলম ৬)

"হিন্দু ষড়যন্ত্র মামলার ৮ জন আসামীকে মুক্তিদান।"

"একজন ব্যতীত সকল আসামী কোর্টে উপস্থিত।"

"মামলা বিচারে গেল।"
৫ জন টেইলসম্যান গৃহীত।

"জে, এফ, ক্রেইগ কোর্টে উপস্থিত হইতে পারেন নাই এবং জামীন বাজেয়াপ্ত।"

"ফ্রান্স বপ প্রহরী-বেষ্টিত।"

"৭ জন পুরুষ এবং একজন স্ত্রীলোক প্রতিবাদীকে অপবাধীর লিষ্ট হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে।"

"৯ম প্রতিবাদীর ১0,000 ডলার জামীন বাজেয়াপ্ত। এবং একটী বেঞ্চ ওয়ারেণ্ট তাঁহাকে গ্রেপ্তার করার জন্য জারী হইয়াছে।"

"তথাকথিত জার্ম্মেন-হিন্দু ষড়যন্ত্র মামলায় ৫ জন টেইলসম্যান অস্থায়ীভাবে গৃহীত।"

"ইউ. এস. এটর্ণী জন, ডবলিও প্রেসটন এই সকল আসামীর বিরুদ্ধে চার্জ্জ ডিসমিস করিয়াছেন :—

(১) লিউপোল্ড মাইকেল
(২) এম, সার্টিনেজ
(৩) আর্ণেষ্ট সেকুনা
(৪) ক্যাপ্টেইন রাল্ফক্রশ
(৫) রেমণ্ড হাওযার্ড

তাঁহাদিগকে আটক রাখাব মত যথেষ্ট প্রমাণ নাই।"

উপরিউক্ত ৫ জন প্রতিবাদীর বিপক্ষে চার্জ্জ ডিসমিস্ করিয়া প্রেসটন ঘোষণা করেন যে গভর্ণমেণ্টের নিকট ইঁহাদের বিপক্ষে অপ্রচুর প্রমাণ আছে, স্নুতরাং মামলায় জড়িত করা চলে না, তবে গভর্ণমেণ্ট সাক্ষীভাবে তাঁহাদিগকে ডাকিতে পারেন। তিনি বলেন যে তাঁহাদের বিরুদ্ধে চার্জ্জ সম্পূর্ণভাবে ডিসমিস করা হয নাই। জজ ভান ফ্লিট উক্ত ৫ জন প্রতিবাদীকে এই কোর্টের জুরিসডিকসনের মধ্যেই থাকার জন্য আদেশ দিলেন।

এটর্ণী ডেনিয়েল, সি. ইয়ষ্ট, সোলন লিয়ন হাওসার একজন প্রাচীন বৃদ্ধ পুরোহিতের পক্ষে এবং তাঁহার স্ত্রী ম্যারীর পক্ষে প্রার্থনা জানাইলেন যেন মিসেস লিয়ন হাওসারের কোর্টে উপস্থিত হওয়া সম্পর্কে বাধ্যবাধকতা রাখা না হয়, কারণ তিনি কোর্টে থাকার পক্ষে অত্যন্ত পীড়িতা। বৃদ্ধা মহিলা কোর্টে তাঁহার স্বামী এবং কোর্ট এটাসে কর্ত্তৃক আনীত হইয়াছিলেন।

বৃদ্ধা প্রতিবাদিনী এবং তাঁহার স্বামীকেও মিঃ প্রেসটন অব্যাহতি দিলেন।

স্নুরেন্দ্রনাথ করের বিষয় উল্লেখ করিয়া তাঁহার এটর্ণী ম্যাকগোভান বলেন তিনি টিউবার-কোলোসিসে মৃতপ্রায়, তাঁহাকেও অব্যাহতি দেওয়া হইল।

মিলিয়নীয়ার জন, এফ্, ক্রেগ, লং বীচের সিপবিল্ডিং (ship building) কোম্পানীর অধিনায়ক ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রতিবাদী বিচারের সম্মুখীন হইলেন। যখন তাঁহাদিগের নাম ডাকা হইল, তখন তাঁহারা উত্তর দিলেন। ক্রেগ কিম্বা তাঁহার এটর্ণী কোর্টে উপস্থিত ছিলেন না। এটর্ণী থিয়োডোর রসে (Roche) প্রতিবাদী পক্ষের প্রধান কাউন্সেল বলেন যে ক্রেগ বিচারের নোটিশ পান নাই। স্নুতরাং কোর্টে হাজির হন নাই।

"জজ ভান ফ্লিট আদেশ দিলেন যে জামীন বাজেয়াপ্ত হইয়াছে এবং একটী বেঞ্চ ওয়ারেণ্ট ইস্যু করা হইয়াছে।"

"ইউ, এস, মার্শেল হলোহ্যাণ্ড ক্রেগের সঙ্গে গতকল্য শেষবেলায় ফোনে কথাবার্ত্তা বলিয়াছেন এবং তাঁহার এটর্ণীর সঙ্গেও তাহার আলোচনা হইয়াছে। সিপ-বিল্ডার আজ পূর্ব্বাহ্ণে উপস্থিত হইবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে।"

"অন্তরীণাবদ্ধ কন্‌সাল এবং তাঁহাদের কর্ম্মচারীগণ কোর্টে হাজির।"

"৩২ জন প্রতিবাদী—যাঁহাদের পক্ষে ১০ জন এটর্ণীর একটী দল কোর্টে উপস্থিত ছিলেন, যখন প্রতিবাদীগণের নাম ডাকা হইল, তখন তাঁহারা দাঁড়াইয়া উত্তর দিলেন। ফ্রান্স বপ, প্রাক্তন জার্ম্মেন কন্‌সাল জেনাবেল, ই, এ, এইচ, ফন সাক, প্রাক্তন ভাইস কন্‌সাল, লেফ্‌টেনাণ্ট উইলহেলম্ ফন ব্রিঙ্কেন, প্রাক্তন মিলিটারী এটাসে অব দি কনস্যুলেট, হ্যানুরী কাউফ্‌ম্যান, প্রাক্তন চ্যান্সেলার অব দি জার্ম্মেন কনস্যুলেট এবং অন্যান্য অন্তরীণাবদ্ধ জার্ম্মেন অফিসারগণ এবং ইউ, এস্, গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ধৃত অন্যান্য জার্ম্মেন ষ্টিমারের কমাণ্ডারগণ কোর্ট রুমে মিলিটারী গার্ডের প্রহরাধীনে উপবিষ্ট হইলেন। টেইলসম্যান এটর্ণী, কোর্ট এটাসে এবং সংবাদপত্রের সাংবাদিকগণ ব্যতীত অন্য কেহ কোর্ট রুমে প্রবেশাধিকার পান নাই।"

"ডেপুটী মার্শেল কোর্ট রুমের প্রবেশপথ পাহারা দিতেছিলেন এবং ইউ, এস, মার্শেল পূর্ব্ববর্ত্তী সোমবার যে সকল পাশ দিয়াছিলেন সে সকল পরীক্ষা করেন।"

জজ ভান ফ্লিট বলেন, "এই সকল প্রতিবাদীগণ, গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অভিযুক্ত হইযাছেন, তাঁহাদের অপরাধ তাঁহারা ভারতে ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ এবং ক্রাউনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে আমেরিকা শান্তিতে ছিলেন। প্রতিবাদীগণ জার্ম্মেন এম্পায়ারকে সাহায্য সহায়তা এবং আরাম দিয়াছিলেন। কিন্তু উক্ত সাম্রাজ্যের সঙ্গে ব্রিটিশের সংগ্রাম চলিতেছিল।"

"কোর্ট টেইলস্‌ম্যানদিগকে চার্জ্জগুলির অর্থ বলিলেন"

ফেডারেল জজ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সমন দেওয়া ১০০ জন টেইলস্‌ম্যানকে চার্জ্জগুলির অর্থ বলিলেন। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে ষড়যন্ত্র চলিয়াছিল বলিয়া গভর্ণমেণ্ট চার্জ্জ করিয়াছিলেন, তাহা কাইজার কর্ত্তৃক অর্থদ্বারা পরিচালিত হইয়াছিল, বার্লিন পররাষ্ট্র দপ্তর তাহার বিস্তৃতি সাধন গুপ্তচর দ্বারা করিয়াছিল, "যুদ্ধতহবিল" হইতে স্যানফ্রানসিস্কোর জার্ম্মেন কনস্যুলেট সকল অর্থ সরবরাহ করিয়াছিলেন। জাহাজসমূহ, অস্ত্রশস্ত্র এবং যুদ্ধোপকরণদ্বারা সুসজ্জিত করা হইয়াছিল এবং যাঁহারা পশ্চাতে ছিলেন তাঁহাদের সকলকে সম্পূর্ণ কর্ম্মক্ষম করিয়া ভারতে একটী বিদ্রোহ সৃষ্টি করার জন্য কার্য্যকরী সঙ্ঘে পরিণত করা হইয়াছিল।

"অতঃপর এটর্ণী থিয়োডোর রসে জুরী হওয়ার উপযোগী ব্যক্তিগণকে প্রশ্ন করিলে ইহা বোধগম্য হয় যে এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে হিন্দুগণ ব্যতীতও বহু ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করার জন্য প্রতিবাদী পক্ষ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে দায়ী করিবেন।

অ্যালবার্ট. বি. সাউথার্ড, কনট্রাক্টিং, ইঞ্জিনীয়ার, ৫২১ কক্কার বিল্‌ডিং এ, জি, আলবেণ্টসন, সিটী প্যাসেঞ্জার এজেণ্ট অব দি ক্যানেডিয়ান পেসিফিক রেইল রোড, জর্জ্জ, এইচ, হেলপিন,

লিথোগ্রাফার ৮৭৬, ৪৬ এভিনিও, ওস্‌কার জি. টার্ণব্লেড, রিয়েল ইষ্টেটম্যান, ৪৭৫ কোল্ড ষ্ট্রীট; চার্লস. এল. এচ্‌. ডজ, ক্রোকেট মার্চের্চণ্ট অস্থায়ীভাবে জুরী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

অন্য যাঁহারা কাঠগড়ায় ছিলেন, তন্মধ্যে জেম্‌স. এফ. ওয়াল্‌স, স্যান রাকেল, জেমস, এচ রুকার ১৯১৩, ৩২ এভিনিও। পিটার হ্যামিলটন ৩০৯ রুশ বিল্ডিং। উইলিয়াম. এ. স্যারম্যান, ২৫৭, ১০ এভিনিও। জি, ডি, কোন্‌, ২১৮ মার্কেট ষ্ট্রীট। অগাষ্ট গ্রেডেন ৩৩৮৭-২৩ ষ্ট্রীট এবং ফ্রেডাবিখ. এফ্‌. সিয়ার, কুকেট মাবচেণ্ট।

তৎপর ৩টী নাম বলা হয় কিন্তু তাঁহাদিগকে চ্যালেঞ্জ করা হয়।

প্রতিবাদীগণের পক্ষে এটর্ণী রসে, বার্ট স্লেশিংগার, অটোমারভিন ওয়াইজ, টিমোথী হিলী, আর. এন্‌. বস, জর্জ্জ মেকগোভান, এ. এফ্‌. ব্লেক, ষ্টান্‌লী মুর, ডেনিয়েল. সি. ইয়ষ্ট এবং লুইস বার্টলেট দণ্ডায়মান হন। গভর্ণমেণ্ট পক্ষে প্রেসটন, তাঁহার সাহায্যকাবিণী মিসেস আনেটে এডামস্‌সহ মামলা চালনা করেন।

(এস, এফ্‌, ক্রনিকল্‌, ২৩শে নবেম্বর, ১৯১৭, পৃষ্ঠা-১, কলম ৮, পৃষ্ঠা-২, কলম ২ এবং ৩)

"হিন্দু ষড়যন্ত্র মামলায় কাইজার কর্ত্তৃক বিশ্বব্যাপী গুপ্ত চক্রান্ত।"

"ইউ, এস, এটর্ণী চার্জ্জ করেন যে জনগণ ভারত হইতে ব্রিটিশ শাসন অপসারণ (to sweep) কবার উদ্যোগ করেন।"

"ষড়যন্ত্রকারী আসামীগণ মিথ্যা পাশপোর্ট ব্যবহার করিয়াছিলেন।"

"প্রেসটন বলেন প্রমাণাদি দ্বারা দেখান হইবে যে ভাবতে বিদ্রোহ চালনার জন্য গোপনে অস্ত্রশস্ত্র ষ্টিমারে প্রেবণ করা হইয়াছে।"

বিশ্বব্যাপী ষড়যন্ত্রের অন্তর্নিহিত ইতিহাস, যাহা কাইজারের দ্বারা সংগঠিত হইয়াছিল এবং যাহা জার্ম্মেন স্বর্ণ (Gold) দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত হইয়াছে বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, যদ্দ্বারা ভারত হইতে ব্রিটিশ শাসন অপসারিত কবিবার পরিকল্পনা হইয়াছিল এবং মধ্য ইউরোপের শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের যুদ্ধ-পরিকল্পনা ব্যাহত করার উদ্যম হইয়াছিল, তাহা কাল ইউ, এস্‌, এটর্ণী জন, ডাবলিও প্রেসটন ফেডারেল জজ ডাবলিও, সি, ভান ফ্লিট এবং জুরীগণের সমক্ষে বর্ণনা করেন। ইউ, এস, এ-তে কাইজারের গুপ্তচরগণের কলাকৌশল (machination), সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হইয়াছে।

হরদয়ালের আগমন

প্রেসটন বলেন ষ্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক লালা হরদয়ালের আমেরিকায় ১৯১১ অব্দের এপ্রিলে আগমনের পর হইতে ইউ, এস, এ-তে জার্ম্মেন-হিন্দু প্রচারের সূত্রপাত লক্ষণীয় হয়। ষড়যন্ত্রকারীগণের উদ্দেশ্য ব্যর্থ না হইলে এই পরিকল্পনায়

বিদ্রোহ-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইত। হরদয়াল আমেরিকা আসার দুই বৎসর পূর্ব্বে, প্রেসটন বলেন, জার্ম্মেন এজেণ্ট এবং ইউরোপে ভারতীয় বিপ্লবীগণের সঙ্গে তাঁহার প্রচারের পরিকল্পনা হয়। তিনি কালিফোর্ণিয়ায় "গদর বিপ্লবী সংঘ" প্রতিষ্ঠা করেন, হিন্দু পেসিফিক কোষ্ট এসোসিয়েশন এবং স্যানফ্রানসিস্কোতে 'সাপ্তাহিক গদর' পত্রিকারও উদ্বোধন করেন। কালিফোর্ণিয়া, অরিগন এবং ওয়াশিংটনের সর্ব্বত্র তিনি জার্ম্মেন ভাবধারায় "পিতৃভূমি ইংলণ্ডকে আঘাত হানিবেন এবং ভারতকে মুক্ত করিবেন", ইহা প্রচার করেন। তিনি আমেরিকার ইমপ্রেশন কর্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হইলেন এবং কেন তাহাকে এনার্কিষ্ট গণ্য করিয়া নির্ব্বাসিত করা হইবে না তাহার কারণ প্রদর্শন করার জন্য আদিষ্ট হইলেন। তিনি জামীনে মুক্তি লাভ করিয়া রামচন্দ্রকে তাহার পরবর্ত্তী স্থলাভিষিক্ত করিয়া—পলাইয়া সুইজারল্যাণ্ডে চলিয়া গেলেন।

"প্রেসটন বলেন কাইজারপ্রদত্ত স্বর্ণ ষড়যন্ত্রের সূচনা করে।"

"ব্রিটিশের বিরুদ্ধেই পরিকল্পনা ছিল।"

অভিযোগকারী এটর্ণী ঘোষণা করেন যে প্রতিবাদীগণের ষড়যন্ত্র ইংলণ্ডকে যুদ্ধ পরিচালনায় ব্যাহত করার জন্য হইয়াছিল।

রামচন্দ্রের সঙ্গে সত্যশরণ ভগবান সিং এবং মৌলভী বরকতউল্লা যোগদান করেন এবং তাঁহারা তিনজন পেসিফিক কোষ্টের ৮০০০ হিন্দুকে সংঘবদ্ধ করিতে মনোনিবেশ করিলেন। যখন জার্ম্মেনী এবং ইংলণ্ডের মধ্যে যুদ্ধ বাধিল, তখন রামচন্দ্র কোষ্টের উজান ভাটিতে তাঁহার প্রধান সহায়কগণসহ পরিভ্রমণ করিলেন এবং হিন্দুগণের মধ্যে যাঁহারা ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে এবং বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন, তাঁহাদের তালিকা প্রস্তুত করিলেন। প্রেসটন বলেন, ৪০০ হিন্দুর মধ্যে ৬০ জন এক সঙ্গে আমেরিকা ত্যাগ করিয়া "কোরিয়া" ষ্টিমারে যাত্রা করেন।

প্রাক্তন জার্ম্মেন ভাইস কনসাল ই, এইচ, ফন সাক এবং লেপ্টেনাণ্ট উইলহেল্‌ম ফন ব্রিঙ্কেন অগোচরে হিন্দুদলের নায়কগণের সঙ্গে পরামর্শ করেন, অভিযোগকারী এরূপ চার্জ্জ করেন। ফন্‌ ব্রিঙ্কেন কনসুলেটের আউটসাইড এজেণ্টরূপে কার্য্য করিতেন। মিথ্যা এবং পার্শিয়ান নামে পাসপোর্টসহ বিশ্বস্ত নায়কগণকে বার্লিনে প্রেরণ করা হইত, তথায় জার্ম্মেন সেক্রেটারী অব ষ্টেট অ্যালফ্রেড সিমারম্যানের (Zimmermann) নির্দ্দেশ অনুসারে বার্লিন ইণ্ডিয়ান কমিটী গঠিত হয়। ইহার শাখা কনষ্টান্টিনোপলে এবং এজেন্সীর এক শৃঙ্খল সমগ্র পৃথিবী ব্যাপিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়।

বার্লিন হইতে নির্দ্দেশ

এই মামলার অন্যতম আসামী বরকতউল্লা বার্লিন কমিটী কর্ত্তৃক ভারপ্রাপ্ত হইলেন জার্ম্মেন-গণ কর্ত্তৃক ব্রিটিশ রাজ্য হইতে বন্দী ভারতীয় সৈন্যগণকে তাঁহাদের সেনাপতির প্রতি অনুরক্তি হইতে মুক্ত করার জন্য। প্রেসটন বলেন, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সৈন্যগণের মধ্যে এরোপ্লেনে বহু টন প্রচারপত্র বিতরণ করা হইয়াছিল যাহার মধ্যে এক অংশ স্যানফ্রানসিস্কোতে "গদর"

প্রেসে মুদ্রিত হইয়াছিল। সে সকলে প্রচারপত্রে উক্ত সৈনিকগণকে বিদ্রোহ করিতে এবং দল ত্যাগ করিয়া জার্ম্মেনগণের সঙ্গে যোগ দিতে বিশেষভাবে বলা হইয়াছিল।

প্রেসটন বলেন, সমগ্র পরিকল্পনাই বার্লিন হইতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল এবং একটি "তহবিল" জার্ম্মেন পররাষ্ট্র দপ্তর কর্ত্তৃক পৃথকভাবে রাখা হইয়াছিল, যাহা সমগ্র পৃথিবীর সর্ব্বত্র এজেণ্ট-গণের জন্য ব্যয়িত হইয়াছিল। এরূপ চার্জ্জ করা হয় যে, জার্ম্মেন কনসালগণের সহযোগিতায় ইহা হইয়াছিল।

"ভারতবর্ষ দুই দিক হইতে আক্রমণ করা হইবে। বিপ্লবীগণ ম্যানিলা, চীন, জাপান, বর্ণিও এবং শ্যামদেশ হইয়া বর্ম্মায় যাইবেন। পূর্ব্বদিকে, এরূপ পরিকল্পনা ছিল যে সুয়েজ খাল অবরুদ্ধ করিতে হইবে তৎপর পার্শিয়া এবং আফগানিস্থান যাইবেন এবং তথা হইতে ভারতের পশ্চিম উপকূলে পৌঁছিবেন।"

"অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করা হইবে"

"প্রেসটন বলিলেন অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাগুলী এখানেই ক্রয় করা হইবে এবং "ফোকো" (Phokoh) তে রক্ষা করা হইবে। নালা (tunnels) কর্ত্তন করা হইবে এবং হিন্দু বিপ্লবীগণ তথায় সমবেত হইবেন, সমগ্র পৃথিবী হইতে আনীত অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাগুলীর জন্য অপেক্ষা করিবেন। আনাম (Annam) হইতে বর্ম্মা পর্য্যন্ত অভিযান করার জন্য পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইয়াছিল—ব্রিটিশ প্রহরীগণকে হত্যা করা হইবে, নগরী লুণ্ঠন করা হইবে এবং সমগ্র ভারতে বিপ্লববহ্নি প্রজ্বলিত করা হইবে।

"অস্ত্রশস্ত্র লইয়া "হ্যানরী এস" (Henry, S.) ষ্টিমারের ম্যানিলা হইতে যাত্রা বিফল হওয়ায়, প্রেসটন বুঝাইলেন, ষড়যন্ত্রের এই অংশ (wing) ব্যর্থ হইয়াছিল।

"হ্যানরী এস" ষ্টিমার ব্রিটিশ কর্ত্তৃক ধৃত হয়, কারণ তাহার ইঞ্জিনগুলি অক্ষম ছিল, কিছু-সংখ্যক নাবিকের ভারতে বিচার এবং শাস্তি হয়, কিছু সংখ্যক শিকাগোতে এবং অন্যান্য এখানে এই মামলায় বিচারাধীন।

"স্যানফ্রানসিস্কোতে, রামচন্দ্রের গঠনমূলক কার্য্যের মাধ্যমে জার্ম্মেন কর্ত্তব্য সহজ হইয়াছিল। প্রেসটন এরূপ বলেন, সুপ্রচুর দলিলপত্রে এ বিষয় প্রমাণিত হইবে। যাহা প্রয়োজন ছিল, তাহা, প্রেসটন বলেন, রামচন্দ্রের সংগঠন এবং স্থানীয় জার্ম্মেন কনস্যুলেটের মধ্যে সংযোগ-স্থাপন। আমাদের এরূপ প্রমাণ আছে, যে যুদ্ধ ঘোষণার অব্যবহিত পরেই ইহা সংসাধিত হয়। রাস্তা পূর্ব্বেই পালিশ ছিল। জার্ম্মেন কনস্যুলেট অর্থ সরবরাহ করে এবং 'ম্যাভেরিক' ও 'এনি-ল্যারসেনশ্যাম' অভিযান হিন্দু ষড়যন্ত্রকারীগণের সাহায্যে কার্য্যে পরিণত হয়।"

"বার্লিন হইতে আহ্বান"

"প্রেসটন বলেন, এই সময়ে প্রধান হিন্দু ষড়যন্ত্রকারী ডক্টর সি, কে, চক্রবর্ত্তী বার্লিনে আহূত হইলেন।

"বার্লিনে উপনীত হওয়ার পরে, প্রেসটন বলেন, চক্রবর্ত্তী সিমারম্যান (Zimmermann) কর্ত্তৃক সরাসরিভাবে আমেরিকায় সকল হিন্দু-এজেণ্টগণের উপরে নিযুক্ত হইলেন। একটী কোড্ (Code) সিষ্টেম প্রবর্ত্তিত হইল যাহাতে চক্রবর্ত্তী বার্লিনে সরাসরি সংবাদ আদানপ্রদান চালাইলেন। আমরা প্রমাণের মধ্যে অন্তত ১০টী সংবাদ আদানপ্রদানের (Communication) ব্যবস্থা উল্লেখ করিব এবং এমন কতিপয় ব্যক্তির নাম দিব, যাঁহারা ইহাতে জড়িত, কিন্তু সর্ব্বসাধারণ স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন না যে তাঁহারা এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকিতে পাবেন। সিমারম্যান নিজেই চক্রবর্ত্তীকে নিযুক্তিপত্র দিয়াছিলেন এবং উমফকন্ ইগেলের (জার্ম্মেন এম্বেসীর প্রাক্তন মিলিটারী এটাসে ফ্রান্স ফন্ পাপেনের সেক্রেটারী) কাগজপত্র ও দলিলাদি, যাহা ওয়াশিংটনে ধৃত হইয়াছে এবং অন্যান্য ধৃত কাগজপত্র যাহাতে ষড়যন্ত্রের বিষয় বর্ণিত আছে, সে সকল এই মামলায় প্রদর্শন করা হইবে।

প্রেসটন বলেন যে চক্রবর্ত্তীর নিযুক্তিব কারণ ছিল, রামচন্দ্রের উপর অসন্তোষ। চক্রবর্ত্তী, রামচন্দ্র এবং অন্য একজন প্রতিবাদী. অভিযোগকাবী প্রেসটন দ্বাব: নিজেদের পকেট জার্ম্মেন অর্থ দ্বারা পূর্ণ করার অপরাধে অভিযুক্ত হইলেন, ইহা বস্তুতঃ সমিতির উদ্দেশ্য পূর্ণ কবার ক্ষতিসাধন করিয়াই সম্ভব হইয়াছিল।

অভিযোগকারী প্রেসটন বলেন যে চক্রবর্ত্তী বার্লিনে ৬০,০০০ ডলার পাইয়াছিলেন, যাহা হইতে তিনি ৪০,০০০ বাখিযাছিলেন। রামচন্দ্র ৯,০০০ ডলাব রাখেন, যে জন্য তিনি কখনও হিসাব দেন নাই, এবং অপব একজন হিন্দু প্রতিবাদী বাখেন ৩,০০০ ডলাব।

প্রেসটন বলেন সম্প্রতি শিকাগো মামলায় দণ্ডিত প্রতিবাদীগণেব মধ্যে. আলফ্রেড ওহেডের (Wehde) নির্দ্দেশে সমগ্র ভারতে জার্ম্মেন প্রোপাগেণ্ডা প্রচারের জন্য ৬০,০০০ ডলার ব্যয়ে কলিকাতায় একটী গুপ্ত মুদ্রণাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং আরও বলেন যে উপরিউক্ত ষড়-যন্ত্রের বিভিন্ন প্রতিবাদীগণের যাতায়াত ব্যয়ও বহন করা হইয়াছিল।

"ফ্রিড জেবসন' এবং 'এনিল্যারসেন' ও 'ম্যাভারিকের' প্রহেলিকাচ্ছন্ন সমুদ্রযাত্রা পরবর্ত্তী-কালে ষড়যন্ত্রের আন্তর্জাতিক কার্য্যে অংশ গ্রহণ করে, এইরূপ প্রেসটন বলিলেন। জিন ফিসার নামে একটী রহস্যময়ী নারীও ইহাতে লিপ্ত ছিলেন।

ষ্টিমশীপ অফিসিয়েল, কমাণ্ডার্স, জার্ম্মেন কনসুলার কর্ম্মচারীগণ, মার্চেণ্টস্, এটর্ণী, ইনসিওরেন্স এবং কাষ্টম ব্রোকারগণ ইহাতে যুক্ত ছিলেন বলিয়া প্রেসটন বর্ণনা করেন।

"টাওসার অস্ত্র ক্রয় করেন"

প্রেসটনের মতে, এনিল্যারসেন ষড়যন্ত্রের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে নিউইয়র্কে গ্রাণ্ড অপেরা তারকা ম্যাডাম জোহানা গ্যাডিসকির (Gadiski) স্বামী হানস টাওসার (Taucher) কর্ত্তৃক নিউইয়র্কে ১১ গাড়ী বোঝাই অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাগুলী ক্রয় করা হয়। প্রাক্তন জার্ম্মেন রাষ্ট্রদূত বেয়ার্ণষ্টর্ক ষ্টেট ডিপার্টমেণ্টকে জ্ঞাত করেন যে, ঐ সকল অস্ত্রশস্ত্র জার্ম্মেন পূর্ব্ব আফ্রিকাস্থ তাঁহাদের রাজ্যের জন্য।

আমেরিকায় জার্ম্মেন-হিন্দু বিদ্রোহ ষড়যন্ত্র

প্রেসটন বুঝাইলেন, অস্ত্রশস্ত্রগুলি স্যান-ডিয়েগোতে জাহাজে রপ্তানী করা হয়, সেখানে ডবলিও, সি, হিউজ নামীয় একজন ট্রান্সফারম্যানের নামে প্রেরণ করা হয়, যিনি এই মামলায় একজন অপরাধী এবং তাঁহাকে সাক্ষীরূপে আহূত করা হইবে। স্যান-ডিয়েগোতে অপরাধীগণ কর্ত্তৃক এরূপ ধারণার সৃষ্টি করা হয় যে অস্ত্রশস্ত্রগুলি মেক্সিকোতে জাহাজে রপ্তানী করা হইযাছে।

এনিল্যারসেন স্যান-ডিয়াগোতে গমন করিল, অস্ত্রশস্ত্র ইহাতে বোঝাই করা হইল এবং এনি-ল্যারসেন, ১৯১৫ অব্দের ৬ই মার্চ্চ যাত্রা করিল। পি, এইচ, সুটার ছিলেন ষ্টিমারের ক্যাপ্টেইন, ডবলিও, এ, পেইজ সুপার কার্গোভাবে যাত্রা করেন। আমরা পরবর্ত্তী সময়ে জানিতে পারি যে পেইজ একটী প্রতারণামূলক নাম ছিল, বস্তুতঃ এই নাম ক্যাপটেইন ওত্মাব কর্ত্তৃক গৃহীত হইযাছিল। এই ওত্মাব স্যানফ্রানসিস্কোতে অন্তবীণাবদ্ধ জার্ম্মেন শীপ "এটলাস"-এর ক্যাপটেইন ছিলেন।

প্রেসটন বলেন, সমুদ্র যাত্রাব পূর্ব্বে ষ্টিমার চ্যার্টাব–মার্টিনেজ কর্ত্তৃক, পেইজের নামে প্রদত্ত হয়। অভিযোগকারীর বর্ণনানুযায়ী ইহা একটী প্ল্যান ছিল যে অস্ত্রশস্ত্র যাহা এনিল্যারসেন দ্বাবা মেক্সিকোর নিকট সকোরো (Socoro) দ্বীপে প্রেবিত হইয়াছিল সে–সকল ভারতগামী ষ্টিমার 'ম্যাভ্যাবিকে' তুলিযা দেওযা হইবে।

"হিতসারের সহিত সংবাদ আদানপ্রদান"

টাট্‌কা জল এবং খাদ্যাদির অভাব হওয়ায, প্রেসটন বলেন ষ্টিমাব মেক্সিকোব নিকট আকা-পালকোতে (Akapulco) রহিল, তথা হইতে পেইজ, হিতসাবকে (Hizar) সংবাদ দিলেন। ষ্টিমারখানা কিছু সময়ের জন্য সন্ধানহীন (lost) অবস্থায় ছিল, এবং তৎপর মালপত্রসহ আসিয়া উপস্থিত হইল।

পেইজ তখনও ইহাতে ছিল এবং ষ্টিমার "হকোযাম ওযাস"-এ (Hoquiam Wash) ছিল। কাষ্টমগার্ডগণ ষ্টিমারে ছিল কিন্তু পেইজ পলাইয়া গেলেন। ফ্রিড জেবসনের ষ্টিমার ম্যাভেরিকের ভ্রমণ শেষ হইল, প্রেসটন ইহা বলিলেন। ষ্টিমারখানা একটী অকেজো অয়েল ট্যাঙ্কার ছিল। প্রেসটন বলেন, ইহা ষ্টাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানীর ষ্টিমার ছিল এবং উপরিউক্ত ষড়যন্ত্র কারীগণ কর্ত্তৃক ৪৫,০০০ ডলারে ক্রয় করা হইয়াছিল। কথাবার্ত্তার পর, যাহাতে এ, এ, সোয়ান অব সোয়েনে এবং হফেট হ্যারি, জে হাট, ফন্ সাক, আর্থার পেইজ অংশগ্রহণ করেন বলিয়া প্রেসটন বিবৃত করেন, ষ্টিমারখানা জন, এফ, ক্রেগ (লংবীচের কোটিপতি জাহাজ ব্যবসায়ী) কর্ত্তৃক চূড়ান্তভাবে ক্রীত হয় এবং তিনি ইহা মেরামতের জন্য ২৭,০০০ ডলার প্রাপ্ত হন। পরবর্ত্তী কার্য্যক্রম ছিল, প্রেসটন বলেন, লস এঞ্জেলস এটর্ণী রয় হাওয়ার্ড কর্ত্তৃক ম্যাভেরিক ষ্টিমশীপ কোম্পানী গঠন করা এবং আমেরিকান-এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানী নামে একটী ভূয়া কোম্পানীতে জেবসন কোম্পানীর সকল অংশ গ্রহণ করিয়া ঘোষণা করেন যে তিনিই 'ম্যাভেরিক' ষ্টিমার চার করিয়াছেন।

ফন ব্রিঙ্কেন এবং রামচন্দ্র ৫ জন হিন্দুকে ওয়েটারভাবে ষ্টিমারে পার্শিয়ান নামে স্যান-প্যাড্রো (San Padro) পাঠাইলেন। তাহাদের সঙ্গে গদর প্রচারপত্র, কিছু পিকণ এবং সোভেলস, জার্ম্মেন মুদ্রায় ১০০০ ডলার এবং কতকগুলি শূন্য তৈলের ড্রাম ছিল।

"ব্রিটিশদ্বারা অধিকৃত"

ব্লাই (Bley), ডক্টর এ, সি, রস নামে জেবসন এবং ওয়ালটার সাওয়ারবাক ব্যবস্থা সকল লজ এঞ্জেলসে কার্য্যে পরিণত করেন, এবং ম্যাভেরিক ভারত যাত্রাব জন্য প্রস্তুত হইল, সকোরো দ্বীপে এনিল্যারসেন হইতে মালপত্র লইয়া স্বাভাবিক ভারত অভিমুখে যাত্রা করে।

উক্ত জাহাজে তৈল সররবাহ করার জন্য এবং জাহাজটী বিক্রয় করার জন্য হার্ট কমিশন আদায় কবিলেন। ক্যাপটেইন Nelson জাহাজের কমাণ্ডার ছিলেন, তিনি এই সমুদ্র যাত্রায় দেহত্যাগ কবেন এবং জেইভ ষ্ট্যারহাণ্ট—যিনি সুপাবকার্গোভাবে ছিলেন, তাঁহাকে লইযা ম্যাভেরিক স্যাঙ্গোজ ডেলকাবো (Sangose Delcabo) যাওযাব জন্য বন্দর ত্যাগ করিল, কিন্তু সকোরো দ্বীপে চলিযা গেল, যেখানে এ্যানিলারসেনেব সঙ্গে তাহাব সাক্ষাৎ হওযার কথা ছিল।

ব্যাটাভিযাতে ষ্টারহাণ্ট এবং হিন্দুগণ ব্রিটিশ কর্তৃক ধৃত হন কিন্তু হিন্দুদেব মধ্যে একজন এবং সুপাবকার্গো এই মামলায গভর্ণমেণ্ট পক্ষে সাক্ষীরূপে উপস্থিত হইবেন বলিযা প্রেসটন বলিলেন।

গভর্ণমেণ্ট পক্ষে সুকুমার চ্যাটার্জ্জী প্রথম সাক্ষীরূপে উপস্থিত হইলেন। উক্ত হিন্দু, যিনি উত্তমরূপে ইংরেজী বলিতে পারেন, তিনি ষড়যন্ত্রেব প্রাথমিক দৃশ্যগুলি বর্ণনা করিলেন। তিনি রামচন্দ্র এবং অন্যান্য প্রতিবাদী হিন্দুগণের সহিত কথোপকথন বর্ণনা কবিলেন। তিনি দৃঢ়তার সহিত বলেন যে প্রতিবাদীগণ যে সকল উপায়ে অর্থ সংগ্রহ কবিতেন, তন্মধ্যে একটী ছিল এই যে—ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রতি অনুরক্ত হিন্দুগণকে লুকাইয়া রাখা—এবং তাহাদিগের নিকট হইতে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ (Ransom) আদায় করা। তিনি উপরিউক্ত ষড়যন্ত্রের সংস্রবে ভারত পর্য্যন্ত সমুদ্র যাত্রাব একটী বিবরণ বর্ণনা কবিলেন। এই সমযে মামলা—অদ্য পূর্ব্বাহ্ন পর্য্যন্ত স্থগিত রহিল।

"চার্জ্জসমূহ"

ইউ, এস, এটর্ণী জন ডবলিও. প্রেসটন বলেন—তথাকথিত জার্ম্মেন-হিন্দু বিদ্রোহ ষড়যন্ত্র মামলায নিম্নে প্রদত্ত চার্জ্জগুলিই প্রধান ছিল।

এই ষড়যন্ত্রেব মূল প্রথমতঃ ১৯১১ অব্দে, স্যানফ্রানসিস্কোতে সুরু হয়।

এইরূপ পরিকল্পনা ছিল যে ভারতবর্ষ দুইটী পৃথক স্থান হইতে আক্রমণ করা হইবে। এই জন্য ভারতবাসী রিক্রুট করিয়া ভারতে প্রেরিত হয, এবং অস্ত্রশস্ত্র ষ্টিমার ম্যাভেরিক ও এনিল্যারসেন মারফৎ রপ্তানী করা হয়।

জার্ম্মেন-হিন্দু প্রোপাগাণ্ডা সমগ্র পৃথিবীতে বিস্তার করা হয়, ব্রিটিশ ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান সৈন্য-দলের মধ্যে এরোপ্লেনে, এক দল গুপ্তচরের শৃঙ্খলদ্বারা, এবং পৃথিবী পরিব্যাপ্ত করিয়া যে জার্ম্মেন অফিসিয়েল্‌স্ ছিল, তাঁহাদের দ্বারা করা হয়।

আমেরিকায় জার্মেন-হিন্দু বিদ্রোহ ষড়যন্ত্র

ষড়যন্ত্রটী বার্লিন ফরেন আফিস হইতে আলফ্রেড সিমারম্যান কর্ত্তৃক, একটী স্পেশিয়াল কমিটীর নির্দ্দেশে চলিত এবং সহস্র সহস্র ডলার কাইজারের এজেণ্ট্গণ কর্ত্তৃক ভারতে বিপ্লব স্থষ্টির ব্যর্থ প্রচেষ্টায় ব্যয়িত হইয়াছিল।

"ডক্টর সি, কে, চক্রবর্ত্তী ষড়যন্ত্র কবার কথা স্বীকার করিলেন।"

(স্যানফ্রানসিস্কো ক্রনিকল ১৮ই এপ্রিল ১৯১৮, পৃষ্ঠা ১১, কলম ১ এবং ২)

"ডক্টর চক্রবর্ত্তী জুরীগণকে বলিলেন 'আমি কাইজার হইতে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি'।"

তিনি প্রোপাগাণ্ডার সাফল্যের জন্য জার্ম্মেন স্বর্ণ আনয়ন সুবিবেচনাপ্রসূত বলিয়া বলেন। কিন্তু মিলিটারী এণ্টারপ্রাইজ, আমাদের একমাত্র পন্থা বলিয়া অস্বীকার করেন। যখন উক্ত প্রতিবাদী (চক্রবর্ত্তী) টিউটনগণের সঙ্গে তাঁহার আচরণ প্রকাশ করেন, দলগত কারণে বিরোধী প্রতিবাদীগণ নিতান্ত পরিশ্রান্ত ছিলেন।

গতকল্য, যখন ডক্টর চক্রবর্ত্তী, হিন্দুপক্ষের স্বীকৃত প্রধান ব্যক্তি, যিনি ভারতে ব্রিটিশ শাসন ধ্বংস করার জন্য ষড়যন্ত্র করার অপবাধে অভিযুক্ত, জুরীগণকে শান্তভাবে বলিলেন "আমি জার্ম্মেনীর সহিত আমার সম্পর্ক অস্বীকার করি না," তখন জার্ম্মেন-হিন্দু বিদ্রোহ মামলার প্রতিবাদীগণের মধ্যে নৈরাশ্য এবং কম্পন অনুভূত হয়।

উপরিউক্ত যে ৮টী শব্দে, ডক্টর চক্রবর্ত্তী গভর্ণমেণ্টের অভিযোগ স্বীকার করেন, তাহা হইতেছে ৩৫০ মিলিয়ন ভারতীয়দের মধ্যে প্রোপাগাণ্ডায় ব্রিটিশ ভারতে বিদ্রোহবহ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবার জন্য জার্ম্মেন স্বর্ণ ব্যয়িত হইয়াছিল।

যখন ডক্টর চক্রবর্ত্তী জার্ম্মেনীর সহিত তাঁহার সম্পর্কের কথা স্বীকার করেন, তিনি জুরী-দিগকে বলেন যে ব্যক্তিগতভাবে আমেরিকায় মিলিটারী এণ্টারপ্রাইজের ভিত্তি স্থাপন করিতে তিনি নিজে কিছু করেন নাই, যেরূপ গভর্ণমেণ্ট পক্ষের এটর্ণী জন ডবলিও প্রেসটন অভি-যোগ করিয়াছেন।

তাঁহার স্বীকৃতি প্রতিবাদীগণের বিভিন্ন দলের উপর ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রতিক্রিয়ার স্থষ্টি করে। "ম্যাভেরিক" সংশ্লিষ্ট ভারতীয়গণ গদরীদিগকে গালিবর্ষণ করেন এবং বিষণ্ন বদনে কটাক্ষ করেন। স্যানফ্রানসিস্কোর প্রাক্তন জার্ম্মেন কনসাল জেনারেল ফ্রান্স বপ, যিনি জার্ম্মেন প্রতিবাদীগণের নায়ক ছিলেন, তিনি ক্রোধে রক্তবর্ণ হইলেন, আমেরিকান প্রতিবাদীগণ অত্যন্ত গভীরভাবে ক্ষত হইয়াছেন বলিয়া বোধগম্য হইল। কিন্তু তাঁহারা অস্থিরতার লক্ষণ প্রদর্শন করিলেন না।

অস্ত্রশস্ত্র রপ্তানী

ডক্টর চক্রবর্ত্তী দৃঢ়তার সহিত বলেন যে প্রাক্তন কনসাল জেনারেল ফ্রান্স বপ, প্রাক্তন জার্ম্মেন ভাইস কনসাল ই, এইচ, ফন সাক, প্রাক্তন মিলিটারী এটাসে লেফ্টেনাণ্ট উইলহেলম

ফন খ্রিঙ্কেন এবং স্যানফ্রানসিস্কোর হিন্দুস্থান গদর পত্রিকার সম্পাদক রামচন্দ্র, নিউইয়র্কেব গ্রাণ্ড অপেরা ষ্টার জোহানা গ্যাডিস্‌কীর স্বামী হান্‌স টাওসার কর্ত্তৃক ক্রীত অস্ত্রশস্ত্র জাহাজে বোঝাই করিয়া রপ্তানী করার জন্য ব্যবস্থা করিতেছিলেন।

"তাঁহার স্বীকারোক্তি প্রতিবাদীগণকে হতচকিত করিল—বিশেষভাবে হিন্দুগণকে।"

জুরীগণের প্রতি চক্রবর্ত্তীর ভাষণ

ডক্টর চক্রবর্ত্তীর ভাষণ, যাহা তিনি জুরীগণকে সম্বোধন করিয়াছিলেন, তাহাতে ১৬ মিনিট সময় লাগিয়াছিল। তন্মধ্যে তিনি বলিলেন, "আমার ইউ, এস, এ-র নিরপেক্ষতার নীতি ভঙ্গ করার কোনো অধিকার ছিল না এবং আমি তাহা করিও নাই। তবে আমি জার্ম্মেন স্বর্ণ কি জন্য গ্রহণ করিয়াছিলাম? কারণ দেশেব আভ্যন্তরীণ সংগঠন, বহিরাগত সাহায্য ব্যতীত অসম্ভব। জার্ম্মেনী এই সমস্যার সমাধানের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম পন্থা প্রদর্শন কবিয়াছিল। আমরা ভারতবর্ষে সেরূপ চেষ্টাই করিতেছি, যেরূপ আমেরিকা ১৭৭৬ অব্দে করিয়াছিল। যখন ওয়াশিংটন স্বদেশে সংগ্রাম পরিচালনা করিতেছিলেন, সেইসময়ে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন ফ্রান্সে সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছিলেন। যখন আমাব স্বদেশবাসীগণ ভাবতে সংগ্রাম করিতেছিলেন তখন আমি বার্লিনে সাহায্যপ্রার্থী হইলাম।"

"প্রোপাগাণ্ডার বিস্তৃতিসাধন"

"ব্যক্তিগতভাবে আমি মিলিটারী এনটারপ্রাইজ-এব সূচনা কবার চেষ্টা করি নাই। আমি ভারতে বিদ্রোহবহ্নি প্রজ্বলিত করার চেষ্টা করিযাছি। কিন্তু তাহা উপকূল হইতে নহে, কিন্তু আমার স্বদেশবাসীকে অস্ত্রশস্ত্র রপ্তানী করিয়া। গভর্ণমেণ্ট আমাকে এমন সব শক্তিদ্বারা ভূষিত করিতেছেন, যাহা আমার ছিল না। গভর্ণমেণ্ট চেষ্টা করিতেছে ইউ, এস, এ-তে মিলিটারী এণ্টারপ্রাইজ করার কৃতিত্ব আমাকে দিতে। জুরীর ভদ্র মহোদয়গণ! অলৌকিক কার্যসম্পাদনের যাদুদণ্ড আমার নাই।" ডক্টর চক্রবর্ত্তী প্রথমবারের মত স্বীকার করিলেন রামচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার বিভেদের কারণ কি। তিনি জুরীগণকে বলিলেন রামচন্দ্রের প্রবল অতিরঞ্জন বন্ধ করার জন্য বার্লিন ফরেন অফিস কর্ত্তৃক তিনি নির্দ্দেশ পাইযাছিলেন।

"রামচন্দ্রের সঙ্গে বিভেদ"

ডক্টর চক্রবর্ত্তী বলেন, "আমি রামচন্দ্র এবং তাঁহার অনুগামীগণকে বলিলাম যে বার্লিন ফরেন অফিস তাঁহাদের কার্য্যে সন্তুষ্ট নহে। আমি গদর পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ করিতে চেষ্টা করিলাম কিন্তু রামচন্দ্র যখন অস্বীকার করিলেন তখন আমি তাঁহার সংস্রব ত্যাগ করিলাম এবং দেশবাসীকে তাঁহার সাহায্য করার পন্থাও সমর্থন করা বন্ধ করিলাম, ইহাই আমার বক্তব্য।"

কোর্টের শুনানী মুলতুবির পর ফ্রান্স বপ এবং ডক্টর চক্রবর্ত্তী একটা বাকযুদ্ধ মঞ্চস্থ করিলেন।

বপ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি বলছেন স্বদেশপ্রেমেই আপনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন?"

চক্রবর্ত্তী। হ্যাঁ।

বপ। স্বদেশপ্রেম এবং ৬০,০০০ ডলার?

ফ্রান্স বপ ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া মন্তব্য করিলেন।

"মিসেস এনেটে আডাম্‌স, এসিষ্টাণ্ট এটর্ণী গতকল্য তাঁহার উদ্বোধনী সওয়াল সমাপ্ত করেন। তিনি সাত ঘণ্টা বক্তৃতা করেন। শেষ কয়েক মিনিটে, মিসেস্ আডাম্‌স বলেন, "ভদ্র মহোদয়গণ। আমি ক্লান্ত (exhausted), সম্ভবতঃ আপনারাও, এর পর চারদিন ধরিয়া আপনারা প্রতিবাদী পক্ষের যে প্রবল আক্রমণের সম্মুখীন হইবেন, যে গ্যাস আক্রমণে বিধ্বস্ত হইবেন, আমি প্রার্থনা করি, আপনারা গণতন্ত্রকে রক্ষা কবিবেন।"

"জর্জ্জ ম্যাকগোবান, রামচন্দ্র এবং তাঁহাব দলীয় সহকর্ম্মীগণের পক্ষের এটর্ণী, তাঁহার মক্কেল প্রতিবাদীগণের পক্ষে এক ঘণ্টাকাল সওয়াল করিলেন। আর, এম, রয়েস, লুইস বার্টলেট, টিমোথী হিলী, ডেনিয়েল ইযষ্ট, এক ডজন কিম্বা কিছু অধিক প্রতিবাদীর পক্ষে আজ জুরীদিগকে সম্বোধন করিয়া বক্তৃতা দিলেন।"

"বাম সিং রামচন্দ্রকে হত্যা কবিলেন!"

"ইউ. এস, মার্শেল হত্যাকারীকে হত্যা করিলেন!!"

"দ্রুত হত্যা এবং দ্রুত প্রতিশোধ!!!"

"ফেডারেল কোর্টে জার্ম্মেন-হিন্দু বিদ্রোহ ষড়যন্ত্র মামলার বিচারকালে!"

(এস. এফ. ক্রনিকল, এপ্রিল ২৪. ১৯১৮ ইং জে, এফ, বেইডেন সংবাদদাতা প্রদত্ত)

"গতকল্য মধ্যাহ্নে নবহত্যায় জার্ম্মেন-হিন্দু বিদ্রোহ মামলাব নথিপত্র রক্তাক্ত হইয়াছে।"

"আন্তর্জাতিক আইন নাট্যের গোধূলিলগ্নে, রাম সিং, কেনেডার প্রথম শ্রেণীর ভূম্যধিকারী, একজন প্রতিবাদী ইউ, এস, এতে মিলিটারী এন্টারপ্রাইজের সূচনাকারী ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার বিদ্রোহ সংগঠনের উদ্যোগী বলিয়া বর্ণিত আসামী, পেসিফিক কোষ্টের হিন্দুগণের মুখপাত্র, হিন্দুস্থান গদরের সম্পাদক এবং বিপ্লবী রামচন্দ্রকে গুলী করিয়া হত্যা করিয়াছেন, যখন রামচন্দ্র কোর্টরুমের মধ্য দিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন। যখন রাম সিং তাঁহার অটোমেটিক পিস্তল হইতে রামচন্দ্রের শরীরে বুলেট পাম্প করিতেছিলেন, সেই সময়েই ইউ, এস, মার্শেল জেম্‌স, বি, হলোহ্যাণ্ড তাঁহার স্কন্ধে একটী বুলেট ছুড়িলেন, যাহাতে রাম সিংএর তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইল।"

"বিয়োগান্ত নাটক ফিল্মের মত গতিতে সম্পন্ন হইয়া গেল।"

"ভয়ঙ্কর দৃশ্য মর্ম্মান্তিক ঘটনা চলচ্চিত্রের গতিতে নিমেষে মিলাইয়া গেল। মুহূর্ত্তের মধ্যে এই কাণ্ড ঘটিল এবং দুইটী মৃতদেহ কোর্টরুমের মেজেতে পাশাপাশি পড়িয়া রহিল। সাক্ষী-

গণের কাঠগড়ার নীচে রামচন্দ্রের দেহ, যে চেয়ারখানাতে জার্মেন আসামী ই, এইচ, ফন্সাক গত পাঁচ মাসের অধিককাল বসিয়াছেন, তাহারই সম্মুখে হত্যাকারীর দেহ পড়িয়াছিল।"

ষ্টেট এটর্ণী, জন, ডবলিও প্রেসটন জুরীগণের নিকট কেবলমাত্র তাঁহার সমাপ্তিক সওয়াল এই বলিয়া শেষ করিয়াছিলেন :—"ভদ্র মহোদয়গণ! আমি চাই, আপনারা আপনাদের জীবনের মধ্যে উজ্জ্বলতম অধ্যায় লিপিবদ্ধ করুন।"

জজ ভ্যান ফ্লিট জুরীদিগকে স্বাভাবিক পরামর্শ দিয়া অপরাহ্ন দুই ঘটিকা পর্য্যন্ত অবসর ঘোষণা করিলেন।

"যখন কোর্টের অবসর ঘোষণা করা হয়, সে সময়েই হত্যাকাণ্ড হইল।"

"যখন জজ বিচারমঞ্চ হইতে তাঁহার প্রাইভেট চেম্বারে চলিয়া গেলেন, জুরীগণ কোর্ট-রুম ত্যাগ করিলেন, দর্শকগণ, প্রতিবাদী পক্ষের এটর্ণীগণ এবং অন্যান্য সকলে, তাহাদের স্থান রক্ষা করিতেছিলেন, আমি পরিষ্কারভাবে মনে করিতে পারি, প্রেসটন তাঁহার কাগজ-পত্র একত্র করিতেছিলেন---------হিন্দু হত্যাকারী তখন সাংঘাতিক গুলী ছুড়িলেন, যাহাতে রামচন্দ্র নিহত হইলেন। আমি কোর্টরুমের মধ্য দিয়া প্রেসটনের দিকে যাইতেছিলাম, আমার ইচ্ছা ছিল, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিব, জুরীদের নিকটে প্রদত্ত ভাষণের একটী অনুলিপি আমি পাইতে পারি কিনা। আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম, রামচন্দ্র প্রতিবাদীগণের টেবি-লের নিকট তাঁহার আসন হইতে দণ্ডায়মান হইলেন এবং ক্ষুদ্র পদক্ষেপে তাঁহার এটর্ণী ম্যাক-গোভানের নিকটে গমন করিলেন। আমি ৬ ফুট দূর হইতে হত্যা সংগঠিত হইতে দেখিলাম, কৃষ্ণ পাগ্‌রী বাঁধা হিন্দু কর্ত্তৃক হত্যা হইল, যিনি অবনত মস্তকে পথ করিয়া রামচন্দ্রের দিকে অগ্রসর হইলেন। আমি মনে করিলাম যে রাম সিং পীড়িত এবং তিনি অজ্ঞান (fainting) হইয়া যাইবেন। আমি তাঁহাকে রিভলবার ধরিয়া রামচন্দ্রের পার্শ্ব দিকে গুলী ছুড়িতে দেখিলাম এবং একটা তীব্র ফট্ ফট্ শব্দ শুনিলাম। বুলেট রামচন্দ্রের বাম দিকে, পৃষ্ঠদেশের নিকটে বিদ্ধ হইল। রামচন্দ্র প্রথম কম্পিত হইলেন, তৎপরেই ঘুরিয়া গেলেন, তাঁহার মস্তক ঝুলিয়া পড়িল এবং শরীরটা টলটলায়মান হইল। রাম সিং তাঁহার পিস্তলের ট্রিগার আরও তিনবার টানিলেন।"

"মার্শেল হলোহ্যাণ্ড হত্যাকারীকে হত্যা করিলেন"

"প্রতিবাদী পক্ষের এটর্ণী ষ্টান্‌লী মুর রাম সিংকে ধরিয়া ফেলিলেন, এই সময়ে মার্শেল হলোহ্যাণ্ড আর্ত্তনাদ করিয়া আসিয়া সিং এর উপরে পড়িলেন। তিনি অগ্রসর হওয়ার কালে প্রেসটনকে পার্শ্বে ঠেলিয়া দিলেন এবং থিয়োডোর রসেকে যথেষ্ট বলপ্রয়োগে সরাইয়া ফেলিলেন যখন মুর সংগ্রাম করিতেছিলেন সিং এর হাত হইতে রিভলবার ছাড়াইয়া নিতে। এই সময়ে হলোহ্যাণ্ড আরও কিছুটা সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইলেন, সিং তখন তাঁহার রিভলবারের ট্রিগার পুনরায় টানিলেন কিন্তু ইহা হইতে গুলী বাহির হইল না, তখনও তাঁহার মস্তক অবনত, এই সময়েই হলোহ্যাণ্ড রাম সিংকে গুলীতে নিহত করিলেন।"

"রামচন্দ্রের মৃত্যু হইল"

শুষ্ক ওষ্ঠ, বিবর্ণ মূর্ত্তি, চক্ষে অশ্রু অটো ইরভিং ওয়াইজ ডিষ্ট্রিক্ট এটর্ণী জন, ডবলিও, প্রেসটনকে দুই বাহুতে বেষ্টন করিয়া বলিলেন 'ভগবানকে ধন্যবাদ, তুমি এখনও আমাদেব জন্য বেঁচে আছ।'

মিসেস্ আডাম্‌স তাঁহার ভগবানপ্রদত্ত নিরাপত্তা হইতে রামচন্দ্রের দেহ অঙ্গুলী দ্বারা প্রদর্শন করিয়া বলিলেন, 'তিনি এখনও জীবিত।' একজন নারী দর্শক, হাঁটুতে ভর দিয়া মৃত্যুমুখী হিন্দুর পার্শ্ব হইতে তাঁহাব নাড়ী পবীক্ষা করিয়া বলিলেন 'একজন চিকিৎসক ডাকা এ সময়ে বৃথাই হইবে।'

"প্রায় এই সময়েই চন্দ্র তাঁহার চক্ষু খুলিলেন, মুহূর্ত্তেক, যেন কিছুই দেখিতেছেন না এইভাবে দৃষ্টিটা ঘুরাইলেন এবং তৎক্ষণাৎই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।"

"প্রতিবাদীগণ ভীতি-বিহ্বল"

"প্রাক্তন জার্ম্মেন অন্তরীণাবদ্ধ ষ্টিমার "আলহারাস" ষ্টিমারেব ক্যাপটেইন হাইন রিখ এলবে কর্ত্তৃক পরিচালিত কতিপয় জার্ম্মেন প্রতিবাদী করিডোর হইতে পলায়ন করিলেন। বহির্গমনের দ্বারে এমন ভীড় হইল যে স্যানফ্রানসিস্কোর প্রাক্তন জার্ম্মেন কনস্যুলেটের চ্যানসেলার হ্যান্‌রী, ডবলিও. কাউফম্যানকে বদ্ধ দরজাব উপবে ফেলিয়া দেওয়া হইল, তাঁহার ডান চক্ষের নিম্নে একটা ক্ষতের সৃষ্টি হইল। এটর্ণী টিম হিলী বাহিরে যাওয়ার জন্য যে কিরূপ সংগ্রাম করিয়াছিলেন তাহার একটা আভাষ পাওয়া যায় যে তিনি রামচন্দ্রের পাশে এবং পৃষ্ঠে রাম সিং কর্ত্তৃক গুলী পাম্প করাব সেই ভীতিপ্রদ মুহূর্ত্তে নিজের জিভ নিজেই দাঁত দিয়া কাটিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য তাঁহার মুখ হইতে বক্ত বাহির হইতেছিল। যখন ক্যাপটেইন এলবে করিডোরে চলার স্বাধীনতা পাইলেন তখন জার্ম্মেন প্রতিবাদীগণেব মিলিটারী গার্ডগণ সার্জ্জেণ্ট কাভেবী, প্রাইভেট মেবেবী ও লিট্‌ল বেত মারিতেছিলেন।"

"বামচন্দ্রের মৃতদেহের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আমি তাঁহার সঙ্গে দুই ঘণ্টা পর্ব্বে যে কথোপকথন করিয়াছিলাম, তাহা না ভাবিয়া পারিলাম না। গভর্ণমেণ্ট এটর্ণী প্রেসটন কর্ত্তৃক বর্ণিত চার্জ্জসমূহ সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে কথা হইতেছিল, তিনি, রামচন্দ্র বলেন, পেসিফিক কোষ্টে এবং চীনদেশে হিন্দু কর্ম্ম-উদ্যমের উন্নতিকালে, দুইটী হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে তারকনাথ দাস জড়িত ছিলেন। আমি সে সকল ঘটনা জানি এবং সে সকলে আমি ব্যথা পাই। চন্দ্র আমাকে বলিলেন, 'কিন্তু আমি এই মামলায় নিরাপদ মনে করি, কারণ গভর্ণমেণ্ট এই মামলা পরিচালনায় বিশেষ সতর্কতা নিয়াছেন যাহাতে কোনো প্রকার বলপ্রয়োগ হইতে না পারে।"

"এই মন্তব্য এমন একজন হইতে, যিনি পূর্ব্বোক্ত মন্তব্যে গভর্ণমেণ্টের প্রতি বিশ্বাস জ্ঞাপন করার পরক্ষণেই নিহত হইলেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন এই মামলায় তাঁহার অমঙ্গল হইবে না।"

"হত্যার উদ্দেশ্য কি"

"রাম সিং-এর কার্য্যের উদ্দেশ্য ছিল পরিষ্কার। ভগবান সিং দলের হিন্দুগণের মতানুসারে পূর্ব্বে কেনেডায় রাম সিং এর শত শত একর জমি ছিল, তিনি একজন ধনী ব্যক্তি বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। তিনি সহস্র সহস্র ডলার হিন্দুদিগের লক্ষ্যের জন্য রামচন্দ্রের হস্তেই দিয়াছিলেন। ব্যক্তিগত আলাপ আলোচনায় ভগবান সিং দলের হিন্দুগণ রামচন্দ্রকে একজন পরস্বাপহারী বলিয়া প্রকাশ্যে মন্তব্য করিতেন। হিন্দুগণের উদ্দেশ্যের জন্য রাম সিং প্রদত্ত সহস্র সহস্র ডলার-এর অধিকাংশই রামচন্দ্র নিজের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য রাখিয়াছিলেন।"

"রামচন্দ্র বিক্রীত হইয়াছিলেন"

"সম্ভবতঃ রাম সিং যখন উপলব্ধি করিলেন যে, যেরূপ গভর্ণমেণ্ট এটর্ণী প্রেসটন চার্জ্জ করিয়াছেন, রামচন্দ্র জার্ম্মেনগণের নিকট বিক্রীত হইয়া (sold out) গিয়াছিলেন এবং তিনিও প্রশান্ত উপকূলের উজান ভাটির হিন্দুগণ ভারতের মঙ্গলের জন্য যে অর্থ প্রদান করিয়াছিলেন, সেসকল রামচন্দ্র নিজের ব্যবহারের জন্যই রাখিয়াছিলেন, তখনই সম্ভবতঃ রাম সিং রামচন্দ্রকে হত্যা করিলেন।"

"গতকল্য হিন্দুদের মধ্যে একজন, যখন রামচন্দ্রের মৃতদেহের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দণ্ডায়মান ছিলেন, তখন মন্তব্য করেন যে সিং সম্ভবতঃ বিচারকালে বিবেচনা করিতেছিলেন যে তাঁহার নিজ বিবেচনামতে রামচন্দ্রের বিচারভার তাঁহার নিজ হস্তেই লইতে হইবে, কে জানে?"

"ফেডারেল জজ কর্ত্তৃক জার্ম্মেন-হিন্দু বিদ্রোহ ষড়যন্ত্রের মামলা জুরীগণের হস্তে দত্ত হইল"

জুরীদিগের নিকট জজ কর্ত্তৃক মামলার প্রস্তাবনা পাঠে তিন ঘণ্টা ও তিন সিকি ঘণ্টা সময় লাগিয়াছে। আমেরিকায় মিলিটারী এনটারপ্রাইজের (enterprise) সূচনা করা আইনতঃ যে অপরাধ প্রতিবাদী আসামীগণ কোর্ট কর্ত্তৃক সে সকল একই বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কোনো প্রকারের কার্য্যকারিতা, অথবা আন্দোলন, যাহার উদ্দেশ্যে কার্য্য আরম্ভ করা অথবা কার্য্যের প্ররোচনা দেওয়া কিম্বা এই দেশে অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার দ্বারা শত্রুপক্ষীয় কার্য্যকলাপ আনয়ন, অন্য দেশ বা গভর্ণমেণ্ট যাহার সঙ্গে আমরা শান্তিতে ছিলাম, অর্থাৎ লোক সংগ্রহ করা, ভারতে ব্রিটিশ রাজ্যের বিরুদ্ধে বিপ্লব সৃষ্টির জন্য লোকের তালিকা করা, তাঁহাদিগকে ভারতে প্রেরণের জন্য ষ্টীমারের ব্যবস্থা করা, তাঁহাদিগকে অস্ত্রশস্ত্র গোলাগুলী এবং সর্ব্বপ্রকার যুদ্ধোপকরণদ্বারা সুসজ্জিত করা, তাঁহাদের নিজেদের যাওয়া, উক্ত-প্রকার উদ্দেশ্যে ভারতে যাওয়া এবং রাজদ্রোহকর প্রচারপত্র মুদ্রণ, এই দেশে হিন্দুগণের মধ্যে বিতরণ এবং ভারতে প্রেরণ ও বিতরণ এবং সর্ব্বপ্রকারে ভারতে ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য ভারতবাসীগণকে প্ররোচিত করা, যদি আপনারা উপরিউক্ত কার্য্যগুলি করার জন্য প্রতিবাদীগণের মধ্যে ষড়যন্ত্র ছিল তাহা দেখিতে পান তবে আপনারা দেখিতে পারেন এবং অবশ্য দেখিবেন তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল ১৩ ধারার সর্ত্তগুলি ভঙ্গ করা, 'সেটিং অন ফুট মিলিটারী এনটারপ্রাইজ' অথবা তাহা আরম্ভ করা যাহার সম্পর্কে গভর্ণমেণ্ট পক্ষ তাঁহাদিগকে চার্জ্জ করিয়াছেন।"

আমেরিকায় জার্ম্মেন-হিন্দু বিদ্রোহ ষড়যন্ত্র

"একজন প্রতিবাদী ব্যতীত জুরীগণ সকল প্রতিবাদীর বিরুদ্ধেই অপরাধ পাইলেন।"

(স্যানফ্রানসিস্কো ক্রনিকল, ২৪শে এপ্রিল, ১৯১৮)

"আন্তর্জাতিক মামলায় জার্ম্মেন, হিন্দু ও আমেরিকানগণসহ সকলের উপর জুরীর নির্দ্দেশ।"

জন্, এফ, ক্রেইগ নির্দ্দোষ প্রমাণিত।

"ভারতীয়গণ, বিদ্বানগণ এবং টিউটোন ডিপ্লোমেটগণ একটী বন্ধুভাবাপন্ন জাতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন।"

"২৯ জন হিন্দু, জার্ম্মেন এবং আমেরিকান, তথাকথিত জার্ম্মেন-হিন্দু বিপ্লব ষড়যন্ত্রের মামলায় ভারতে বিপ্লবাগ্নি প্রজ্বলিত করার ষড়যন্ত্রে গত রাত্রে দোষী সাব্যস্ত হইয়াছেন। জুরীগণ ৪ ঘণ্টা ২৪ মিনিট কাল বিচার বিবেচনার পর এই নির্দ্দেশ দিয়াছেন।"

"ইউ, এস, মার্শেল হলোহ্যাণ্ড জুরীগণের এই নির্দ্দেশনামা ফেডারেল জজ উইলিয়াম, সি, ভান ফ্লিটের হস্তে প্রদান করিলেন, জজ তাহা পাঠ করিলেন।"

"লুইস, টি, হিংষ্টলার, স্যানফ্রানসিস্কোর এডমিরালটি এটর্ণী, যিনি জার্ম্মেন কনস্যুলেটকে মেরিণ মেটার্সকে সমর্থন করেন, তিনি অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। স্যানফ্রানসিস্কোর সিপিং ব্রোকার হ্যারি, জে, হার্টের চক্ষেও জল দেখা গেল।"

জুরীগণের নির্দ্দেশনামা বিচারের ১৫৬ দিনে প্রদত্ত হইল।

"জজ জামানতের পরিমাণ উচ্চ হারে নির্দ্ধারণ করিলেন।...............
ফেডারেল জজ ভান ফ্লিট ২৫,000 ডলার করিয়া জামীন ধার্য্য করিলেন। তিনি, রাত্রি অধিক হওয়ায় নূতন মুচলিকার বিষয় বিবেচনা করিতে অস্বীকৃত হইলেন।"

"হ্যানরী, জে, হার্ট, লুইস, টি, হিংষ্টলার, রবার্ট কাপেলে এবং জোসেফ, এল, ব্লাইকে জজ ইউ, এস, মার্শেল অফিসের গার্ডের প্রহরাধীনে রাত্রি একটী হোটেলে কাটাইতে আদেশ দিলেন। হিন্দু প্রতিবাদীগণকে কাউণ্টী জেলে লইয়া যাওয়া হইল। জার্ম্মেনগণকে আলেট্রিস দ্বীপে প্রেরণ করা হইল।"

"মঙ্গলবার, বেলা ১0টায় দণ্ড ঘোষণা করা হইবে।"

"অদ্য বেলা ১২টা ৪0 মিঃ জুরীগণ তাঁহাদের নির্দ্দেশনামা প্রদান করেন।"

'নিম্নে প্রদত্ত প্রতিবাদীগণ মুক্ত হইলেন:—

১) জন, এফ, ক্রেগ, লংবীচের সিপ বিল্ডিং ইয়ার্ডের স্বত্বাধিকারী।

প্রতিবাদীগণ যাঁহারা অপরাধ স্বীকার করিয়াছিলেন :—

(১) লেপটেনাণ্ট উইলহেল্‌ম ফন ব্রিঙ্কেন, জার্ম্মেন কনস্যুলেটের প্রাক্তন এটাসে।
(২) জর্জ্জ বোডিক, হনোলুলুর প্রাক্তন জার্ম্মেন কনসাল।
(৩) এইচ, এ. স্রোডার, হনোলুলুর প্রাক্তন জার্ম্মেন ভাইস কন্‌সাল।

নিম্নে প্রদত্ত ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে অপরাধ (indictment) গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রত্যাহৃত হয় :—

(১) এম, মার্টিনেজ, স্যানডিয়েগোর কাষ্টম ব্রোকার।
(২) সোলোন লিওন হাওজার, বৃদ্ধ পুরোহিত।
(৩) ম্যারী লিওন হাওজার, উপরিউক্ত বৃদ্ধ পুরোহিতের পত্নী।
(৪) আর্ণেষ্ট সেকুনা, নিউইয়র্কের প্যাটেণ্ট মেডিসিন ব্যবসায়ী।
(৫) লিউপোল্ড মাইকেল, স্যানফ্রানসিস্কোর আমদানীকারক।
(৬) হরি সিং।

"হিন্দু প্রতিবাদীগণের প্রতি জজের সতর্কবাণী"

"হিন্দু প্রচারপত্রাদি দ্বারা প্রপাগাণ্ডা করা বন্ধ করিতে জজ হিন্দু প্রতিবাদীগণকে সতর্ক করিলেন। জজ বলেন সর্ব্বসাধারণের মনের অবস্থা এরূপ যে তাঁহারা আর ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স্ মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে প্রপাগাণ্ডা সহ্য করিতে পারেন না। যদি গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের মিত্রগণের বিরুদ্ধে প্রপাগাণ্ডা বন্ধ করার ব্যবস্থা না করেন তবে জনসাধারণই তাঁহাদের হাতে আইন লইবেন, এপ্রকার দৃষ্টান্ত ইতিমধ্যে ঘটিয়াছে। আমি আপনাদিগকে পরামর্শ দিব, যখন আপনারা পুনরায় মুক্ত হইবেন তখন আর এপ্রকার প্রপাগাণ্ডা করিবেন না।"

"ডক্টর চক্রবর্ত্তী ব্যতীত, হিন্দুগণকে কারাদণ্ড ও জেলে বাস দেওয়া হইল।"

"চক্রবর্ত্তীকে ৫,০০০ ডলার অর্থদণ্ড দেওয়া হইল, তাহা তিনি তৎক্ষণাৎ প্রদান করিলেন, তদুপরি তাঁহাকে ৩০ দিন আলমেডা কাউণ্টী জেলে বাস করার আদেশ দেওয়া হয়।"

"তাঁহার দণ্ড হাল্‌কা করা হইয়াছিল, এজন্য, প্রসিকিউশন এটর্ণী জন, ডবলিও প্রেসটন বলেন, চক্রবর্ত্তী গভর্ণমেণ্টকে মূল্যবান সাহায্য করিয়াছেন।"

জজ বলিলেন 'ভারী জার্ম্মেন স্বর্ণের বোঝা হইতে, আমরা আপনাকে কতকাংশে ঋণমুক্ত করিলাম, ডক্টর।' প্রেসটন বলিলেন 'চক্রবর্ত্তী এবং আমার মধ্যে জার্ম্মেনগণ হইতে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ লইয়া মতদ্বৈধ আছে, যে অর্থ তিনি নিউইয়র্কের রিয়েল ইষ্টেটে খাটাইতেছেন।'

"আমি বলি ইহা ৬৫,০০০ ডলার, কিন্তু চক্রবর্ত্তী বলেন ইহা মাত্র ৫৮,০০০ ডলার।"

"২৯জন ষড়যন্ত্রের আসামী দণ্ডিত"

(স্যানফ্রানসিস্কো ক্রনিকল, ১লা মে, ১৯১৮ ইং পৃষ্ঠা ৫ম, কলম ১, ২, ৩, ৪, ৫ এবং ৬)

"আসামীগণের প্রতি কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড"

"জার্ম্মেন-হিন্দু বিদ্রোহ ষড়যন্ত্রের মামলায় জার্ম্মেন, আমেরিকান এবং হিন্দুগণ জার্ম্মেন-হিন্দু বিদ্রোহ ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ করায় দণ্ডিত।"

"ষড়যন্ত্রের আসামীগণ এবং তাঁহাদেব উপব দণ্ড এইরূপ :—

(১) ফ্রান্স বপ, ২ বৎসব ম্যাকনীল দ্বীপে বাস, ১০,০০০ ডলাব অর্থদণ্ড।
(২) ই, এইচ, ফন সাক্, ২ বৎসব, ঐ. ১০,০০০ ডলাব অর্থ দণ্ড।
(৩) ববার্ট কাপেলে, ১৫ মাস, ঐ, ৭,৫০০ ডলাব অর্থদণ্ড।
(৪) জোসেফ, এল, ব্লাই, ১৫ মাস ঐ. ৫,০০০ ডলাব অর্থদণ্ড।
(৫) হ্যান্রী, ডবলিও. কাউকম্যান. ৫,০০০ ডলাব অর্থদণ্ড অথবা ৬ মাস. কাউণ্টী জেলে বাস।
(৬) লুইস, টি, হিংষ্টলাব, ৫,০০০ ডলার অর্থদণ্ড।
(৭) চ্যার্লস লাটেনডর্ফ, এক বৎসর আলামেডা জেলে বাস।
(৮) ওয়ালটাব সাওযারবাক. ১২ মাস আলামেডা কাউণ্টী জেলে বাস এবং ২,০০০ ডলাব অর্থদণ্ড।
(৯) হ্যারি, জে, হার্ট, ৬ মাস আলামেডা জেলে বাস এবং ৫,০০০ ডলাব অর্থদণ্ড।
(১০) জে, ক্লাইভ হিতসার, ১ বৎসর আলামেডা জেলে বাস এবং ৫,০০০ ডলার অর্থদণ্ড।
(১১) ল্যাপ্টেনাণ্ট উইলহেল্‌ম ফন্ ব্রিঙ্কেন, ২ বৎসব ম্যাকসীল দ্বীপে বাস, নিবপেক্ষতা ভঙ্গেব মামলায ২ বৎসর কারাবাস এক সঙ্গে।
(১২) বার্ণার্ড ম্যানিং, ৯ মাস আলামেডা জেলে বাস এবং ১,০০০ ডলাব অর্থদণ্ড।
(১৩) এডওয়ার্ড ডাইনেইট, ১০ মাস আলামেডা জেলে বাস এবং ১,৫০০ ডলার অর্থদণ্ড।
(১৪) হাইনরিখ এলবো. ৬ মাস আলামেডা জেল এবং ১,০০০ ডলার অর্থদণ্ড।
(১৫) মরিট্স ষ্টাক ফন্ গোল্ডসহানজ, ৬ মাস আলামেডা জেল এবং ১,০০০ ডলাব অর্থদণ্ড।
(১৬) ভগবান সিং. ম্যাকসীল দ্বীপে ১৮ মাস জেল।
(১৭) ডক্টর সি, কে, চক্রবর্ত্তী. ৩০ দিন আলামেডা জেলে বাস এবং ৫,০০০ ডলার অর্থদণ্ড।
(১৮) গোধাবাম, ১১ মাস আলামেডা জেলে বাস।
(১৯) তারকনাথ দাশ, ২২ মাস ম্যাকসীল দ্বীপের জেলে।
(২০) মুন্সীরাম, স্যানফ্রানসিস্কো কাউণ্টী জেলে ৬০ দিন বাস।
(২১) ইমামদীন, স্যানফ্রানসিস্কো কাউণ্টী জেলে ৬০ দিন বাস।
(২২) নিরঞ্জন দাস, স্যানফ্রানসিস্কো কাউণ্টী জেলে ৬ মাস বাস।
(২৩) বিষণ সিং হিন্দী, ৯ মাস আলামেডা জেলে বাস।
(২৪) সন্তক সিং, ২১ মাস ম্যাকসীল দ্বীপ জেলে বাস।

(২৫) গোপাল সিং, এক বৎসর একদিন আলামেডা জেলে বাস।
(২৬) নিধান সিং, ৪ মাস আলামেডা জেলে বাস।
(২৭) মহাদেও আবাজী নাম্বেদকর, ৩ মাস স্যানফ্রানসিস্কো কাউণ্টী জেলে বাস।
(২৮) গোবিন্দবিহারী লাল, ১০ মাস স্যানফ্রানসিস্কো কাউণ্টী জেলে বাস।
(২৯) ধীরেন্দ্র নাথ সরকার, ১০ মাস স্যানফ্রানসিস্কো জেলে বাস।

আমাদের কৃতজ্ঞতা

১৯১৮ অব্দে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অস্ত্রসংবরণ দিবসের পর হইতে আমরা উপরিউক্ত মামলার কাগজ ও নথিপত্র পাওয়ার জন্য চেষ্টা করিতেছিলাম কিন্তু আমরা কিছু বিচ্ছিন্ন অংশ মাত্র সংগ্রহ করিতে সক্ষম হই, যদ্দ্বারা জার্ম্মেন-হিন্দু বিদ্রোহ ষড়যন্ত্রের একটী পূর্ণ ইতিহাস সঙ্কলন করা সম্ভব হয় নাই। বিগত বৎসরের পর্ব্ব বৎসরে, অর্থাৎ ১৯৫৬ অব্দে, আমরা নিউ দিল্লীতে রাষ্ট্রদূতসমীপে এক নিবেদন প্রেরণ করি। তাঁহার আফিস হইতে আমাদিগকে তাঁহাদের কনসাল জেনারেলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থষ্টি করিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। কলিকাতাস্থ কন্‌সাল তাঁহাদের কলিকাতায় অবস্থিত ফবেন সার্ভিসের ইনফরমেশন বিভাগে সন্ধান নিতে বলেন। আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে তাঁহাদের এসিষ্টাণ্ট কাল-চারেল অফিসার মিঃ রবার্ট জেফি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদিগকে লিখেন যে, ৪০ বৎসর পূর্ব্বেকার উক্ত মামলার কাগজপত্র পাওয়ার জন্য তাঁহাদের পক্ষে আবও কিছু কিছু তথ্য পাওয়া দরকার। সেই মতে আমরা কিছু তথ্য প্রেরণ করিলে তিনি আমেরিকা হইতে অত্যন্ত মূল্যবান কাগজ-পত্রাদি, বিশেষভাবে যে "স্যানফ্রানসিস্কো ক্রনিকল" পত্রিকায় ১৯১৭ অব্দের ২০শে নবেম্বর হইতে ১৯১৮ অব্দের ১লা মে পর্য্যন্ত, দিনের পর দিন মামলার বিবরণ প্রকাশিত হইযাছিল, সে সকলের পূর্ণ পৃষ্ঠা ফটোষ্টাটিক কপি হইতে দুই বারে উল্লেখযোগ্য ঘটনা সম্বলিত কতকগুলি কপি আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন। তিনি ষড়যন্ত্র এবং বিচার সম্পর্কে প্রধান প্রধান শিরোনামা-গুলির বিস্তৃত তালিকাও প্রদান করিয়াছেন।

আমরা মিঃ রবার্ট জেফির প্রতি আমাদেব আন্তবিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। ইহা বলাই বাহুল্য যে, তাঁহার সদয সাহায্য এবং সহযোগিতা না পাইলে আমরা এই ইতিহাস সঙ্কলন করিতে সক্ষম হইতাম না।

লণ্ডনে পঞ্চনদের দ্বিতীয় শহীদ

সর্দার উধাম সিং

১৯৪০ সালের মার্চ মাস, সমগ্র ইউরোপ নাৎসী জার্মেনীর প্রতাপে থরথরি কম্পমান, সারা বিশ্বে এক অভূতপূর্ব ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছে, আমরা ভারতে প্রতিনিয়ত উৎকণ্ঠিতভাবে অপেক্ষা করিতেছি, কখন কোন্ দিকে সাম্রাজ্যবাদী বৃটেনের দর্প ও দম্ভ চুরমার হইয়া যাইতেছে। সহসা ১৩ই মার্চ আমাদের সহকর্মী ও সহধর্মী উৎসাহ-উদ্দীপনার জীবন্ত প্রতীক বন্ধুগণ বিদেশী রেডিও সংবাদ শ্রবণ করিয়া গভীর রাত্রে আমাদিগকে বিজ্ঞাপিত করিলেন যে, লণ্ডনে অপরাহ্ণ চারটায় ক্যাক্সটন হলের টুডর (Tudor) অংশে পঞ্চনদ হইতে আগত এক বীরপুরুষ সহসা সভার সভাপতি লর্ড জ্যাটল্যাণ্ড, পাঞ্জাবের প্রাক্তন লেফট্‌ন্যাণ্ট গভর্ণর স্যার মাইকেল ওডায়ার এবং আরও দুইজন গভর্ণর লর্ড ল্যামিংটন ও লুইসডিস্ককে পিস্তলের গুলীতে আহত করিয়াছেন। স্যার মাইকেল ওডায়াব তৎক্ষণাৎই নিহত হইলেন এবং অবশিষ্ট তিনজন আহত হইয়াছেন।

এই বীর পাঞ্জাবী কেনই বা এই অকল্পিত কর্ম কবিলেন তাহা আমরা উপলব্ধি করিতে পারিলাম না।

১৪ই মার্চের সংবাদপত্র

১৪ই মার্চের প্রাতঃকালীন সংবাদপত্রসমূহে পাঁচ কলমব্যাপী শিরোনামায় পূর্ব দিনের ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইল। সেদিন আমরা রয়টার প্রদত্ত সংবাদে দেখিতে পাইলাম অমৃতসরের একজন শিখ যিনি মহম্মদ সিং নামে ঘোষণা করিয়াছেন, তিনিই উপরিউক্ত কার্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

সংবাদপত্রাদিতে ছিল—

"সভায় অকল্পিত হত্যাকাণ্ড!"

পাঞ্জাবের প্রাক্তন লেফট্‌ন্যাণ্ট গভর্ণর স্যার মাইকেল ওডায়ার নিহত, লর্ড জ্যাটল্যাণ্ড ও অপর দুইজন প্রাক্তন গভর্ণর আহত।

গতকল্য লণ্ডনের একটি প্রকাশ্য সভায় সভা সমাপ্ত হওয়ায় পূর্বক্ষণে এক ব্যক্তি স্যার মাইকেল ওডায়ারকে পিস্তলের গুলীতে নিহত করেন এবং সভার সভাপতি এবং লর্ড ল্যামিংটন ও লুইসডিস্ককে আহত করেন, শেষোক্ত দুইজনের বাহুতে গুলী লাগিয়াছিল।

"সভাটি একটি সম্মিলিত সভা"

ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশন ও রয়্যাল সেণ্ট্রাল এশিয়ান সোসাইটির সম্মিলিত অধিবেশন। লর্ড জ্যাটল্যাণ্ড উক্ত সভার সভাপতিপদে আসীন ছিলেন এবং আলোচ্য বিষয় ছিল "আফগানিস্থান ও তাহার বর্তমান অবস্থা।"

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল স্যার পারসি সাইক প্রায় পৌনে এক ঘণ্টাকাল আলোচ্য বিষয়ে বক্তৃতা করেন, তিনি প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, আফগানিস্থান বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের শুভানুধ্যায়ী মিত্র। সমগ্র পৃথিবীব সকল মুসলমান বাজ্যই বৃটিশের হিতাকাঙ্খী ও সহকারী বন্ধু।

তাঁহার বক্তৃতার পর সুযোগ্য সভাপতি বক্তাকে তাঁহার সুনিপুণ ভাষণের জন্য সবিশেষ প্রশংসা করেন এবং বলেন যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে মধ্যপ্রাচ্যের বৃটিশ ও মিত্রশক্তিব বৈরিতা কবার জন্য জার্মানীতে যে ষড়যন্ত্রেব জাল বিস্তাব কবা হইযাছিল তাহা কার্যকরী হয নাই।

ববং বিভিন্ন মুসলমান বাজ্য নানাভাবে বিপন্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত হইযাছিল, এবারের যুদ্ধে মুসলমান রাজ্যগুলি বলিষ্ঠ সহযোগিতার দ্বারা বৃটিশ ও মিত্রশক্তির প্রভূত কল্যাণ সাধন করিতেছে। আফগানিস্থানও নানাভাবে বৃটিশ ও মিত্রশক্তির সাহায্য করিতেছে। কিরূপ মঙ্গল তাঁহারা কিভাবে সাধন কবিতেছেন তাহা বক্তা স্যাব পাবসি সাইক তাঁহাব বক্তৃতায বর্ণনা করিয়াছেন।

অতঃপর স্যার মাইকেল ওডায়ার বিশেষ নিপুণতার সহিত একটি ভাষণ আরম্ভ করিলেন। সভাস্থ সকলে তাহা উৎকর্ণ হইয়া শুনিলেন এবং বিশেষভাবে উপলব্ধি করিযা স্যার মাইকেলকে উৎসাহিত করিলেন। তিনিও মিত্র-শক্তির সর্ব কার্যে সমগ্র মুসলমান রাজ্যের একতাবদ্ধ প্রচেষ্টার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিলেন। তৎপব মিসেস ম্যানডাব (প্রাক্তন মিস অড্রে হ্যারিস) এবং স্যার লুইসডিস্ক সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করিলে লর্ড ল্যামিংটন একটি ধন্যবাদ প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ৭৯ বৎসর বয়স্ক লর্ড ল্যামিংটন পূর্বে বোম্বের গভর্ণর ছিলেন (১৯০৩-১৯০৭)। তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশনের সভাপতি। স্যার লুইসডিস্ক পাঞ্জাবের লেফট্‌ন্যাণ্ট গভর্ণর পদে অভিষিক্ত হন।

স্যার মাইকেল ওডায়ার সি, আই, ই ; কে, সি, এস, আই, ১৮৬৪ সালের ২৮শে এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তিনি পাঞ্জাবের লেফট্‌ন্যাণ্ট গভর্ণর ছিলেন। যে সমস্ত আইরিশের নাম ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ইতিহাসে চিরস্থায়ী হইয়া আছে স্যার মাইকেল ওডাযার তাহাদের অন্যতম।

হত্যাকারী কে ?

পরবর্তী সংবাদে অবগত হওয়া যায় যে, হত্যাকারী মহম্মদ সিং আজাদ অমৃতসরের ৩৭ বৎসর বয়স্ক শিখ, তাঁহার প্রকৃত নাম সর্দার উধাম সিং। তিনি জালিয়ানওয়ালাবাগ ও অমৃতসরের জেনারেল ওডায়ারের অমানুষিক ও নৃশংস হত্যাকাণ্ড এবং লেঃ গভর্ণর স্যার মাইকেলের নিষ্ক্রিয়তার যে অমানুষিক কাণ্ড পাঞ্জাবে সংঘটিত হইয়াছিল কিশোর বয়স হইতেই প্রত্যহ উহার প্রতিশোধ লইবেন বলিয়া স্থির সঙ্কল্প করিলেন। চার বৎসর বয়সে তিনি পিতৃ-মাতৃহীন

হন। তাহার পব হইতে এই তেজস্বী যুবক, কঠোর পরিশ্রম করিয়া বিদ্যা শিক্ষা করেন এবং তৎপর বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়া অবশেষে ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন। অহরহ তাঁহার অন্তরে জ্বলিতেছিল জালিয়ানওয়ালাবাগের এবং অমৃতসরের নৃশংস অত্যাচারের প্রতি-হিংসানল। তিনি শহীদ ভগৎ সিংহের পরম অনুরক্ত ছিলেন। ১৯৩৯ সালে সর্দার উধাম সিং তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি, বিষয় ও বৈভব বিক্রয় করিয়া অর্থাদি লইয়া লণ্ডন যাত্রা কবেন। তিনি লণ্ডনে পৌঁছিয়া প্রথমতঃ উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে মরিংটন টেরেসে অবস্থান কবেন। এই সময়ে তিনি স্যার মাইকেল ওডায়ারের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করার চেষ্টা করিতেন। স্যার মাইকেল এই সময় থার্লসটন ডিভনশায়ারের এক ক্ষুদ্র বাটীতে বাস কবিতেন। ক্রমে উভয়েব মধ্যে হৃদ্যতা জন্মে।

১৯৩৯ সালে স্যার মাইকেল একদিন তাঁহাকে চা-পানে আপ্যায়িত করেন, তখন আলাপ-আলোচনা হয় কিন্তু উধাম সিং-এর অন্তবে জাগ্রত ছিল এক চিন্তা, তিনি ১৯১৮ সালেব পাঞ্জাবের নৃশংস ব্যাপারের প্রতিশোধ লইবেন। ১৯৩৯ সালেব জুন মাসে তিনি স্যাব মাই-কেলকে হত্যা করাব সঙ্কল্প করেন।

অস্ত্র সংগ্রহ

সর্দাব উধাম সিং লণ্ডনে পৌঁছিয়া অস্ত্র সংগ্রহেব চেষ্টা করিতেছিলেন। সহসা এক পান-শালায় (বার হাউস) এক নেশাগ্রস্ত বৃটিশ সৈনিকের নিকট হইতে তিনি একটি রিভলবাব ক্রয় কবেন। রিভলবারটি আমেবিকার স্মিথ ওয়েসন (Smith Wession) কোং-এব ছয় ঘরা .৪৫৫ ক্যালিবারের। প্রায ২৫ বছব পূর্বে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টেব জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। কার্তুজ-গুলি .৪৪ ছিল। তিনি সঙ্গে একটি ছোবাও বাখিতেন। তিনি লণ্ডনে অন্যান্য ভারতীয়দের সঙ্গে বিশেষ মেলামেশা করিতেন না। এজন্য ভাবতীযগণ তাঁহাব সন্ধান বড একটা রাখিতেন না।

হত্যার দিনে

১৯৪০ সালের ১৩ই মার্চ। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর পোষাক-পবিচ্ছদ পরিয়া অস্ত্রশস্ত্র লইযা তিনি প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার পবনে ছিল লাল ষ্ট্রাইপ দেওয়া সবুজ স্যুট, মাথায় ফেল্ট টুপি। এক পকেটে কার্তুজ ভর্তি ছয় ঘরার .৪৫৫ ক্যালিবাবেব রিভলবার ও অন্য পকেটে একটি শাণিত ছোরা। প্রায় তিন ঘটিকায় তিনি বাড়ী হইতে বাহিব হইলেন। সভার অধিবেশন চার ঘটিকায় আরম্ভ হয়। উধাম সিং সভায উপস্থিত হইয়া সভাস্থলের একটি পথে (Gangway) দণ্ডায়মান রহিলেন, একের পর এক সভার কর্মতালিকাব বিভিন্ন ধারা সম্পন্ন হইয়া গেল। সভার শেষ দিকে সহসা উধাম সিং সভামঞ্চের দিকে অগ্রসব হইয়া গেলেন এবং রিভলবাব বাহির করিয়া ছয়টি গুলী ছুঁড়িলেন। স্যার মাইকেল ওডায়ার অতি নিকট হইতে দুইটি গুলীতে মারাত্মকভাবে বিদ্ধ হইয়া মাবা গেলেন। সভাপতি তদানীন্তন ভারত-সচিব লর্ড জ্যাটল্যাণ্ড, লর্ড ল্যামিংটন ও স্যার লুইসডিস্ক সকলেই আহত হইলেন। উধাম সিং "হট যাও, হট যাও" চিৎকার করিতে করিতে রিভলবার উঁচাইয়া পশ্চাদ্বর্তী দ্বার দিয়া বেগে বাহির হইতেছিলেন, বার্থা হেরিং নাম্নী ৫৫ বৎসর বয়স্কা এক মহিলা তাঁহার সামনে আসিয়া পড়িলে তিনি ধাক্কা দিয়া তাঁহাকে ফেলিয়া দেন। তিনিও উধাম সিংকে মাটিতে ফেলিয়া দেন এবং বিমান বাহিনীর একজন তাঁহাকে উধাম-এর নিকট হইতে রিভলবার কাড়িয়া লইতে সাহায্য করিলেন। লর্ড জ্যাটল্যাণ্ড অল্প আহত হইলেন। লর্ড ল্যামিংটন ও স্যার লুইসডিস্ক বাহুতে আঘাত পাইয়াছিলেন।

বো ষ্ট্রীট ফৌজদারী কোর্টে

১লা এপ্রিল মহম্মদ সিং আজাদ ওরফে উধাম সিংকে বো ষ্ট্রীট ফৌজদারী কোর্টের বিচারক স্যার রবার্ট ডামেটের এজলাসে উপস্থিত করা হইল। গ্রেপ্তারের পর সিং নাকি বলেন, "কাহারও জীবন নাশ আমার ইচ্ছা ছিল না, আমি শুধু প্রতিবাদ করিতে গিয়াছিলাম।" প্রসিকিউশনের ডিরেক্টরের পক্ষে মিঃ ভিনসেন্ট ইমান্স মামলার উদ্বোধন করিলেন। সলিসিটর মিঃ বার্ণেট লিণ্ডার আসামী পক্ষ সমর্থন করেন। ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর ডেটন বলিলেন যে, সিং-এর কাছে ১৯৪০ সালের একটি দিনলিপি ডায়রী পাওয়া গিয়াছে। তাহার এক পাতায় 'স্যার মাইকেল ওডায়ার স্যানিব্যাক খার্লসটন সাউথ, ডিভন।' এই লেখা আছে।

স্যার রবার্ট ডামেট বলিলেন, "তোমার মনে পড়ে জেনারেল ওডায়ার অমৃতসরের গুলী বর্ষণের আদেশ দিয়াছিলেন?"

ডিটেকটিভ সার্জেণ্ট সিডনী জোন্স বলিলেন, চার ঘণ্টাকাল সিং-এর অসংলগ্ন উক্তির মধ্যে যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা নিম্নরূপ—

"কয়েকদিন পূর্বে আমি ক্যামডেন আসিয়াছিলাম, আমার সঙ্গে একটি ছোরা ছিল। আমি এরূপ করিয়াছি কারণ তাঁহার উপর আমার আক্রোশ ছিল। তাঁহার এই প্রাপ্য ছিল। আমি কোন সমাজের না, আমি মরিতে ভয় করি না, বৃদ্ধ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার কী প্রযোজন? সেটা ভাল নয়, যৌবনে মরিতে চাওয়াই ভাল, সেটাই আমি করিতেছি, আমি আমার দেশের জন্য মরিতেছি। জ্যাটল্যাণ্ড কি মরিয়াছে? তাঁহার মরা উচিত। আমি তাঁহার উদ্দেশ্যে দুইটি গুলী ছুঁড়িয়াছি। আমি পানশালায় একটি সৈনিকের নিকট হইতে রিভলবার কিনিয়াছিলাম। আমি যখন ৪।৫ বছরের, তখন আমার পিতামাতার মৃত্যু হয়। আমার সম্পত্তি আমি বিক্রী করি। যখন লণ্ডনে আসি তখন আমার ২০০ পাউণ্ড ছিল। কেবলমাত্র একজন মরিয়াছে। আহা! আমি মনে করিয়াছিলাম আরও কয়েকজনকে আমি মারিয়াছি। আমি নিশ্চয়ই অত্যন্ত দেরী করিয়াছিলাম। চারিদিকে অনেক মহিলা ছিলেন।"

ওল্ড বেইলী কোর্টে বিচার

৪ঠা জুন ওল্ড বেইলী সেণ্ট্রাল ক্রিমিন্যাল কোর্টে জাষ্টিস এটকিন্‌শনের এজলাসে উধাম সিং-এর বিচার আরম্ভ হইল।

অনশনে ৪২ দিন

কোর্টে ইন্সপেক্টর প্রকাশ করিলেন যে, আসামী ৪২ দিন যাবৎ অনশনে আছেন। জজ তখন তাঁহাকে বসিবার জন্য একটি চেয়ার আনিয়া দিতে বলিলেন। উধাম সিং তাহাতে উপবিষ্ট হইয়া বলিলেন, "হত্যার উদ্দেশ্য লইয়া তিনি সভাস্থলে গমন করেন নাই। স্যার মাইকেলের মৃত্যু, লর্ড জ্যাটল্যাণ্ড, ল্যামিংটন ও লুইসডিক্সের আহত হওয়া একটি দুর্ঘটনা (accident) মাত্র। ভারতবাসীর প্রতি বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের অত্যাচার, অনাচার এবং সর্বপ্রকার ব্যভিচার তাঁহাকে ক্ষিপ্ত করিয়াছিল। তিনি ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তনের জন্য একটি পাসপোর্টও

সংগ্রহ করিতে পারিতেছিলেন না। এ-সকল নানাপ্রকার অমানুষিক ব্যবহারের প্রতিবাদ-স্বরূপ একটি পিস্তল পকেটে লইয়া সভায় গমন করিয়াছিলেন। তিনি উপরের ছাদের দিকে গুলী ছুঁড়িয়া প্রতিবাদ করিবেন ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু সহসা কতিপয় ব্যক্তি তাঁহার হাতে আঘাত করিয়া হাত নীচে নামাইয়া দেওয়াতেই এই দুর্ঘটনা ঘটিল। তিনি বলিলেন, অমৃতসরে গুলী বর্ষণের কথা তাঁহার মনে আছে এবং এই ঘটনা হইতেই বৃটিশ শাসনের প্রতি তাঁহার অন্তরে নিরন্তর প্রতিহিংসানল প্রজ্বলিত ছিল। সেই সময়ে পাঞ্জাবের লেঃ গভর্ণর কে ছিলেন তাহা তিনি জানিতেন না, স্যার মাইকেল ওডায়ারই তাঁহাকে বলিয়াছিলেন তিনিই তখন পাঞ্জাবের লেঃ গভর্ণর ছিলেন।

৫ই জুন এক ঘণ্টা ৩৫ মিনিটকাল বিচার বিবেচনার পর জুরীরা রায় দিলেন। উধাম সিং নিজেকে হত্যাপরাধে দোষী জানিয়া এক বাণ্ডিল কাগজ ও একটি ঠিকানা বাহির করিয়াছিলেন।

লণ্ডনে পঞ্চনদের প্রথম শহীদ মদনলাল ধিংড়ার বিচারকালে যেরূপ বিচারকগণ মদনলালের লিখিত বিবৃতি চাপিয়া গিয়াছিলেন এবং সংবাদপত্র ও কোর্টের নথিপত্রে যাহাতে তাঁর নাম না থাকে তাহার আদেশ দিয়াছিলেন, এই দ্বিতীয় শহীদ সর্দার উধাম সিং-এর বিচারকালেও সেইরূপ সকল কাগজপত্র অপ্রকাশিত রাখার আদেশ দিলেন। ইহাই বৃটিশ জাষ্টিস, প্রয়োজন-কালে যে কোন প্রকার চালাকী ও অসততা করিতে বৃটেনের বিন্দুমাত্রও ইতস্ততঃ করিতে হয় না। জজ তাঁহাকে প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন।

ফৌজদারী আপীল আদালতে উধাম সিং

১৫ই জুলাই জাষ্টিস হাম্ফ্রীজ জাষ্টিস হিলব্যারী ও জাষ্টিস ক্রুম্ জনসনের আদালতে রাজা বনাম উধাম সিং-এর আপীলের শুনানী আরম্ভ হয়। আসামী পক্ষে কিংস্ কাউন্সিল সেণ্ট জন হাচিনসন্ ও ভারতের বর্তমান প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ভি, কে, কৃষ্ণ মেনন এবং রাজার পক্ষে জি, বি, ম্যাক্‌ক্লুফ্ উপস্থিত হইলেন। হাচিনসন্ বলিলেন যে, সভাস্থলের একটি পথে (গ্যাংওয়ে) উধাম সিং দাঁড়াইযাছিল, সভার শেষে সভামঞ্চের দিকে অগ্রসর হয় ও রিভলবার বাহির করিয়া ছয়টি গুলী ছোঁড়ে। স্যার মাইকেল ওডায়ার অতি নিকটেই ছিলেন, তিনি তিনটি গুলীবিদ্ধ হইয়া নিহত হন। সভার সভাপতি ভারত সচিব লর্ড জেটল্যাণ্ড, লর্ড ল্যামিংটন, ও স্যার লুইসডিক্স আহত হইলেন। সর্দার উধাম সিং-কে গ্রেপ্তার করা হয় এবং কয়েকটি বিবৃতি দিলে তাঁহাকে, স্যার মাইকেলকে হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়।

আসামী পক্ষ সমর্থনে হ্যাচিনসন আরও বলিলেন, উধাম সিং কাহাকেও হত্যা বা আহত করার উদ্দেশ্য লইয়া সভায় গমন করেন নাই। ভারতে বৃটিশ শাসনের প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতে শূন্যে রিভলবারের গুলী ছুঁড়িতে গিয়াছিলেন। এখন জুরীদের প্রতিপাদ্য বিষয় হইল—উধাম সিং খুন বা নরহত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হইতে পারেন কিনা।

ইহা একটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক মামলা। ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের জন্য যিনি অত্যন্ত প্রশংসনীয় কাজ করিয়াছেন, তাঁর মৃত্যুই এর সঙ্গে জড়িত। ইহা লক্ষ্য করিবার মত যে, এই সময়ে উধাম সিং-এর ন্যায় লোকের, যিনি নাকি ভারতে বৃটিশ শাসনের চরম বিরোধী,

তাঁহার বিচার জজ ও জুরীদের দ্বারা অত্যন্ত শান্তভাবে হইতেছে। কিন্তু ইহাও অনিবার্য যে, উধাম সিং-এর উপর আদালতের কিছু পরিমাণে বিদ্বেষ থাকিবে। এই জন্য এ-ব্যাপারে যথা-সম্ভব জুরীদের সমক্ষে বিশ্লেষণ করা দরকার। যতটুকু আইনের ব্যাপার, তাহাতে জুরীগণ পরিপূর্ণভাবে ও পরিষ্কারভাবে পরিচালিত হইয়াছেন। কিন্তু তথ্যের দিক হইতে খানিকটা ভ্রান্তি আছে এবং আসামী পক্ষ সমর্থনে যথাযথভাবে জুরীদের নিকট উপস্থাপিত হয় নাই।

উধাম সিং ভালো ইংরাজী বলিতে পারেন না, পরন্তু যখন তিনি উত্তেজিত হইয়া উঠিতেন, তখন তাঁহার ভাষা প্রায় দুর্বোধ্য হইত। গ্রেপ্তার হওয়ার পর উধাম সিং যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা পুলিশ সাক্ষীদের মধ্যে কেহ ভুল বুঝিয়াছেন কিংবা ভুল অর্থ করিয়াছেন। যে সমস্ত অন্ধ দেশভক্ত এ-রকম দেশের মঙ্গল করিতেছেন—এরূপ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া অপরাধ করিয়া থাকেন, তাঁহারা কদাচ মিথ্যাবাদী নহেন। জজ রাজ-সলিসিটর মিঃ ম্যাক্‌ক্লু ফে্ক সওয়াল করিতে আহ্বান করিলেন না।

মামলার রায়

রায়দান প্রসঙ্গে মিঃ জাষ্টিস হাম্‌ফ্রিজ বলিলেন যে, তাঁহারা আপীল আদালতে বসিয়াছেন। তাঁহাদের কর্তব্য দেখা আপীলকারীর পক্ষে প্রমাণের অভাব। তাহার ভুল সাক্ষ্য গ্রহণ, জুরীদের ভুল পরিচালনা বা এরূপ কোন বিষয় উপস্থিত করা হইতেছে কিনা। তাহাতে উধাম সিং-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ খণ্ডিত হইবে। এটি যে একটি খুনের মামলা—ইহা বিচার করিবার মত জুরীদের সমক্ষে প্রচুর প্রমাণ আছে, ইহাতে মতদ্বৈধ নাই। বস্তুত এটি যে একটি ইচ্ছাকৃত ও পূর্ব পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড, ইহাও জুরীদের নিকট প্রকাশ। জজ জুরীদের ভ্রান্ত পথে চালিত করিয়াছেন, না, যাহা জজের উল্লেখ করা উচিত ছিল—এরূপ কোন বিষয় বাদ দেওয়া বা কোন আংশিক প্রমাণ বিকৃতভাবে উপস্থিত করিয়াছেন এরূপ ইঙ্গিত নাই। কোন কোন বিষয় একটু অন্যভাবে উপস্থিত করিলে আসামী পক্ষের সুবিধা হইত, শুধু এ-কথাই বলা হইয়াছে।

এ-সমস্ত ব্যাপারে এ-আদালতের হস্তক্ষেপ করার কোন ক্ষমতা নাই। রায়ের ব্যাপারে এই আদালত হস্তক্ষেপ করিতে পারে—প্রকৃতপক্ষে এরূপ কোন ক্ষেত্রই তৈয়ারী হয় নাই।

ওয়েষ্ট মিনিষ্টারের ক্যাক্সটন হলের সভায় স্যার মাইকেল ওডায়ারকে হত্যার জন্য ৩১শে জুলাই, বুধবার সকাল ৯টায় পেন্‌টন ভিল বন্দী কারাগারে উধাম সিং-এর ফাঁসী হইয়া গেল। উধাম সিং লণ্ডনে পঞ্চনদের দ্বিতীয় শহীদ হইলেন।

উধাম সিং-এর পরিচয়

গভীর পরিতাপের বিষয় এই যে, আমরা বহু প্রকার চেষ্টা করিয়াও উধাম সিং-এর জন্মস্থান, তাঁহার পিতামাতার নাম এবং তাঁহার বিদ্যালয়সকলের নাম সংগ্রহ করিতে পারি নাই। উধাম সিং-এর পৃথিবীখ্যাত বৈপ্লবিক কার্য ১৯৪০ অব্দে ঘটিয়াছিল। তাহার মাত্র ৭ বৎসর পরে দেশ বিভাগজনিত দাঙ্গা-হাঙ্গামা এবং বহুবিধ হত্যা সংঘটিত হয়। আশ্চর্যের বিষয় এই, আজ পর্যন্ত উনিশ বৎসরের মধ্যে এই বীর শিখ সর্দারের কোনই তথ্য সংগ্রহ করা যাইতেছে না। আমরা তাঁহার পরিচয় সংগ্রহ করিবার জন্য বিভিন্ন স্থানে কতকগুলি চিঠিপত্র দিয়াও প্রকৃত সংবাদ

অবগত হই নাই। নূতন দিল্লীস্থ ভারত গভর্ণমেণ্টের যে সকল স্থলে সংবাদ লইবার জন্য আমাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন, সে সকল স্থান হইতে আমরা কোন তথ্যই অবগত হই নাই। সর্বশেষ পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্টের 'কিপার অব রেকর্ডস্' শ্রী ভি এস সুরি, এম-এ সর্দার উধাম সিং সম্পর্কে অদ্ভুত তথ্য প্রেরণ করিয়া আমাদের বিস্মিত ও বিভ্রান্ত করিয়াছেন। উক্ত তথ্য তিনি চণ্ডীগড়ের পূর্ব পাঞ্জাব ষ্টেটের ইন্ফরমেশন অফিসারকে জ্ঞাত করেন। চণ্ডীগড়ের ইন্ফরমেশন অফিসার তাহা আমাদিগকে জানাইলে শ্রীসুরির সঙ্গেও কয়েকটি পত্র বিনিময় হয়। তিনি সর্বশেষ আমাদিগকে বিজ্ঞাপিত করেন যে, সর্দার উধাম সিং-এর জন্মস্থান অমৃতসর জেলার কাসুল (Kasul) গ্রামে। তিনি ভাল কর্মলাভের ইচ্ছায় আমেরিকায় গমন করেন কিন্তু তিনি ১৯১৪ অব্দে ভারতে ফিরিয়া আসেন এবং ৩৭৫ জন ভারতীয়ের সহিত কারাদণ্ড লাভ করেন এবং মাদ্রাজে একটি জেলখানায় প্রেরিত হন। তিনি তথা হইতে পলাইয়া কাবুলে চলিয়া যান এবং পুনরায় ভারতে প্রবেশ করেন। পুনরায় কাবুলে প্রত্যাগমন করার ফলে তিনি ভারত-সীমান্তে মিলিটারীর গুলীতে বিদ্ধ হইয়া নিহত হন!

উপরি উক্ত বিবরণ মোটেই সত্য নহে। আমরা সর্বশেষ পাঞ্জাবের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বর্তমানে অন্ধ্রের গভর্ণর শ্রীভীমসেন সাচার এবং শিখ-নায়ক মাষ্টার তারা সিংকে এ-বিষয়ে পত্র দিয়াও কোন উত্তর পাই নাই।

লণ্ডন 'টাইমস্'-এর বিবরণ

কলিকাতাস্থ ন্যাশনাল লাইব্রেরীর রেফারেন্স অফিসার শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল ব্যানার্জি, এম-এ, আমাদিগকে লণ্ডন 'টাইমস্' পত্রিকায় ১৯১৪ অব্দের ১৪ই মার্চ সংখ্যা এবং আরও কয়েকটি সংখ্যা প্রদর্শন করিয়া সে সকল হইতে সর্দার উধাম সিং কর্তৃক স্যার মাইকেল ওডায়ার, লর্ড জ্যাটল্যাণ্ড এবং আরও দুই জন প্রাক্তন গভর্ণরের উপর আক্রমণ চালাইবার বিবরণ সংগ্রহ করিতে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন। আমবা তজ্জন্য তাঁহাব নিকট ঋণী।

ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির অভিমত

১৯৪০ ইংরাজী অব্দের রাত্রি ৯টায় বৃটিশ ব্রডকাষ্টিং কর্পোরেশন এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে স্যার মাইকেল ওডায়ার এবং জেনারেল ডায়ার-এর বিরূপ সমালোচনা ছিল। তাঁহারাই যে অমৃতসরে গুলীবর্ষণ ও জালিয়ানওয়ালাবাগে বর্বর-যুগীয় অত্যাচার অনুষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ করিয়াছিল।

টাইমস্ পত্রে ভারত গভর্ণমেণ্টের একজন প্রবীণ কর্মচারী Godfrey Fell of Peinmare, Portree, Isle of Skye, উক্ত বিবৃতির তীব্র সমালোচনা করেন এবং উচ্চকণ্ঠে স্যার মাইকেল ওডায়ারের প্রশংসা করেন, তৎপরই ২৫শে মার্চ তারিখে 'টাইমস্' পত্রিকায় অমৃতসরের খালসা কলেজের প্রাক্তন প্রিন্সিপ্যাল জি এ ওয়ালটেন্ স্যার মাইকেল ওডায়ারের চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া প্রকাশ করিলেন যে, অমৃতসরে যখন গুলী বর্ষণ হইতেছিল এবং পাঞ্জাবে যখন অত্যাচারের তাণ্ডব চলিতেছিল, তখন তিনি স্বয়ং স্যার মাইকেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বলেন যে, অনতিবিলম্বে এই সব অত্যাচার বন্ধ করিতে হইবে নতুবা বৃটিশ সাম্রাজ্য দারুণ

কলঙ্কে নিমজ্জিত হইবে। এজন্য তিনি পূর্ববর্তী লেখকের অভিমত অন্যায় বলিয়া প্রকাশ করেন।

মহাত্মা গান্ধীর অভিমত

সহসা 'হরিজন' পত্রে মহাত্মা গান্ধী তাঁহার অহিংসার বাণী প্রচার করিয়া সর্দার উধাম সিং-এর কার্যের তীব্র নিন্দা করিলেন। সেই সময়ে বার্লিন হইতে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু সর্দার উধাম সিং-কে বাহবা দিলেন। বোম্বে হইতে বীর সাভারকর উধাম সিং-এর প্রশংসা করিয়া বিবৃতি প্রকাশ করেন।

কিন্তু তার সত্যকার পরিচয় আজিও যবনিকা অন্তরালে রহিয়া গিয়াছে।

ভারতবন্ধু জার্মেন সমিতির প্রধান জার্মেন অধিনায়ক

চল্লিশ বৎসর পূর্বের কথা। ১৯১১ অব্দের জুলাই মাসের শেষ দিকে জার্মানীর হালে বিশ্ববিদ্যালযেব কেমিক্যাল ইনস্টিটিউট গ্রীষ্মের দরুণ বন্ধ হইলে আমি আমার অধ্যাপক হইতে পত্র লইয়া হামবুর্গে গমন করি। তথাকার কলোনিয়্যাল ইনস্টিটিউটের ল্যাবরেটারীতে অধ্যাপক ফয়েগ্‌ট্‌ল্যাণ্ডার (Voegtlander) আমাকে বিভিন্ন প্রকার ঔপনিবেশিক পদার্থ, যথা চা, কফি, কোকো, তৈলবীজ, লাক্ষা এবং সেই সকল উৎপাদনের উপযোগী মাটি পরীক্ষায় অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ প্রদান করেন।

ঐ সময়ে হামবুর্গে আমাব পরিচিত কেহ ছিলেন না। এজন্য হালের ভারত হিতৈষিণী মহিলা লেখিকা ফ্রাউ আনা মেবী সিমন তাঁহাব ভগ্নীপতি হ্যার নিদেমেয়ারেব নিকট একখানা পবিচয়পত্র দিযা দেন। হ্যাব নিদেমেয়ার তৎকালে কলিকাতার জার্মান এশিয়াটিক ব্যাঙ্ক, গ্রোডার স্মিথ প্রভৃতি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানেব সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একজন খ্যাতনামা ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাতে তাঁহার এবং তাঁহার বিদুষী পত্নীর উদাব মধুব বাক্যালাপ ও আদর আপ্যায়নে আমি সবিশেষ মুগ্ধ হই এবং তাঁহাদের অনুরোধে তৎপর সপ্তাহে দু'একবার তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনায নানা বিষযে জ্ঞানলাভ করিতে সক্ষম হই।

হ্যার নিদেমেযার কযেকদিন পর আমাকে লইয়া জার্মানীর শ্রেষ্ঠ স্টীমার কোম্পানী "হামবুর্গ আমেরিকা লাইনের" জেনারেল ম্যানেজার হ্যার আলবার্ট বালিনের বাটিতে যাইয়া তাঁহার সঙ্গে পরিচিত করেন। হ্যার বালিন জার্মানীর একজন বিরাট কর্মবীর পুরুষ ছিলেন। জার্মানীর সাম্রাজ্য বিস্তৃতি, জার্মান ভাবধারার সুপ্রসাব এবং শক্তি ও সম্পদ বৃদ্ধি করার জন্য অহর্নিশি কার্য্য করিতেন। তিনি প্রীতিপ্রফুল্লহৃদয়ে আমাকে সম্বর্ধনা করিলেন এবং প্রথম সাক্ষাতেই তাঁহার পত্নী এবং একমাত্র পালিতা কন্যার সঙ্গেও পরিচয় করিয়া দিলেন। এরূপ একজন আভিজাত্য-গৌরবের অধিকারী সাম্রাজ্যবাদী পুরুষ দীনা ভারতমাতার একটি দীনতম ছাত্রকে কেন এত সৌজন্য প্রদর্শন কবিলেন, তাহা তখন উপলব্ধি করিতে পারিলাম না।

প্রত্যাবর্তনকালে গাড়ীতে হ্যার নিদেমেয়ার বলিলেন যে হ্যার বালিন প্রাচ্যের পরপদানত জাতিসমূহের তরুণদিগের সহিত নিয়তই সাগ্রহে মেলামেশা করেন। তাঁহাদের দুঃখদৈন্যের প্রতি তিনি সবিশেষ সহানুভূতিশীল। তাঁহার বাটিতে চীন, মিশর, ইন্দোচীন, জাভা, সুমাত্রা এবং অন্যান্য দেশের বিদ্যার্থী ব্যবসা-প্রতিনিধি এবং সর্বশ্রেণীর লোকজন আগমন করে। তিনি তাঁহাদের পিতৃভূমির অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করেন এবং কিভাবে দেশের মঙ্গল হইতে পারে সে সব বিষয়ও আলোচনা করেন।

সত্বরই একদিন নিদেমেয়ার তাঁহার গাড়ী নিয়া অপরাহ্ন ৪টায় ল্যাবরেটারী ছুটি হওয়ার প্রাক্কালে যাইয়া আমাকে লইয়া বালিনের বাটিতে উপস্থিত হইলেন।

ল্যাবরেটারী হইতে বার্লিনের বাটি নিকটেই, শহরের মধ্যস্থলে 'আলস্টার' হ্রদের তীরে 'আলস্টারডাম' (বর্তমানে বার্লিনডাম) নামক সুরম্য স্থানে অবস্থিত।

চা ও জলযোগের পর হ্যার বার্লিনই আলোচনা আরম্ভ করেন। রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত তিনি বিভিন্ন বিষয়ের অবতারণা করেন। প্যারিসে শ্যামাজী কৃষ্ণ বর্মা, ম্যাডাম কামা, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বিপ্লবীগণ সম্বন্ধেও বিবিধ তথ্য জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হন, কিন্তু আমি যাহা উত্তরে বলিলাম তিনি তাহা হইতে সঠিক তথ্যই অবগত ছিলেন।

সান্ধ্য ভোজেও ফ্রাও বার্লিন আমাদিগকে আপ্যায়িত করিলেন। বহু দুরূহ রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনায় রাত্রি ১১টা হইল। আমি বিশেষভাবে উপলব্ধি করিলাম যে তিনি জাতীয়তাবাদী ভারতীয় দল গঠনের প্রয়াসী। হ্যার নিদেমেয়ার গাড়ীতে বলিলেন যে, হ্যার বার্লিন নব্যতুর্কী নায়ক এনবার বো, মিশরের জাতীয়তাবাদী ফরিদ বে এবং অন্যান্য দেশের মুক্তিকামী যুবকগণকে অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়া সাহায্য করেন। আমরা ভারতীয়গণ যদি গোপনে ভারতে কিছু অস্ত্রাদি প্রেরণ করিতে অভিলাষী হই তবে তিনি বার্লিন হইতে সাহায্য লইয়া ব্যবস্থা করিতে পারেন।

ঐ দিনের আলোচনার পর হইতে হ্যার বার্লিনই আমাকে ল্যাবরেটারীতে ফোনে তাঁহার বাটিতে যাইবার জন্য অনুরোধ করিতেন।

সত্বরই "ত্রিপোলী" লইয়া ইটালী তুরস্ককে আক্রমণ করিল। বার্লিন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহাতে ভারতীয় মুসলমানগণের উপর কিরূপ প্রতিক্রিয়া হইবে। তাঁহার সঙ্গে আলোচনায় জ্ঞাত হইলাম, যে, গ্রেট বৃটেনই ইটালীকে এই কার্য্যে প্ররোচিত করিয়াছে যেন জার্মানী দুদিক রক্ষা করার চেষ্টায় বে-কায়দায় না পড়ে। ইটালীর সঙ্গে জার্ম্মানীর মিত্রতা, আবার নব্যতুর্কী দলকেও জার্মানী সুগঠিত করিতেছে, এই যুদ্ধে জার্ম্মানী হয় ইটালীকে, নয় তুরস্ককে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে। বার্লিন, নিদেমেয়ার ইংরাজ ফরাসীর দুইশত বৎসরের ইত্যাকার রাজনৈতিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য করিলেন। আমার মনে হইল যেন তাঁহারা উক্ত দুই জাতির প্রাধান্য খর্ব করার জন্য যে কোন পন্থা অবলম্বন করিতে প্রস্তুত।

হ্যার বার্লিন ছিলেন জার্মান নেভি লীগের উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক এবং "পৃথিবীতে জার্মান প্রভাব বিস্তার সমিতির" প্রেসিডেন্ট। জাতিতে তিনি ইহুদী ছিলেন। কিন্তু জার্মান কাইজার তাঁহাকে মন্ত্রিভাবে ক্যাবিনেটে গ্রহণ করার জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও সফল হন নাই। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন যে, তাঁহার "দীন সেবা" পিতৃভূমি এবং কাইজারের জন্য আমরণ অব্যাহত থাকিবে। সেরূপই ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে কাইজার সিংহাসন ত্যাগ করিয়া হ্যাণ্ডের "আমেরোঙ্গেনে" চলিয়া গিয়াছেন—এই সংবাদ প্রচারিত হওয়ামাত্র তিনি রিভলবারের গুলীতে আত্মহত্যা করেন।

১৯১১ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি একদিন মিশরের ফরিদ বে ও অন্য কয়েকজন মিশরীয় যুবকের সঙ্গে আমাকে পরিচিত করেন। হামবুর্গে তখন যনিষ্ঠ কংগ্রেস হইতেছিল, দুইজন আইরীশ বিপ্লবীর সঙ্গেও তিনি আলাপ আলোচনার সুযোগ দেন। ঐ কংগ্রেস উপলক্ষে যেমন শান্তিকামী "এসপারেন্টো" ভাবপ্রবণ দল উপস্থিত ছিলেন তেমনই নানা দেশের বিপ্লবীদেরও

আগমন হইয়াছিল। বালিন একদিন ঘনিষ্ঠ নায়ক আর্ণষ্ট হ্যাকেল, নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত রাসায়নিক ওষ্টভাণ্ড প্রভৃতি প্রায় ৫০ জন অতিথিকে সান্ধ্যভোজে সম্বর্ধিত করেন,—তাহাতে দেশবাসী ভাবিল যে, বালিন শান্তিবাদী হইতেছেন।

ত্রিপোলী যুদ্ধ সম্বন্ধে দিল্লীর ডক্টর আনসারীর মনোভাব অবগত হইয়া হ্যার বালিন বিশেষ উল্লসিত হন। কারণ, আনসারী তুরস্কের আহত সৈনিকগণের সেবার জন্য "রেড ক্রিসেণ্ট সোসাইটি" গঠন করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতেছিলেন। ভারতের প্রাক্তন শিক্ষা-মন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইটালীর বিরুদ্ধে—এমন কি ইংরাজ নীরবে ইটালী কর্তৃক তুরস্কের অবমাননা সহ্য করিতেছিল বলিয়া ইংরাজের বিরুদ্ধেও—জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়া ভারতের মুসলমানদিগকে "রোমের বাদশাহের" রাজ্য রক্ষা করিতে উদ্বুদ্ধ করিতেছিলেন।

ভারতীয় মুসলমানগণ তুরস্কের সাহায্যার্থ একদল স্বেচ্ছাসৈনিক প্রেরণের সিদ্ধান্ত করিলে ভারত গভর্ণমেণ্ট তাহাদের নিরপেক্ষতা ভঙ্গ হইবে বলিয়া তাহার উদ্যোগ বন্ধ করেন। ইহাতে স্থানে স্থানে মুসলমানগণ বিশেষ উত্তেজিত হয়। এই সকল সংবাদ লণ্ডনের সংবাদপত্রে পাঠ করিয়া বালিন জিজ্ঞাসা করেন যে, মুসলমান সম্প্রদায় হইতে ইংরাজবিরোধী দল গঠনের মত যুবক সংগ্রহ করা সম্ভবপর কি না।

১৯১২ অব্দে বালিনের হামবুর্গ আমেরিকা লাইনের কর্তৃত্বভার গ্রহণের ২৫ বৎসর পূর্ণ হয়। এই উপলক্ষে তাঁহার সহকর্মী বন্ধুবান্ধব ও শুভানুধ্যায়িগণ একটি রজতজয়ন্তী উৎসবের অনুষ্ঠান করিতে উদ্যোগী হন। হ্যার বালিন এই কার্য্যে, প্রতিনিবৃত্ত হইতে তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন, কিন্তু উদ্যোগিগণ ভাবিলেন যে, ইহা মামুলী সৌজন্য প্রকাশ মাত্র। তাঁহারা সোৎসাহে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন এবং জার্মান কাইজারকেও উৎসবে উপস্থিত হইতে সম্মত করাইলেন। হ্যার বালিন অতি বিনীতভাবে এই অবাঞ্ছিত ব্যাপার হইতে তাঁহাকে মুক্তি দিবার জন্য কাইজারের নিকটও নিবেদন করিলেন। কাইজার তখন তাঁহাকে "লর্ড" শ্রেণীভুক্ত করার জন্য হ্যার ফন (Herr Von) উপাধি ভূষিত করার প্রস্তাব দিলেন। বালিন সসম্মানে তাহা হইতে অব্যাহতি দিবার জন্য প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়া কাইজারের অটোগ্রাফ সম্বলিত একখানা ফটো পাইবার আকাঙ্খা জ্ঞাপন করিলেন। দেশবাসী তাঁহার এই বিনীত আচরণে ক্ষুব্ধ হইলেন।

জুবিলী উৎসবের অনুষ্ঠাতাগণ কিছুতেই উৎসবের আয়োজনে বিরত হইলেন না। কিন্তু অকস্মাৎ তাঁহাদের উদ্যোগ আয়োজন ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইল। হ্যার বালিন তাঁহার স্ত্রী ও কন্যাসহ একখানা ছোট সমুদ্রগামী জাহাজে চড়িয়া অজ্ঞাত পথে যাত্রা করিলেন। এক পক্ষকাল তাঁহাদের কোন সংবাদ দেশবাসী পাইল না। উৎসবের নির্দ্দিষ্ট দিন অতিক্রান্ত হওয়ার ১০ দিন পর জার্মানীর তৎকালীন সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান "উলফ ব্যুরো" প্রচার করিল যে হ্যার বালিন হামবুর্গে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।

তিনি গৃহে উপনীত হইয়া পুনরায় এক বিনীত টেলিগ্রামে কাইজারের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। এই নিরাড়ম্বর আলবার্ট বালিন।

অক্টোবরের প্রথম দিনেই হ্যার বালিন এবং নিদেমেয়ার পরিষ্কার ভাষায় বলিলেন যে, যদি আমি কতিপয় ভারতীয় বন্ধুসহ একটি গুপ্তদল গঠন করিতে পারি তবে তাঁহারা কোনো

কোনো ধনী ব্যক্তির নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া আমাদিগকে সাহায্য করিতে পারেন, এমন কি অস্ত্রাদি প্রেরণ করিবারও ব্যবস্থা করিতে পারেন। কিন্তু আমি উৎসাহ প্রদর্শন করিলাম না। কারণ ১৯০৬ অব্দে অতি নগণ্য কারণেই তৎকালীন "গোলামখানা" স্কুল ধর্মঘট বাঁধাইয়া ছাত্রজীবনে বহু লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করিয়াছি। গঠনমূলক কার্য্যের মধ্যে বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলে ভিক্ষালব্ধ খাদ্য বিতরণ, সন্তান সমিতি ও জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া অবশেষে সহকর্মী ও অর্থের অভাবে দারুণ অশান্তি ভোগ করিয়াছি। সর্বশেষ নিজের উন্নতিসাধন মূলমন্ত্র লইয়াই কত বাধা বিপত্তি লঙ্ঘন করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাগণের শ্রমার্জিত অর্থ লইয়া জার্মানীতে আসিয়াছি। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হইয়া শিক্ষার দিকে আশাতীত সাফল্যও লাভ করিয়াছি। আশা ও আকাঙ্খা "ডক্টরেট" লাভ করিয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করিব, এর মধ্যে বৈপ্লবিক কার্য্যে ওতঃপ্রোতভাবে নিযুক্ত হইলে নিজের ও পবিবারের প্রতি দারুণ বিশ্বাসঘাতকতা করা হইবে, সুতরাং আমি ইতস্ততঃ করিলাম।

১৯১২ অব্দে আমার বাচনিক অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণের সুযোগ সুবিধার বিষয় অবগত হইয়া অন্য কয়েকজন জাতীয়তাবাদী হ্যার বালিনকে পত্র দিতে বলিলেন। বালিন তাঁহাদের আকাঙ্খা মতে কয়েকটী প্যাকেট রিভলবার ও পিস্তল ভারত উপকূলে প্রেরণের ব্যবস্থা করিলেন।

তখন দেশের অবস্থার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের প্রতিকার হইয়াছে। নেতৃবৃন্দ তাঁহাদের আন্দোলনের ফলেই যে "বৃটিশ জাষ্টিস" মাটী ফুরিয়া বাহির হইয়াছে, তাহা প্রচার করিলেন। যদিও অমৃতবাজার পত্রিকা ভাঙ্গা বাংলা জোড়া দেওয়াকে বাংলার পুনর্বার অঙ্গচ্ছেদ (Re-Partition of Bengal) বলিয়াই সমালোচনা করিতেন, তথাপি ধীরপন্থী নায়কগণ নিতান্তই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। স্বদেশী যুগের উগ্র "সঞ্জীবনী" পত্রিকা পাঠে এখন লর্ড হার্ডিঞ্জের সদয় ব্যবহারের দৃষ্টান্ত প্রায় প্রত্যহ জ্ঞাত হইতাম।

লর্ড হার্ডিঞ্জ ভারতের ধীরপন্থী নায়কগণকে নানাভাবে পকেটভর্তি করার সুযোগ দিলেন। স্যার আশুতোষ মুখার্জ্জী বিশ্ববিদ্যালয়ে ফুলারী আমলের বহিস্কৃত ছাত্রদিগকেও ভর্তি করিয়া লইলেন, জাতীয় বিদ্যালয়ের অধ্যাপকমণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই শিক্ষা বিভাগে কর্মসংস্থান করিতে সক্ষম হইলেন, সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে মনে হইল দেশে শান্তির হাওয়া বহিতেছে। বিপ্লববাদী বা উগ্রপন্থী বন্ধুগণও পত্রে জানাইলেন যে দেশেব পরিবর্তন হইয়াছে সুতরাং অধিক সংখ্যক প্যাকেট অস্ত্র ভারতে প্রেরিত হইল না।

১৯১৩ অব্দে চীনে নব্যচীন দল সান ইয়াৎ সেনের নায়কত্বেই প্রথম বিপ্লব চালাইতেছে। সহসা ফ্রাউ সিমন আমাকে ফোনে আহ্বান করিলেন। তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহার ভগ্নীপতি হ্যার নিদেমেয়ারের এক পত্র দেখাইলেন। পত্র বিশেষ জরুরী, আমাকে পথ খরচা দিয়া অবিলম্বে হামবুর্গে পাঠাইবার নির্দেশ তাহাতে রহিয়াছে। আমি পরদিন প্রথম গাড়ীতেই হামবুর্গ যাত্রা করিলাম। বৃদ্ধা ফ্রাউ সিমন ট্রেনভাড়া ব্যতীতও হোটেলের চার্জের জন্য অর্থ দিয়াছেন। নিদেমেয়ারকে একখানা টেলীও করা হইয়াছে। অপরাহ্ণ ২টায় হামবুর্গ ষ্টেশনে পৌঁছিয়াই বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে লক্ষ্য করিলাম যে প্ল্যাটফর্মে হ্যার নিদেমেয়ার স্বয়ং উপস্থিত। তিনি 'আলস্টারডামে' হ্যার বালিনের বাটিতে লইয়া গেলেন। হ্যার বালিন অগৌণে বাথরুমে যাইয়া মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিতে বলিলেন। হ্যার বালিন ব্যতীত অন্য একটি ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। পোষাকে মনে হইল "নেভি অফিসার"—নাম গেয়র্স

বাওয়ার। টেবিলের এক পার্শ্বে আমার জন্য খাদ্য আসিল। তাঁহারা তিনজন শুভ্র ফেনিল বিয়ার পান করিতে লাগিলেন।

হ্যার বালিন বলিলেন যে, এক অভাবনীয় সুযোগ উপস্থিত। চীনের বিপ্লবের অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য কয়েকটি আইরীশ বিপ্লবী চীনদেশে যাইতেছেন, আমরাই প্রেরণের ব্যবস্থা করিতেছি। আপনি এ সময়ে দুই চারিজন বন্ধুসহ তাঁহাদের সহযাত্রী হইলে বিশেষভাবে বিপ্লবের জ্ঞানলাভ করিতে পারিবেন। এজন্যই আপনাকে আহ্বান করা হইয়াছে।

তিনি আরও অনেক কথা বলিলেন, এমন কি ভাষার অসুবিধাও যে কিছু নয় কারণ নব্য চীনের নায়কগণ ইংরেজী এবং জার্মাণ ভাষায় দক্ষ তাহাও বলিলেন।

বালিনের প্রস্তাব শোনা মাত্র আমার শরীর কাঁপিয়া উঠিল। আমি কঠোর পরিশ্রম করিয়া ইউনিভার্সিটির অবকাশকালে পর্য্যন্ত ল্যাবরেটারীতে কাজ করিয়া আমার গবেষণা প্রায় সম্পূর্ণ করিয়া আনিয়াছি। আশা করি ১৯১৪ অব্দেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বহুআকাঙ্খিত "ডক্টর" উপাধি লাভ করিতে সক্ষম হইব। এই সময়ে আমি অকস্মাৎ সব বন্ধ করিয়া চীন যাত্রা করিব? আমার খাদ্য এবং কাটা চামচ বিশ্রাম লাভ করিল। মুহূর্তে ভাসিয়া উঠিল আমার চক্ষের সম্মুখে বিপুল স্নেহের আধার আমার বৃদ্ধ পিতৃদেবের সৌম্যমূর্তি। মনে হইল ভ্রাতাগণের সাশ্রুনয়নের বিদায়ের দৃশ্য। বাল্যকাল হইতেই উন্মার্গগামী ছিলাম, যখন জ্ঞানলাভের সময় তখন জ্ঞানবিস্তারের জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া নিজের জ্ঞানভাণ্ডার শূন্য করিয়াছি। আবার কি উন্মাদ হইব? আবার কি আত্মীয়স্বজন সকলকে হতাশ করিব? আমার পিতৃতুল্য অধ্যাপক আমার গবেষণা পরিচালনাকার্য্যে নিত্য উৎসাহ দিয়া আমাকে অগ্রসর করিতেছেন। আমিই তাঁহার প্রথম হিন্দু ছাত্র (ভারতীয়), আমাদ্বারা তাঁহার গৌরব বৃদ্ধির আশা পোষণ করেন, তাঁহাকেও প্রতারিত করিব?

না, কিছুতেই না। আমি অসম্মত হইলাম পরিষ্কার বিনীত ভাষায় বলিলাম, "আমা হতে এই কর্ম হবে না সাধন।"

আমার আরও একটি কথা যুগপৎ মনে উদয় হইল, তাহারা কি আমাকে গুপ্তচরে পরিণত করিতে অভিলাষী? আমার দেশসেবা, দেশমুক্তির কামনার কি এই দক্ষিণা?

হ্যার বালিন অন্তর্যামী। তিনি বলিলেন, "হ্যার ভট্টাচারিয়া, আপনি নিশ্চিত থাকুন, আপনাকে গুপ্তচরবৃত্তিতে নিযুক্ত করা আমাদের অভিপ্রেত নহে। বিপ্লবের সাক্ষাৎ জ্ঞান অর্জনের জন্য চীনে নব্যচীন নায়কগণের নিকট প্রেরণ করিতে চাই। আইরীশ বন্ধুগণের বিশেষ অনুরোধেই আমরা এই ব্যবস্থা করিয়াছি। আপনি সেখানে আমাদের বিশ্বস্ত বন্ধুগণের সহিত নিরাপদে থাকিতে পারিবেন, ইত্যাদি বহু কথা তিনি বলিলেন। আমি কিছুতেই সম্মত হইলাম না। আমি বলিলাম সর্বাগ্রে আমার "ডক্টরেট" উপাধি পাইতে হইবে। ইহার জন্যই আমার বৃহৎ পরিবারের সকলে উৎকণ্ঠিতভাবে অপেক্ষা করিতেছে। তাঁহাদিগকে ১৯০৬ অব্দের মত অবিমৃষ্যকারিতায় পুনরায় হতবুদ্ধি করা আমার পক্ষে অমার্জনীয় অপরাধ হইবে।

হ্যার নিদেমেয়ার এ সময়ে কথা বলিলেন। তিনি আমাদের পরিবার, সমাজ প্রভৃতি

সম্বন্ধে ফ্রাউ সিমনের নিকট বিশেষভাবেই সকল তথ্য জ্ঞাত আছেন। ফ্রাউ সিমনের গৃহে বহু ভারতীয় ছাত্র সম্বর্ধিত হইয়াছে। তাঁহার বাটিতে ভারতীয় ভোজ্যে বন্ধুগণ পরিতৃপ্ত হইয়া প্রশংসা করিয়াছেন। ডক্টর জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত, ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ডক্টর তুকারাম কৃষ্ণ লাডুডু, ডক্টর হরিশ্চন্দ্র, অধ্যাপক গুণে, ডক্টর সুরাবর্দী ইনি পরে নাম পরিবর্তন করেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। এমনকি বর্তমান ভারত রাষ্ট্রের অন্যতম কর্ণধার শ্রীপ্রকাশও সিমন পরিবারে আদৃত হইয়াছেন। সুতরাং ফ্রাউ সিমন যেমন আমাদের পারিবারিক বন্ধন সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন, নিদেমেয়ার ততটা না হইলেও কতকটা জ্ঞাত ছিলেন। তিনিই আমার পক্ষ ধরিয়া বালিনকে বুঝাইলেন।

বালিনের আজ দুই বৎসর পর সম্ভবতঃ প্রতীতি হইল যে, আমার দেশপ্রেম অকৃত্রিম নহে। দেশোদ্ধারের চেষ্টা আমি বাম হস্তে করিতে ইচ্ছুক, দক্ষিণ হস্ত নিযতই আত্মোন্নতি ও পরিবারের উন্নতির জন্য কর্মে রত থাকিবে।

নিদেমেয়ারের বাটিতে নৈশ ভোজন সমাপ্ত করিয়া রাত্রি ১১টার প্যাসেঞ্জার গাড়ীতে যাত্রা করিলাম এবং প্রাতে ৬টায় হাম্বে পৌঁছিলাম। হাম্বে পৌঁছা পর্য্যন্ত আমার বিষণ্ণতা ঘোচে নাই।

তৎপর বালিনের সঙ্গে আর সম্বন্ধ নাই, এরূপই মনে হইতেছিল, কিন্তু খৃষ্টমাসে তাঁহার প্রীতিপূর্ণ পত্র পাইয়া মনে আবার আশার সঞ্চার হইল। অধ্যয়ন শেষ হইলে বালিনের সাহায্যে অনেক কার্য্য উদ্ধার হইবে এই কথাও মনে জাগিল।

১৯১৪ অব্দে প্রথম মহাযুদ্ধ বাধে। সেই সময়ে বিপ্লবী ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় জার্মানীতে ছিলেন। তাঁহারই নেতৃত্বে আমরা বার্লিনে ভারতে বিপ্লব সংঘটনের জন্য যে দল বাঁধি তাহার প্রেসিডেণ্ট হ্যার বালিনকেই নির্বাচিত করা হয়। বালিন তখন বার্লিনেই ছিলেন। চট্টোপাধ্যায়-সহ আমি হ্যার বালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে বালিন দীর্ঘকাল চট্টোর সঙ্গে ফরাসী ভাষায় আলোচনা করেন এবং সকল বিষয়ে তাঁহাদের সাহায্য দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।

প্রত্যাবর্তনকালে চট্টোপাধ্যায় জিজ্ঞাসা করেন যে, এই বিরাট প্রতিপত্তিশালী পুরুষের সঙ্গে কিভাবে আমার পরিচয় হইল। সকল বিবরণ শুনিয়া তিনি আমাকে ভর্ৎসনা করিলেন, কারণ তাঁহারা প্যারিসে থাকিয়া দারুণ অর্থকষ্টের মধ্যে কোনো প্রকারে সামান্য অস্ত্রশস্ত্র ভারতে প্রেরণ করিতে পারিতেন, আর আমি সুযোগ পাওয়া সত্বেও কিছু করিতে পারিলাম না, ইহা যে আমার পক্ষে কত গর্হিত অপরাধ হইয়াছে তাহা বলিলেন। ১৯১২ অব্দে আমি যখন প্যারিসে তাঁহাদের দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাই তখন আমারই মত আর একজন সংসারী বিপ্লববাদী সঙ্গে ছিলেন। চট্টো তখন অনুপস্থিত ছিলেন, ম্যাডাম কামাপ্রমুখ কয়েকজন বিপ্লববাদীর সঙ্গে আলোচনা করিয়া আমরা প্রত্যাবর্তন করি। তিনি বলিলেন, "তখন যদি তোমরা ম্যাডাম কামার নিকট হ্যার বালিনের প্রস্তাব ব্যক্ত করতে তবে আমরা কয়েকজন অখ্যাতকর্মী পাঠিয়ে এমন ব্যবস্থাই করতে পারতাম যে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ভারতের বিভিন্ন উপকূলে পৌঁছে আমাদের ভারতে অবস্থিত সহকর্মী দলের শক্তি বৃদ্ধি করতো।"

তিনি আমাকে ডক্টর উপাধিলাভের আকাঙ্খার জন্য নিন্দা করিলেন, এমনকি হেলায় সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট করায় অপরাধী এবং বিশ্বাসঘাতক পর্য্যন্ত বলিয়া মুখভার করিলেন।

তিনি আমাকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার মত দেখিতেন, সুতরাং তাঁহাব বিষণ্ণতা সত্বরই কাটিয়া গেল।

হ্যার বার্লিন আমাদিগকে সতর্ক করিলেন যে, তিনি বা জার্মান গভর্ণমেণ্ট আমাদেব বিপ্লবী দল "ভারত বন্ধু" জার্মেন সমিতির পশ্চাতে আছেন এই কথা যেন প্রচার না হয়। কারণ কোনো দেশেই গভর্ণমেণ্ট অন্য দেশে বিপ্লব বাধাইবার চেষ্টা করিতেছেন ইহা ন্যায়সঙ্গত বিবেচিত হয় না, যদিও প্রত্যেক দেশই নিয়ত এরূপ চেষ্টা এক একটি তথাকথিত কমিটি দ্বারা করান, যেমন ইংলণ্ডের "বাক্সটন কমিটি"। দিবারাত্রি বালকান রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটাইয়া নিজেদের প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টা করেন। প্রথম ও দ্বিতীয় বালকান যুদ্ধে প্রতিনিয়তই বাক্সটন কমিটির লর্ড বাক্সটনের গতিবিধি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইত। প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্কালেও তিনি বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়াতে বিপুল অর্থরাশিসহ উপস্থিত থাকিয়া বুলগেরিয়াকে জার্মানীর পক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বাধা দিতেছিলেন। অবশেষে জার্মান বন্ধু জনৈক তরুণ কর্তৃক নিহত হইলে বুলগেরিয়া জার্মানীর পক্ষ অবলম্বন করে।

মাঝে মাঝে চট্টোপাধ্যায, শম্ভাশিব রাও, ধীরেন সরকার (অধ্যাপক বিনয় সরকারের ভ্রাতা) কেরসাস্প, মানসুর আহাম্মদ এবং অন্যান্য সহকর্মীসহ আমি বার্লিনের বাটিতে উপস্থিত হইতাম। তিনি ভারতে বিপ্লব সৃষ্টি সম্পর্কে নানারূপ পরামর্শ দিতেন।

আয়র্লণ্ডের উপকূলে স্যার রোজার কেইসমেণ্ট (Sir Roger Casement) যে সশস্ত্র যুদ্ধ-জাহাজ লইয়া অবতরণের চেষ্টা করিতেছিলেন তাহা ব্যর্থ হয়, বিচারে কেইসকে ফাঁসী রজ্জুতে প্রাণ দিতে হয়। তাঁহার সঙ্গে আর যাঁহারা ছিলেন তন্মধ্যে আমার পরিচিত ডে কুর্টিন (De Curtin) নামক একজন বিপ্লবী ছিলেন বলিয়া আমার ধারণা হয়। একজন ডে কুর্টিনকে আমি বার্লিনের বাটিতেই জানিতে পারিয়াছিলাম। তিনি শতকরা ১০০ ভাগ দেশপ্রীতিপূর্ণ হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। আমরা বার্লিন ত্যাগ করার পূর্বে অকস্মাৎ এক মটর ধাক্কায় তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তিনি সহাস্যে বলেন, "আপনারা যে পথের যাত্রী আমরাও সেই পথের। আপনাদের গাড়ী এবং কুরিয়ার আমাদেব পরিচিত, কারণ বহুবাব এই গাড়ী আমরা পেয়েছি।"

আমার দৃঢ়বিশ্বাস এই যে, হ্যাব বার্লিনই স্যাব রজার কেইসমেণ্টকে অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র দিযা সাহায্য করিয়াছিলেন।

তিনি আমাদের পরম হিতৈষী ছিলেন। ১৯১৯ অব্দে যুদ্ধের আবহাওয়ার পরিবর্তন হইলে আমি ফ্রাউ বার্লিনকে এক পত্রে তাঁহার মৃত স্বামীব প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। তিনিও একখানা পত্র লিখিয়া স্বামীর আত্মহত্যার কাহিনী জ্ঞাপন করেন। তিনি এবং তাঁহার পালিত কন্যা, উভয়েই পরলোকগমন করিয়াছেন। একটি মাত্র দৌহিত্রী (বিবাহিতা) বর্তমানে অষ্ট্রিয়ার ইন্সব্রুকে আছেন। ইন্সব্রুক রাশিয়ার অধীন।

পোলাণ্ডের সাংঘাতিক বিপ্লবী সংঘ

১৯১২ ইংরাজীর এপ্রিল মাসে সহসা ইংলণ্ডের ম্যাঞ্চেস্টার হইতে আমি আমার বাল্যবন্ধু শ্রীযুক্ত কেদারেশ্বর গুহের একখানা বিস্তৃত পত্র পাইলাম। তিনি গত কয়েক বৎসর জার্ম্মেনীতে আসিয়া উচ্চ বিদ্যা শিক্ষা করিবেন এ আকাঙ্খা তাঁহার প্রবল ছিল। কিন্তু দারুণ অর্থাভাব তাঁহার সে আকাঙ্খা পূর্ণ হইতে দেয় নাই। কিন্তু হঠাৎ তাঁহার পেন্সনপ্রাপ্ত পিতৃদেব হইতে কোনপ্রকারে সামান্য কয়েকশত টাকা হাতে লইয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তৎকালে ম্যাঞ্চেস্টার টেক্‌নলজিক্যাল ইন্সটিটিউটের ছাত্র শ্রীযুক্ত আশুতোষ গুহের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীযুক্ত আশুতোষ গুহ কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে দেখিয়া ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া গেলেন। তিনি অতি কষ্টেস্বষ্টে নিজের শিক্ষাব্যয় নির্ব্বাহ করিতেছিলেন, তদুপরি তাঁহাব কনিষ্ঠ ভ্রাতার ব্যয় নির্ব্বাহ করা তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল। দুই ভাই অনেক বুদ্ধিবিবেচনা করিয়া কোনপ্রকারে ব্যয়-সঙ্কুলান করিয়া জার্ম্মেনীতে বিদ্যাভ্যাস করিবেন বলিয়া আমাকে পত্র লিখিয়াছেন। উক্ত পত্র পাঠ করিয়া আমিও ভয়ে অধীর হইযা গেলাম। কিন্তু কেদারেশ্বর সত্বরই চলিয়া আসিবেন ভাবিয়া অন্যান্য ভারতীয় বন্ধুগণের নিকট কেদারেশ্বরের সাহায্যার্থে চিঠিপত্র লিখিলাম। অকস্মাৎ একদিন প্রাতঃকালে কেদারেশ্বর আমার বাসবাটিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রী কেদারেশ্বরের ব্যবস্থা করার জন্য আট দশদিন বহুবিধ চেষ্টা করিলাম। এই কয়দিন শ্রী কেদারেশ্বর আমার উপরেই শাকের আঁটি সদৃশ রহিয়া গেলেন। বার্লিনস্থ বন্ধুগণ প্রায় সকলেই নিরুৎসাহব্যঞ্জক পত্র দিলেন; কিন্তু কেহ কেহ কিছু কিছু অর্থসাহায্যের প্রতিশ্রুতিও দিলেন। শ্রীযুক্ত কেদারেশ্বরকে ইউনিভার্সিটিতে কেমিক্যাল ল্যাবরেটরীতে প্রথমতঃ ভর্তি করাইয়া লইলাম। ভর্তিখরচ বিশেষ নহে, কিন্তু ল্যাবরেটারীর যে বিভাগে তিনি কাজ করিতে আরম্ভ করিলেন জার্ম্মেন বুঝিবার ও লিখিবার শক্তি নিতান্ত কম থাকায় আমারই অধ্যাপক অনেক চিন্তাভাবনা করিয়া রিসার্চ ল্যাবরেটারীতে আমারই পাশে একটি স্থানে কাজ করিবার অনুমতি তাঁহাকে দিলেন। শ্রী কেদারেশ্বর আমার পাশে স্থান পাইয়া পুলকিত হইলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত আশুতোষ গুহ ম্যাঞ্চেস্টার হইতে আমার নিকটে কিছু টাকাও পাঠাইলেন। আমার বন্ধু মহারাষ্ট্রবিপ্লবী ছাত্র শ্রীযুক্ত তুকারাম কৃষ্ণ লাড্‌ডু সহৃদয় হইয়া কেদারেশ্বরের জন্য কিছু অর্থসাহায্য করিলেন। কেদারেশ্বর ছিলেন অন্তরে বাহিরে একজন সাংঘাতিক ধরণের বিপ্লবী। তিনি প্রায় প্রত্যহ সন্ধ্যার দিকে আমার বাটিতে আসিয়া বসিতেন এবং নানাপ্রকার বিপ্লবী কার্য্যের আলাপ আলোচনায় ব্যাপৃত থাকিতেন। ফ্রেড্‌রিক স্ট্রাসের যে বাটির ত্রিতলে আমি বাস করিতাম তাহার বিপরীত দিকে দ্বিতলের উপরে একখানা কক্ষে ছিল একদল পোলিশ ছাত্রের একটি ক্লাব। ঐ ক্লাবের কয়েকজন পোলিশ ছাত্র আমার সঙ্গেই ল্যাবরেটারী এবং ফিলসফিক্যাল এ্যাকাডেমিতে কাজ করিতেন। তন্মধ্যে একজন ছিলেন হ্যার সিংগালোস্কি। তিনি প্রায়ই ক্লাব ঘরের দরজা খুলিয়া আমাকে নমস্কার করিতেন এবং আমার প্রতিনমস্কার গ্রহণ করিতেন। তিনি তৎকালে জার্ম্মেনীর অধীন পোলিশ রাজ্যের রাজধানী ক্রাকোতে একটি প্রসিদ্ধ ইহুদী পরিবারের একজন ধনী যুবক। ছয়মাস পূর্বে তাঁহার এক ভ্রাতার এবং বার্লিনস্থ বিপ্লবী সংঘের আরও কয়েকজন যুবকের ক্রাকোতে এক সাংঘাতিক মামলায় ফাঁসিতে মৃত্যুদণ্ড হইয়াছিল। আমি আরও কয়েকজন রুশ ছাত্রের নিকট হইতে

সিংগালোস্কির খবরবার্তা পাইয়া তাঁহার সহিত বেশী মেলামেশা করিতাম না। কিন্তু কয়েক সপ্তাহ পরেই শ্রী কেদারেশ্বর যেভাবেই হউক এবং যে কারণেই হউক সিংগালোস্কির সংঘের যুবকদের সঙ্গে বিশেষভাবে মেলামেশা আরম্ভ করিলেন। এরূপ মেলামেশা যে গর্হিত এ কথা আমাকে আমার জার্মেন বন্ধুগণ বলিয়া দিয়া গুহকে সতর্ক হইতে বিশেষভাবে বলিলেন। কিন্তু শ্রী গুহের পোলিশ সংঘের প্রতি একটা আকর্ষণ জন্মিয়া গিয়াছে। তিনি আমার কথা বিশেষ গ্রাহ্য করিলেন না। কিন্তু বার্লিন, হামবুর্গ, ফ্রাঙ্কফুর্ট ও অন্যান্য স্থানে তাহার পরিচিত ভারতীয় বিপ্লবীগণকে পোলিশ বিপ্লবীদের কথা জানাইয়া সাংঘাতিক পোলিশ বিপ্লবীদের সঙ্গে একটা মিতালি পাতাইবার চেষ্টা করিলেন। আগষ্ট মাসে ল্যাবরেটারী যখন গ্রীষ্মের ছুটিতে বন্ধ সেই সময়ে গুহ বার্লিন হইতে আরও দুই তিনজন বিপ্লবী বন্ধুকে আনাইয়া ক্রাকো দর্শনে যাইবেন বলিয়া আমার নিকট আকাঙ্খা জ্ঞাপন করিলেন। আমি কথাটা অশ্রদ্ধার সহিত শুনিলাম। কিন্তু কেদারেশ্বর ও তাঁহার বন্ধুগণ নিতান্ত অর্থাভাবের মধ্যেও পুলকিতচিত্তে পোলিশ বন্ধুগণের সহিত ক্রাকো চলিয়া গেলেন। তাহারা তথায় দশ বারোদিন ছিলেন। সেখানে ইহুদী বন্ধুদের সৌজন্যে তাহাদের আহার নিদ্রার কোনও অসুবিধা হয় নাই। তাহারা বহু প্রকার বোমা, হাতবোমা, টাইম বোমা প্রভৃতি শিক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন। সেই সকলে যে ভারতবর্ষে বহুবিধ কার্য্য করা যাইবে তাহার বর্ণনা দিয়া শ্রী গুহ শ্রীযুক্ত লাড্ডু ও আমাকে পুলকিত করিবার চেষ্টা করিলেন। সে সময়ে জার্মেন গভর্ণমেণ্ট পোলিশ বিপ্লবীগণের উপরে খড়গহস্ত ছিল। শ্রীযুক্ত লাড্ডু এবং আমি এসব খবর বিশেষভাবেই জানিতাম এবং দুজনেরই ডক্টরেট ডিগ্রী নেওয়ার সময় নিকটে আসিতেছে এজন্য বিশেষ ভাবেই সতর্ক থাকা উচিত তাহাও ভাবিতেছিলাম। কিন্তু কিছুতেই শ্রী গুহকে দমিত করা গেল না। এই সময়ে শ্রী গুহ আমেরিকায় যাইয়া গদর পার্টির সহিত মিলিত হইয়া সর্বপ্রকার বৈপ্লবিক কার্য্য এবং সঙ্গে সঙ্গে কৃষিবিদ্যাও অনুশীলন করিবেন এরূপ পরিকল্পনা করিলেন। কিন্তু তিনি আমাকে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন না। পোলিশ সংঘের সঙ্গে বৈপ্লবিক আলোচনা বিবেচনা ও ধ্যানধারণা প্রখরভাবেই চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। একদিন ল্যাবরেটারী হইতে সন্ধ্যাবেলা ফিরিয়া আসিয়া আমি দেখিলাম আমার বাসবাটির উপরের তিনটি কক্ষের দ্বার খুলিয়া গৃহকর্ত্রী এবং তাঁহার দুই কন্যা জানালা খুলিয়া পোলিশ সংঘের কক্ষের দিকে চাহিয়া আছেন। আমি বাড়ীতে আসামাত্র তাঁহারা আমাকে সত্বর চা প্রস্তুত করিয়া দিয়া বলিলেন যে ঐ পোলিশ সংঘের ঘরখানাতে বেলা ৪টা হইতে অনুসন্ধান চলিতেছে। প্রায় সন্ধ্যা ৬টার সময় সবকয়জন পোলিশ বিপ্লবীকে লইয়া জার্মেন পুলিশবাহিনী থানাভিমুখে চলিয়া গেল। কিজন্য জানি না শ্রীযুক্ত গুহ তাহাদের সঙ্গে নীত হইল না। কিন্তু তাঁহার বাটিতে যাইয়া পুলিশ কর্মচারীগণ শ্রীযুক্ত গুহকে পরদিন প্রত্যুষে থানায় পাঠাইয়া দিতে নির্দ্দেশ দিয়া চলিয়া গেল। নিত্যকার মত পরদিন প্রাতঃকালে আমি ল্যাবরেটারীতে যাইয়া দেখিলাম শ্রীযুক্ত গুহ সেখানে যান নাই। বেলা দশটার সময় সেদিন আমাদের ল্যাবরেটারীর ত্রিতলে অবস্থিত ফিজিক্যাল ল্যাবরেটারীতেও তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু বেলা ১টায় আমি যখন মধ্যাহ্নভোজনের জন্য নিজ বাসবাটিতে আসিলাম তখন দেখিলাম শ্রীযুক্ত গুহ শুষ্কমুখে আমারই কক্ষে উপবিষ্ট আছেন। তিনি শুষ্ক হাসি দিয়া বলিলেন যে পোলিশ বিপ্লবী ছাত্রগণকে অদ্যই বেলা দুইটায় ক্রাকো অভিমুখে প্রেরণ করা হইবে। কিন্তু সেইসঙ্গে তাহাকে বা অন্য কোন ভারতীয় বিপ্লবীকে প্রেরণ করা হইবে না। অপরাহ্ন ৩টায় ল্যাবরেটারীতে যাইয়া সহসা আমার প্রধান অধ্যাপক প্রফেসর ডক্টর ফোরল্যাণ্ডারের একখানা চিঠি পাইয়া জানিলাম যে তাঁহার কক্ষে তিনি আমাকে ডাকিয়াছেন। আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে তিনি আমাকে অতি মৃদুভাষায় বলিলেন যে হ্যার গুহ যে পোলিশ সাংঘাতিক বিপ্লবী সংঘের সহিত সংশ্লিষ্ট তাহা পূর্বে তিনি জানিতেন

না। তাহার সহিত আমার আর কোন সম্পর্ক রাখা সমীচীন হইবে না। তিনি বলিলেন, "আপনি বোধ হয় জানেন আমরা প্রাশিয়ান স্টেট ল্যাবরেটারীর অধ্যাপক এবং ছাত্র। আমাদের পক্ষে কিছুতেই পোলিশ বিপ্লবীদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা কর্তব্য নহে।" তিনি আরও বলিলেন, "বিশেষতঃ আপনার থিসিস সম্পূর্ণ হইয়া আসিতেছে। এই সময়ে কোনপ্রকার গোলযোগের মধ্যে পড়িলে আপনার পক্ষে পরীক্ষা দেওয়া সম্ভবপর হইবে না।" তিনি তাঁহার আসনে উপবেশন করিলেন এবং সম্মুখে একখানা চেয়ারে আমাকেও বসিতে আদেশ দিলেন। তারপর অধ্যাপক নানাবিষয়ের অবতারণা করিলেন। তিনি বলিলেন, "আপনি ভালরূপেই জানেন যে আপনি ভারতীয় ছাত্র বলিয়াই আপনাকে বিশেষভাবে স্নেহ করি এবং আপনাকে কতকটা শান্তি দিবার জন্যই আমি শ্রীযুক্ত গুহকে ল্যাবরেটারীতে আপনার পাশেই কাজ করিবার জন্য স্থান করিয়া দিয়াছি। তাহাতে হ্যার গুহ আপনার নিকট হইতে নানাভাবে উপদেশ ও সাহায্য পাইয়া থাকেন। কিন্তু তিনি যে সাংঘাতিক বিপ্লববাদী পোলিশ সংঘের সঙ্গে চলাফেরা করিয়া বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা চালাইতেছেন তাহা মোটেই জ্ঞাত ছিলাম না।" তারপর অধ্যাপক আমাকে আবও সতর্ক করিয়া গুহ সম্পর্কে সাবধান হইতে এবং তাঁহাকে এই পন্থা হইতে নিরস্ত করিতে বলিলেন। ল্যাবরেটারীতে আমার কার্য্যস্থলে ফিরিয়া আসিয়া আমি অল্পকাল মধ্যেই ল্যাবরেটারী ত্যাগ করিয়া হ্যার গুহর বাসবাটিতে উপস্থিত হইলাম। হ্যার গুহ তাঁহার কক্ষে ছিলেন না। তিনি মহারাষ্ট্র বিপ্লবী শ্রীযুক্ত তুকারামকৃষ্ণ লাড্ডুর বাসস্থান হালে সহবের শ্রেষ্ঠ হোটেল 'টুলপে'তে শ্রীযুক্ত লাড্ডুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন তাহা অনুমান করিয়া আমিও তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলাম। আমার, অনুমান সত্যই হইয়াছিল। হ্যার গুহ শ্রীযুক্ত লাড্ডুর কক্ষেতেই ছিলেন। শ্রীযুক্ত লাড্ডু ছিলেন দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ পুরুষ। আর হ্যার গুহ ছিলেন একজন খর্ব্বাকৃতি বাঙ্গালী যুবক। শ্রীযুক্ত লাড্ডু আমাকে সহাস্যে ভর্ৎসনা করিয়া হ্যার গুহকেও অত্যন্ত সতর্কভাবে ভবিষ্যতে চলিতে উপদেশ দিলেন। পরদিন ল্যাবরেটারীতে যাইয়া জানিতে পারিলাম একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর আমাব এবং হ্যাব গুহর প্রফেসরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া হ্যার গুহকে অবিলম্বে ক্রাকো পাঠাইবার অনুজ্ঞা জ্ঞাপন করিয়াছেন। সেদিনই মধ্যাহ্নকালে স্টেট গেষ্টরূপে বন্ধুবর গুহ ক্রাকোতে চলিয়া গেলেন। অর্থাভাবে তিনি সর্ব্বদা জড়সড় থাকেন, পুলিশের ভয়েতেই তিনি ক্রাকো চলিয়া গেলেন। পাঁচ সাতদিন পরে বহু বিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞতা লইয়া হ্যার গুহ সহাস্যবদনে হালেতে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি মধ্যাহ্ন-ভোজন আমার টেবিলে বসিয়াই করিতেছিলেন। তিনি পোলিশ বিপ্লবীদের বিবিধ বিবরণ বলিয়া আমাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করিলেন। কিন্তু ডক্টরেট পরীক্ষার জন্য সত্বরই আমাকে প্রস্তুত হইতে হইবে ভাবিয়া আমি পোলিশ বিপ্লবীদের বৈপ্লবিক চেষ্টার কথা জানিয়াও বিশেষ উৎসাহিত হইতে পারিলাম না। হ্যার গুহ বলিলেন, "পোলাণ্ড এখন রাশিয়া, অস্ট্রিয়া ও জার্ম্মেনীর মধ্যে ত্রিভাগে বিভক্ত। আমাদের মনিব ইংরাজ অন্তরে এরূপ কামনা করেন না যে পোলিশ বিপ্লবীগণ সবলে প্রাক্তন তিনটি গভর্ণমেণ্টের শাসনপ্রণালী চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া একেবারে মুক্ত ভীষণ স্বাধীনতাবাদী হইয়া উঠেন।" হ্যার গুহ বলিলেন, "আমাদের মনিব ইংরাজের কৃপাতেই আমি ক্রাকোর বিচার আদালত হইতে মুক্ত হইয়া আসিয়াছি। জাতীয়তাবাদী পোলিশ বিপ্লবীগণ দীর্ঘকাল বিচারাধীন থাকিতে বাধ্য হইবে। হয়ত বা তাহারা নানাপ্রকার শাসনশোষণের কুচক্রে পড়িয়া দণ্ডভোগীও হইতে পারেন।" পরদিন আমার অধ্যাপক প্রফেসর ডক্টর ফোরল্যাণ্ডার আমাকে তাঁহার কক্ষে ডাকিয়া নিয়া বলিলেন, "আপনি কিছুকাল পূর্ব্বেই আমাকে বলিয়াছিলেন যে হ্যার গুহর পক্ষে অধ্যাপনাব্যয় নির্ব্বাহ করা সুকঠিন। যদি অবস্থা সেরূপই হইয়া থাকে তবে প্রিয় হ্যার ভট্টাচারিয়া, আপনি চেষ্টা করিয়া দেখুন হ্যার গুহকে এখান হইতে কোনপ্রকারে আমেরিকায় পাঠাইতে পারেন কিনা। হ্যার গুহ চলিয়া গেলে

আপনিও নানাদিক দিয়া সঙ্কটমুক্ত হইতে পারিবেন। আমার উদ্বেগও বিশেষভাবে হ্রাস পাইবে।" সেদিনই সন্ধ্যাবেলায় শ্রীযুক্ত ও হ্যার গুহকে লইয়া আমার কক্ষে চায়ের সভায় বিষয়টা বিশেষভাবে আলোচনা করিলাম। বার্লিনে অবস্থিত আমার প্রিয় বন্ধু শ্রীযুক্ত দাশগুপ্ত, শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী এবং আরও কতিপয় বন্ধুকে আমি বিস্তৃতভাবে চিঠিপত্র দিয়া তাঁহাদের অভিমত জানিতে চাহিলাম। তাঁহারা সকলেই আমার অধ্যাপক ডক্টর ফোরল্যাণ্ডারের পরামর্শ বিশেষভাবে করণীয় বলিয়া স্বীকৃতি জানাইলেন। আমিও শ্রীযুক্ত লাড্ডুর সহিত বিশেষভাবে আলাপ করিলাম। তিনি বলিলেন যে, "কোনপ্রকারে কিছু অর্থের ব্যবস্থা করিয়া চল আমরা গুহকে আমেরিকায় পাঠাইয়া দেই। আর্থিক অভাব অনটন যাহার অসীম তাহাকে সর্ব্বদা অর্থ সাহায্য করিয়া আমরা জার্ম্মেনীর মত দেশের একটা বিপ্লবী সংঘের কার্য্যপরিচালনা করার সুযোগ সুবিধা কি করিয়া দিব?" গুহর সঙ্গে আমি দীর্ঘকাল আলাপ করিলাম। আমি বলিলাম "দারুণ অর্থাভাবের মধ্যে অতিকষ্টে বিদ্যার্জ্জন করিয়া আবার ফাঁকে ফাঁকে পোলিশ, চেকোশ্লোভাকিয়ান এবং সার্ভিয়ান বিপ্লবীদের নিকট হইতে বৈপ্লবিক কাজকর্ম শিক্ষা করা কোনপ্রকারেই সম্ভবপর হইবে না। বরং আপনি যদি কোনপ্রকারে আমেরিকায় যাইয়া ভারতীয় গদর পার্টির কর্ম্মীগণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া ক্যানাডায় চাষবাস করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে পারেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বৈপ্লবিক চেষ্টাও চালাইতে পারেন তজ্জন্য চেষ্টা করাই আমি সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম কার্য্য বলিয়া মনে করি। শ্রীযুক্ত লাড্ডুও এই অভিমতই পোষণ করেন।" হ্যার গুহ আমার টেবিলে বসিয়াই মধ্যাহ্নভোজন করিয়া বিশেষ কোন উত্তর না দিয়াই তাঁহার নিজ বাটিতে চলিয়া যাইতেছেন বলিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। পরদিন ছিল শনিবার। বার্লিন টেসনিসে হক্‌সোলের ক্যামিকাল ল্যাবরেটারী হইতে একখানা গাড়ী করিয়া বন্ধুবর শ্রীযুক্ত দাশগুপ্ত আমার কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন, "আমি সকল বিষয় বিশেষভাবে চিন্তা করিয়াছি। আমাদের বিপ্লবী সহকর্মী শ্রীযুক্ত সুখতাঙ্কর, শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তী, শ্রী পরাঞ্জপে, বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ধীরেন সরকার সকলেই আমাকে বলিয়াছেন যে হ্যার গুহ যখন সাংঘাতিক বিপ্লবী পোলিশ সংঘের কর্ম্মীগণের সঙ্গে যেভাবেই হউক মিতালি করিয়া বৈপ্লবিক কার্য্যক্রম আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে এমন সময়ে তাহাকে আমেরিকায় পাঠাইয়া দেওয়া আমাদের দায়িত্ব হ্রাস করার একটা প্রচেষ্টা হইতে পারে, কিন্তু হ্যার গুহ চলিয়া গেলে আমরা যে পোলিশ সাংঘাতিক বিপ্লবীগণের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অন্ধকারেই থাকিয়া যাইব তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।" শ্রীযুক্ত দাশগুপ্ত জার্ম্মেনীতে আমাদের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা যাহাতে পূর্ণ উদ্যমে চলিতে পারে তজ্জন্য আমাদের যে স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে তাহা আমাকে বিশেষভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, "আমি জানি, আমেরিকায় গদর পার্টির কর্মকর্তাদের নিকট আমরা চিঠিপত্র দিলে গুহের একটা ব্যবস্থা তাঁহারা অবশ্যই করিবেন। কিন্তু তথাপি হ্যার গুহকে ছাড়িয়া দিতে বস্তুতঃই আমি এবং আমাদের প্রায় সকলেই অন্তরে ব্যথা অনুভব করিতেছি।" শ্রীযুক্ত দাশগুপ্তের সঙ্গে বাক্যালাপের পর আমার গৃহকর্ত্রীকে বলিয়া উভয়ে মথিত ক্রীমসহ কোকো পান করিয়া শ্রীযুক্ত লাড্ডুর হোটেলের দিকে চলিয়া গেলাম। শ্রীযুক্ত লাড্ডু নিজকক্ষেই ছিলেন। তিনি দাশগুপ্তের অভিমত এবং তাঁহার ও আমার অভিমত তুলনা করিয়া বলিলেন, "আমি অন্তরের সহিতই ইহা অনুভব করি যে হ্যার গুহ এখানে থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিলে এবং পোলিশ, চেকোশ্লোভাকিয়ান, সার্ভিয়ান বিপ্লবীগণ হইতে নানাবিধ বৈপ্লবিক কার্য্য আয়ত্ত করিতে থাকিলে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা অনেকটা সুগম হইবে।" অনেকক্ষণ আলাপ আলোচনার পর শ্রীযুক্ত লাড্ডু বলিলেন, "আমি বিশেষভাবেই মনে করি যে আমেরিকায় গেলে হ্যার গুহ নানাপ্রকার শিক্ষা এবং সঙ্গে সঙ্গে কানাডায় চাষবাস ও অর্থোপার্জ্জনের বিধিব্যবস্থা করিতে পারিবেন এবং ইহাতে হ্যার গুহের

সকলদিকেই উন্নতি হইবে।" শ্রীযুক্ত দাশগুপ্ত বলিলেন, "কাল রবিবার বিকালে দশ বারোজন ভারতীয় বিপ্লবী ডক্টর সুখতাঙ্করের বাড়ীতে মিলিত হইব। সেই সময় গুহ সম্পর্কে সকল বিষয়ে আলোচনা করিব। তাহার ফলাফল আমি আপনাদিগকে সোমবারদিন ডাকে পত্র দিয়া জানাইব। আপনারা এই দুই তিনদিন হ্যার গুহের জন্য বিশেষ ব্যতিব্যস্ত হইবেন না। তাহাকে কোন-ভাবেই অত্যধিক উৎসাহ দিয়া বৈপ্লবিক কার্য্যে বিশেষভাবে নিযুক্ত হইতেও উৎসাহিত করিবেন না এবং তাহার উৎসাহ যাহাতে একদম দমিয়া যায় সেরূপ শলা পরামর্শও দিবেন না।" এমনি সময় হ্যার গুহও আসিয়া এই কক্ষে উপস্থিত হইলেন। তখন সকলে মিলিয়া বিশেষ-ভাবে তাঁহার ভবিষ্যত সম্পর্কে আলাপ আলোচনায় মগ্ন হইলাম। রাত্রি ৮টার সময় শ্রীযুক্ত দাশগুপ্তকে নৈশভোজে আপ্যায়িত করিয়া শ্রীযুক্ত লাড্ডু তাঁহাকে লইয়া স্টেশনে যাইবার জন্য হোটেল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। আমরা চারিজন পায়ে হাঁটিয়া ফুটপাথের উপর দিয়া স্টেশনা-ভিমুখে চলিতে লাগিলাম। সোমবার বাড়ীতে আসিয়া খোঁজ লইলাম এবং জানিতে পারিলাম শ্রীযুক্ত দাশগুপ্তের বা চক্রবর্তীর কাহারও কোন চিঠিপত্র আসে নাই। বুধবারদিন প্রাতঃকালীন ডাকের সঙ্গে দাশগুপ্তের একখানা পত্র পাইলাম। তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন "হ্যার গুহের বিষয়টা আমরা বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া তিন চারদিন পরে আপনাদিগকে পত্রদ্বারা জানাইব।" আমি সেদিন প্রাতঃকালে ল্যাবরেটারীতে যাওয়ার পথেই হোটেল টুলপেতে যাইয়া দাশগুপ্তের চিঠিখানা শ্রী লাড্ডুকে দিয়া গেলাম। তাহার পর তিন চারদিন হ্যার গুহ রীতিমত ল্যাব-রেটারী এবং সমস্ত লেকচার হলে যাইতেছিলেন না। তিনি আমার নিকট খোলাখুলিভাবে কোন আলাপ না করিলেও আমি বুঝিলাম পূর্বে এক সময়ে আমেরিকায় যাইয়া বিদ্যাভ্যাস এবং বৈপ্লবিক কার্য্যাদি অনুশীলন করিবার যে আকাঙ্খা তাঁহার হৃদয়ে ছিল এখন যেন তাহা দমিয়া আসিয়াছে। ঐদিনই বিকাল ৫টায় একটি লেকচার হল হইতে নিজ বাসবাটিতে প্রত্যা-বর্তন করিয়া দেখিলাম পোলিশ বিপ্লবীদের ক্লাবঘরটিতে তাহাদের সমাগম হইয়াছে। এই সময়ে আমি হ্যার সিংগালোস্কিকে অঙ্গুলসিংকেত করিয়া নীচে ফুটপাথে নামিয়া আসিতে ইঙ্গিত করিলাম। তিনি সহাস্যে বলিলেন ক্রাকোর বিচার আদালতে তাঁহাদের বিশেষ কিছু হয় নাই। হ্যার গুহর ভবিষ্যতেও কিছু হইবে না। আমি যেন ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া হ্যার গুহর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ না করি। আমি কক্ষে বসিয়া সন্ধ্যাকালীন চা পান করিতেছিলাম। এই সময় হ্যার গুহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন আমার কক্ষে চা পান করিয়া তিনি একবার পোলিশ বিপ্লবীদের ক্লাবঘরেও যাইবেন। হ্যার গুহ সহাস্যে বলিলেন, "হ্যার ভট্টা, আপনি নিজে একজন বিপ্লববাদী ভারতীয় ছাত্র, আপনি যদি ভারতীয় বিপ্লবীদের কাজকর্ম এইভাবে চাপিয়া রাখিতে চান তবে তাহা দেশের দুর্ভাগ্যের বিষয়। আপনি এই হালে সহরে বিশেষভাবে পরিচিত এবং একজন প্রভাবশালী বিদেশী ছাত্র। আমি আশা করি আপনি ন্যায়সঙ্গতভাবেই কাজকর্ম চালাইয়া যাইবেন। আপনাকে একটি গোপন সংবাদ দিতেছি। আগামী চারি পাঁচদিনের মধ্যেই একদল সার্ভিয়া এবং মণ্টেনেগ্রোর ছাত্র এবং কতিপয় চেক্ ছাত্রও একটা বৈপ্লবিক প্রচেষ্টায় প্যারিসে যাইবে। আমার যে বিশেষ অর্থাভাব তাহা তাহারা বিশেষভাবেই জানেন। কিন্তু তাঁহাদের বিশেষ আকাঙ্খা তাহারা আমাকে লইয়া প্যারিসে ম্যাডাম ভিকাজী কামা, শ্রীযুক্ত সর্দার সিং রাণা প্রভৃতি কয়েকজন ভারতীয় বিপ্লবীর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করিয়া তাহাদের আশা আকাঙ্খা এবং ভারতীয় বন্ধুগণের আশা আকাঙ্খা সম্পর্কে কতকটা জ্ঞান অর্জ্জন করিবেন।" হ্যার গুহ উঠিয়া দাঁড়াইয়া টুপি হাতে লইলেন। আমি হ্যার গুহকে বিদায় দিয়া গুহ সম্পর্কে বিশেষভাবে চিন্তা করিতে করিতে অবসন্ন অন্তরে সোফায় শায়িত হইয়া পড়িলাম।

পোলাণ্ডের সাংঘাতিক বিপ্লবী সংঘ

পরদিন প্রাতঃকালে আমি আমার ল্যাবরেটোরীতে যাইয়া কাজকর্ম সুরু করার সময় আমাব অধ্যাপক ডক্টর ফোরল্যাণ্ডোর আমার সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "গত কয়েকদিন যাবতই হ্যার গুহকে ল্যাবরেটোবীতে আসিতে দেখি না কেন?" আমি উত্তরে বলিলাম, "হ্যার গুহ গত কযেকদিন যাবতই আমার সঙ্গে বিশেষ মেলামেশা কবিতেছেন না। আমার মনে হয় তাঁহার ভবিষ্যত কর্মপন্থা লইয়া তিনি কিছুটা সমস্যায় পড়িযাছেন। আমি শুনিলাম তিনি সত্বরই আরও কয়েকজন বন্ধুব সঙ্গে কোন বিশেষ কার্য্যের জন্য প্যারিস যাত্রা করিবেন। হ্যাব প্রফেসর, আপনি যেদিন আমাকে বলিয়াছেন সেদিন হইতেই আমি হ্যার গুহকে আমেরিকায পাঠাইবার জন্য উদ্যোগ আযোজন করিতেছিলাম। কিন্তু সকলেরই মত ও অভিমত একপ্রকাব নহে। হ্যাব গুহ যাহাই কবেন তাহা সপ্তাহখানেকেব মধ্যে আপনাকে বিশেষভাবে বলিতে পারিব।"

তিন চারিদিন পর হ্যার গুহ আমাব কক্ষে আসিয়া বলিলেন যে তিনি আজই মধ্যাহ্ন ১২টায় প্যারিস যাত্রা কবিবেন। আমাদের প্রফেসর যদি জিজ্ঞাসা করেন যে তিনি কোথায গিয়াছেন তবে তাহার উত্তবে আমি যেন বলি যে আমি সে সকল কথা কিছুই জানি না। হ্যার গুহ স্বল্পকাল মধ্যেই আমাব নিকট বিদায় নিয়া তাঁহার নিজবাটিতে চলিয়া গেলেন।

প্যারিসে হ্যার গুহ এবং তাঁহাব বিদেশী বৈপ্লবিকগণের ভারতীয সমস্যা সম্পর্কে কি আলাপ আলোচনা হইয়াছিল তাহা আমি জানিতাম বটে কিন্তু বর্তমানে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছি।

হ্যার গুহ যেদিন প্যাবিস হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন সেদিনই সন্ধ্যাবেলায এক চিঠিতে বন্ধুবর হ্যাব সুখতাঙ্কর পত্রপাঠ একদিন শ্রীযুক্ত লাড্ডুসহ বার্লিনে তাহাদের সহিত দেখা করিতে যাইতে লিখিলেন। আমরা বার্লিনে যাইয়া হ্যার সুখতাঙ্কর ও অন্যান্য বিপ্লবী বন্ধুগণেব সহিত আলাপ আলোচনা করিয়া স্থির করিলাম হ্যাব গুহকে আমরা সত্বরই আমেরিকার গদর পার্টির নিকট পাঠাইয়া দিব। এইজন্য হ্যার সুখতাঙ্কর ক্যালিফোর্ণিয়ায় শ্রীযুক্ত হরদয়ালেব নামে একখানা পত্রও দিলেন। আমরা সেই পত্র লইযাই হালেতে ফিরিয়া আসিলাম। বার্লিনস্থ বন্ধুগণ হ্যার গুহের পথখরচার জন্য যে একশতটি টাকা দিয়াছিলেন তাহাও হ্যাব গুহকে দিলাম। হ্যার গুহ অতঃপর আর আমেরিকা রওনা হইতে দ্বিধা করিলেন না। অনেক চিন্তাভাবনার পর বার্লিনের বন্ধুগণ যে উপদেশ দিয়াছিলেন সেই উপদেশ মান্য করিযাই আমরা হ্যার গুহকে হেগ হইতে একখানা স্টিমারে আমেরিকা রওনা করাইয়া দিলাম। আমরা আমেরিকাস্থ বন্ধুগণ হইতে হ্যার গুহর পৌঁছসংবাদ পাইলাম এবং তাঁহাকে যে রাম সিং নামক একজন ধনী চাষীর হেপাজতে দেওয়া হইয়াছে সেই সংবাদ জানিতে পারিলাম।

১৯১৪ ইংরাজীর সেপ্টেম্বর মাসে আমরা যখন বার্লিনে ভারত উদ্ধার উদ্যোগ করিতেছি তখন হ্যার ধীরেন সরকার এবং হ্যার মারাঠেকে যখন আমেরিকায় পাঠাইতেছিলাম তখন সেই সঙ্গে হ্যার গুহকেও আমাদের কার্য্যভার কতকটা গ্রহণ করিতে পত্র দিয়াছিলাম। হ্যার গুহ জার্ম্মেন হিন্দু বিপ্লব ষড়যন্ত্রের মামলায় যে একজন সাক্ষী ছিলেন তাহা আমরা পরে জানিতে পারিয়াছিলাম।

রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের দেরাদুনজীবন

১৯১৪ ইংরাজীতে সহসা রাজা শ্রী মহেন্দ্রপ্রতাপ মুসৌরীতে চলিয়া গেলেন। তাঁহার প্রবল আকাঙ্খা ছিল তিনি কিছুকাল মুসৌরী ও দেরাদুনে বাস কবিবেন। মুসৌরী যাওয়ার সময়ে তিনি দেরাদুনে অবস্থান না করিয়াই সবাসবি মুসৌরী চলিয়া গেলেন। তিনি মুসৌরীতে বিচারক ব্যানার্জ্জীর 'ক্যাথারিন ভিলা' নামক ভবনটি ভাড়া লইলেন। তিনি সেখানে কর্পূব-তলার মহারাজার সহিত পরিচিত হইলেন এবং রাজা রামপাল সিং-এব সঙ্গেও পরিচিত হইলেন। সেই সময়ে তিনি নাভার মহারাজা রিপুদমন সিং-এর সহিত একাধিকবার মিলিত হইলেন। মুসৌরীতে কিছুকাল স্বামী সত্যদেব এবং অস্ট্রেলিয়ার জনৈকা থিওসফিস্ট মহিলা এবং উপেন্দ্র-নারায়ণ তাঁহার বাটিতে আতিথ্য গ্রহণ কবিযাছিলেন। একদিন ডক্টর খিংড়া ইউ, পির জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এ, ইউসুফ আলীকে তাঁহার বাটিতে লইয়া আসিলেন। দেরাদুন মুসৌরীর সন্নিকটেই ছিল। সেইজন্য বাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ লালা বলদেও সিং ভকতবাজের সঙ্গেও পবি-চিত হইলেন। লালা বলদেও সিং-এব 'মোহিনী ভবন' নামক বাটিতে রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। যখন বলদেও সিং-এর সহিত রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ কথাবার্তা বলিতেছিলেন তখন বলদেও সিং বলিলেন যে রাজপুর বোডে তাঁহার যে একখানা বাটি আছে তাহা বিক্রয় করিবার আকাঙ্খা তিনি অনেকদিন যাবতই পোষণ করিতেছেন। রাজা মহেন্দ্র-প্রতাপ বাটিখানা যাইয়া দেখিলেন এবং পছন্দ করিলেন। মাত্র বারো হাজার টাকাতেই বাটিটি ক্রয় করা সম্ভব হইয়াছিল। এই নূতন বাটির সন্নিকটে আরও কয়েকটি বাটি রাজা মহেন্দ্র-প্রতাপ ক্রয় করিলেন। একটি বিস্তৃত বাগানসহ একটি বিস্তৃত বাটিও ছিল।

দেরাদুনে তিনি বুলাকিরাম নামক জনৈক ব্যারিস্টারের সহিত পরিচিত হইলেন। তিনি তাঁহার নিজের মুদ্রণাগারে তাঁহার একটি বিশ্বপ্রেমিক পত্রিকা প্রকাশ করিতেছিলেন।

সর্দার যোগীন্দ্র সিং এক সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ঐ বাটিতেই বাস করিতে থাকিলেন। কিন্তু রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ সেই সময় সম্পূর্ণ নিরামিষাশী ছিলেন বলিয়া সর্দার যোগীন্দ্র সিং সর্দার পুরণ সিং-এর বাটিতে বাস করিতে গেলেন। কতকটা মতানৈক্য ইহার ভিতরে ছিল। নৈনিতালে রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ যোগীন্দ্র সিং-এর বিশেষ বন্ধু হইয়া উঠিয়াছিলেন। নৈনিতালে অন্ততঃ দুইটি গ্রীষ্মকাল তাঁহারা কাটাইয়াছিলেন। তিনি এবং যোগীন্দ্র সিং বিশেষ হৃদ্যতার সহিত বাস করিতেছিলেন এবং ভ্রমণকালে উভয়েই একসঙ্গে বাহির হইতেন। সর্দার যোগীন্দ্র সিংই রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপকে ঝালোয়াড়ের রাজার সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন। তিনিই প্রথমে আবিষ্কার করেন যে রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের মতবাদ সমাজতান্ত্রিক। রাজা মহেন্দ্র-প্রতাপ অকস্মাৎ সর্দার যোগীন্দ্র সিংকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে সমাজতন্ত্রটা কিরূপ তাহা তিনি জানিতে চান। তিনি বলিলেন যে সমাজতন্ত্রটা অনেকটা তাহারই (মহেন্দ্রপ্রতাপের) মতবাদের মত। সর্দার যোগীন্দ্র সিং আমেরিকা যুক্তরাজ্যের একখানা পুস্তক তাঁহাকে পাঠ করিবার জন্য দিলেন। রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ পুস্তকখানা সংগ্রহ করিলেন এবং বিশেষ প্রীত হইলেন। তিনি অনুভব করিলেন যে তিনি যেরূপ চিন্তাধারা নিয়া চলিতেছেন পৃথিবীতে আরও অনেকে আছেন

যাঁহারা একইরূপ চিন্তা করেন। নৈনিতালে তিনি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলেন যে সর্দার যোগীন্দ্র সিং এবং পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য একই পন্থার পথিক। উভয়ের মধ্যে মতানৈক্যও আছে। তিনি উভয়ের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু দেরাদুনে প্রত্যাবর্তন করিবার সময় হইয়া আসিল। প্রত্যাবর্তনেব দিনে তিনি এবং যোগীন্দ্র সিং তাঁহার গৃহে বসিয়া অবস্থার আলোচনা করিতেছিলেন। রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ বলিলেন তাঁহারা দীর্ঘ-কালের বন্ধু। তিনি যোগীন্দ্র সিং-এর মনোভাবের বিশেষ প্রশংসা করিতেন। তিনি সর্দারকে জিজ্ঞাসা করিলেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সম্পর্কে তাঁহার অভিমত কি এবং কখন তাঁহাবা তাঁহাদের ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিতে পারিবেন। কিন্তু যোগীন্দ্র সিং বলিলেন যে তিনি বিশেষ-ভাবেই রাজভক্ত এবং ভারতবর্ষ যে কখনও নিজের পায়ের উপর নির্ভর করিয়া দাঁড়াইতে পাবিবে তাহা তিনি বিশ্বাস করেন না। তিনি আরও বলিলেন যে তাঁহাদের প্রধান কর্তব্য যে তাঁহাদেব নারীজাতিকে শিক্ষিত করিতে হইবে। তিনি মনে করেন নারীজাতিব শিক্ষার উপরেই তাঁহাদের ভবিষ্যত অনেকটা নির্ভর কবে এবং নারীজাতির শিক্ষাদ্বারাই তাঁহাদেব দেশের অভ্যুত্থান সম্ভবপর। এইপ্রকার কতকগুলি মন্তব্য সর্দার যোগীন্দ্র সিং কবিলেন এবং যোগীন্দ্র সিং-এর কথাগুলি রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের উৎসাহের উপর যেন শীতল বারি সিঞ্চন করিল। কিন্তু তথাপি রাজা মহেন্দ্র সর্দার যোগীন্দ্র সিং-এর ভাষণের সরলতা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিলেন। রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ এবং সর্দার যোগীন্দ্র সিংও দেখিলেন যে উভয়ের মধ্যে মতবাদ সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। সর্দার যোগীন্দ্রনাথ দেরাদুনে মহেন্দ্রপ্রতাপেব বাটী ত্যাগ করিলেন কিন্তু চিরকালই তাঁহার বন্ধু রহিলেন। এই সময়ে সর্দার যোগীন্দ্রনাথের পুত্র একটি ডেনিশ মহিলার কন্যাকে বিবাহ করেন।

দেরাদুনে রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ তাঁহার শ্যালক ঝিন্দের মহারাজ বণবীর সিং-এব আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে তিনি তাঁহার সংবাদপত্র "নির্বল সেবক" নামক পত্রিকাব দুইটি সংস্করণ চালাইতেছিলেন। তিনি এই সময়ে শক্তিহীনের সেবক নামক একটি সমিতি গঠন করিতেও অভিলাষী হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহাব একখানা বাটী এই সমিতিব জন্য দান করিয়া দিলেন। এই বাটীখানাকেই তিনি ধর্ম নামে অভিহিত করিতেন। কাবণ এই বাটীখানাই ছিল ধর্ম এবং কর্তব্য। তাঁহার জীবনকালে এই বাটীতেই বাস করিবেন বলিয়া তিনি আকাঙ্খা করিয়াছিলেন এবং এই বাটী হইতেই তাঁহার সমিতির আন্দোলন চলিতে থাকিবে। এইস্থানেই রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ ধর্ম এবং সমাজতান্ত্রিক পুস্তকাদির একটি পুস্তকাগার প্রতিষ্ঠা করিলেন। রাজা এই বাটীতেই একটি সাপ্তাহিক সভা আহ্বান করার ব্যবস্থা করেন। পত্রিকা "নির্বল সেবকে"র একটি পৃষ্ঠায় নানা ধর্মমতের আলোচনা প্রকাশ করার ব্যবস্থা হইল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, তাঁহারা মাদকদ্রব্যের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লিখিলেন। পরবর্তী সপ্তাহে আবার জুয়া-খেলার বিরুদ্ধে লিখিলেন। বেদ, কোরাণ, বাইবেল এবং অন্যান্য ধর্মপুস্তক হইতে উদ্ধৃতি প্রকাশ করিলেন। তিনি কংগ্রেস প্রেসিডেণ্টের বক্তৃতা হিন্দীতে অনুবাদ করায় উদ্যোগী হই-লেন।

ইউরোপে সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইল

রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ যখন দেরাদুন হইতে বৃন্দাবনে তাঁহার প্রেম মহাবিদ্যালয়ের বার্ষিক উৎসবে যোগ দিতে যাইতেছিলেন তখন ট্রেনে থাকাকালে তিনি ইউরোপে সমরানল প্রজ্জ্বলিত হওয়ার সংবাদ জানিতে পারিলেন। তাঁহার সঙ্গে শেঠ বলদেও সিংও ছিলেন এবং তাঁহার বিপরীত দিকের আসনে কয়েকজন ইংলিশম্যানও শায়িত ছিলেন। রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ বলিলেন যে তিনি ইউরোপের রণাঙ্গনের অভিনয় দেখিতে যাইবেন। এই সময়ে বলদেও সিং কক্ষান্তর হইতে আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ইহার অর্থ কি? রাজা তখন নির্ভীকভাবে বলিলেন যে তিনি অবশ্যই ইউরোপের রণাঙ্গনে যাইবেন এবং নিজচক্ষে দেখিবেন সমরানলটি বস্তুতঃ পক্ষে কি। এই চিন্তা তাঁহার মস্তকে উদ্ভূত হইল এবং ইহাতেই তিনি প্রায় সারাজীবন নির্বাসনে কাটাইলেন।

বৃন্দাবনে পৌঁছাইয়া তিনি বন্ধুবান্ধবের সহিত মিলিত হইলেন কিন্তু ইউরোপের সমরানল বস্তুতঃ পক্ষে কি তাহা দেখিবার আকাঙ্খা ক্রমশঃ অধিকতর শক্তিশালী হইয়া উঠিল। অমৃত-সরের মাদক নিবারণ প্রচেষ্টার উৎসাহী কর্ম্মী শ্রী স্বরূপ নারায়ণ সর্বান্তঃকরণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন যাহাতে রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপকে এই প্রচেষ্টা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারেন। কিন্তু রাজা যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন এবং কিছুতেই কাহারও অভিমত তাঁহাকে এই প্রচেষ্টা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিল না।

এই বৎসরেই আগ্রার কমিশনার প্রেম মহাবিদ্যালয়ে পুরস্কার বিতরণের জন্য আসিলেন। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রপ্রতাপ সভাধিবেশন কালে বলিলেন যে তাঁহারা অবিচার ধ্বংস করিয়া সেই স্থলে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করিতে চান। সভার কার্য্য শেষ হইয়া গেলে কমিশনার রাজা মহেন্দ্র-প্রতাপকে পরদিন প্রাতঃকালে মথুরায় ম্যাজিস্ট্রেটের ডাক বাংলোতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিলেন। রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ ভাবিলেন যে তিনি রণাঙ্গনে যাইবার জন্য যে আকাঙ্খা প্রকাশ করিতেছেন হয়ত কমিশনার সাহেবও প্রস্তাব করিতে পারেন যে রাজা তাঁহার নিজের একটি ইউনিট লইয়া ভারতবর্ষ রক্ষার জন্য রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে পারেন। রাজা লক্ষ্য করিলেন যে তাঁহার আশানুরূপ কোন প্রস্তাব কমিশনার দিলেন না বরং কমিশনার রাজার অভিমত সম্পূর্ণ অবন্ধুভাবাপন্ন এবং কতকটা বিরুদ্ধবাদী মনে করিয়াই অভিমত জ্ঞাপন করিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ডেম্পিয়ারের সঙ্গে কমিশনারের অভিমত সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিয়া রাজা কতকটা বিস্মিত হইলেন। কমিশনার রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপকে বলিলেন যে তিনি রাজার কার্যকলাপে ব্যথিত হইয়াছেন। রাজা তাঁহার নিজের অবস্থা বিশেষভাবে বর্ণনা করার সময়ে কতকাংশে উত্তেজিত হইয়া পড়িয়া-ছিলেন। রাজা বলেন যে এই সাক্ষাৎ এবং আলাপ আলোচনা তাঁহার জীবনের গতি বিশেষভাবে পরিবর্তিত করিতে সক্ষম হইল। রাজা বলেন তিনি জার্ম্মেনীর প্রতি কতকটা অনুরক্ত হইয়া পড়েন এবং অতি দুশ্চরিত্র বৃটিশের পন্থা তাঁহার পক্ষে অনুকূল তো দূরের কথা বরং বিপরীত বলিয়াই মনে হইত।

ইউরোপে সমরাণল প্রজ্জ্বলিত হইল

তিনি নানাদিক বিবেচনা করিয়া মথুরায় ম্যাজিস্ট্রেট সমীপে, তাঁহার ইউরোপ যাত্রার পাসপোর্টের জন্য একখানা দরখাস্ত পেশ করিলেন। বিদেশযাত্রা করার জন্য নিজগৃহে তিনি সর্বপ্রকার প্রস্তুতি আরম্ভ করিলেন। তিনি তাঁহার সম্পত্তির জন্য ট্রাস্টি নিযুক্ত করিলেন। এই সময় তিনি বিদেশে গেলে তাঁহার প্রেম মহাবিদ্যালয় যাহাতে যথাযথভাবে চলিতে পারে তাঁহার ব্যবস্থার জন্য তাঁহার বন্ধুবর্গ শেঠ নারায়ণ দাস এবং হুকুম সিংকে ভার দিয়া গেলেন।

তিনি মহাত্মা মুন্সীরামের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রী হরিশ্চন্দ্রের সাহায্য গ্রহণ করেন। এই মুন্সী-রামই পরবর্তীকালে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। হরিশ্চন্দ্রের সহিত এইরূপ ব্যবস্থা হইল যে তিনি মহেন্দ্রপ্রতাপের সহিত ইউরোপ যাইবেন এবং তিন চারি মাস পর ফিরিয়া আসিয়া 'নির্বল সেবক' পরিচালনা করিবেন।

এই সময়ে দেবাদুনের ম্যাজিস্ট্রেট নির্বল সেবকের একটি প্রবন্ধ অনেকটা জার্ম্মানীর প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ বলিয়া তাঁহার নিকট হইতে গ্রাণ্ট বাবদ পাঁচশত টাকা ডিপোজিট চাহিলেন। ডিপোজিটের টাকা সত্বরই গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রদান করা হইল। কিন্তু তাহাতে রাজা মহেন্দ্র-প্রতাপের পত্রিকা চালনার কোন পরিবর্তন হইল না।

রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ তাঁহার পত্নীর সহিত শেষ সাক্ষাৎ করিয়া ইউরোপ যাত্রার জন্য বিদায় লইলেন। তাঁহার পত্নী ১৯২৫ অব্দে দেহত্যাগ করেন। রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ যাত্রা করার সময় তাঁহার পত্নী বিছানায় শায়িত থাকিয়া কেবল অশ্রুপাত করিতেছিলেন। রাজা, তাঁহার পত্নীকে নানাভাবে প্রবোধ দিয়া শান্ত থাকিতে বলিলেন এবং বিশেষভাবে তাহাকে ক্রন্দনবিরত হইতে অনুরোধ করিলেন। সেই সময় তাঁহার কন্যা অসুস্থ ছিলেন এবং ছেলেটি শয্যায় শায়িত ছিল। রাজা যাত্রা করার সময় রাত্রি হইয়াছিল এবং তাঁহার নূতন বাটিতে আগত বিদ্যুতের আলোর ঝলক যেন কমিয়া গিয়াছিল।

তিনি দেবাদুন হইতেই গাড়ীতে চাপিয়া বসিলেন। পরবর্তী স্টেশনে হরিদ্বারে আসিয়া বন্ধুবর হরিশ্চন্দ্র তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। তাঁহারা দুইজন বোম্বাই এর পথে চলিতে লাগিলেন।